চন্দ্রগিরির রাজকাহিনী

বিমল কর

রাজারামের কথা

ধর্মশালা

আমার নাম রাজারাম।

এই ধর্মশালায় আমার দুটো দিন কেটে গেল। আজ তৃতীয় দিন।

ধর্মশালা, মামুলি হোটেল, মুসাফিরখানা, রেল স্টেশনের প্লাটফর্ম, ধাবা-ধাবড়া— সব জায়গাতেই থাকার অভ্যেস আমার আছে। পয়সাঅলা লোকের ঘর-বাড়িতেও আমি থেকেছি। কিংবা তারা আমায় যখন যেখানে রাখতে চেয়েছে— ভাল-মন্দ যে-কোনো জায়গায় আমি বিনি-ওজরে থেকে গিয়েছি। বরাতে যখন যা জোটে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমার অসুবিধে হয় না। আমার গুরু ছেলেবেলা থেকে আমাকে শেখাবার চেষ্টা করেছেন, এই জগৎটা আমাকে মানিয়ে নেবার জন্যে তৈরি হয়নি, তুমিই নিজেকে জগতের সঙ্গে মানিয়ে নেবে। রাঁড়িয়ার কোনো পসন্দ্ থাকে না, আর শ্মশানের ছাইয়ের কোনো জাত থাকে না।

তবু এই ধর্মশালাটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। নেশা-টেশা না হলেও আমি চালিয়ে নিতে পারি, কিন্তু একেবারে ফাঁকা চুপচাপ জায়গায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সময় কাটাই কেমন করে! নেশার জন্যে বিশেষ কিছু আনিনি। যা এনেছিলাম প্রায় শেষ হয়ে এল। কাছাকাছি যদি কিছু থাকত! শত্নন্দ হল এই ধর্মশালার চৌকিদার। সে আর তার বউ মতিয়া এখানেই থাকে, ধর্মশালার লাগোয়া কুঠরিতে। শত্নন্দ লোকটাকে জন্তুর মতন দেখতে। মাথায় খাটো, শুকনো খয়েরের মতন গায়ের রং, গলা থেকে পা পর্যন্ত বড় বড় লোম। ওর হাত-পা ছোট ছোট, সামান্য বেঁকা। বসা নাক, গোল গোল চোখ। লোকটা গোঙা-মতন; ভাল করে কথা বলতে পারে না। কিন্তু মানুষটা ভাল। পরিশ্রমী। ওর নিজের ক্ষেতি আছে খানিকটা ধর্মশালার জমিতে। সবজি-টবজি ফলায়। একটা বুড়ো ঘোড়া আর ভাঙাচোরা এক্কা গাড়ি আছে শত্নন্দের। লোকটার নজর আছে। আমায় বলেছিল, মনোহর দাস শেঠের ধর্মশালায় তিনটে জিনিস নিষিদ্ধ: দারু, জানানা আর মাছমাংস। সব ধর্মশালাতেই এগুলো নিষিদ্ধ

থাকে আমি জানি। হাসিখুশি মুখে শত্নন্দকে দু-চার টাকা দিতেই 'দারু' মাফ হয়ে গেল। আর দশ-বিশ টাকা দিলে জানানাও মাফ হয়ে যেত। কিন্তু আমার তেমন জানানা কই! শত্নন্দ অবশ্য এ-কথাও বলল, বাড়ির মা-বউ মেয়ের বেলায় এ-নিয়ম নেই। ধর্মশালার পেছন দিকে দুটো ঘর আছে মেয়েদের জন্যে। মনোহরদাস শেঠের ধর্মশালায় বছরে দুবার খুব ভিড় হয়। একবার বর্ষাকালে, জন্মাষ্টমীতে। আর অন্যবার মাঘের শেষাশেষি, হাড়-কাঁপানো শীতে। জন্মাষ্টমীর মেলা বসে কেনালি-কেন্দুয়ায়, এখান থেকে মাইল দেড় দুই তফাতে। ওখানে মন্দির আছে। মন্দির ঘিরে মেলা। আর মাঘের মেলা বসে 'সুরজকুণ্ড'তে। জায়গাটার নাম গিরিয়াঝোড়ি। সেটাও মাইল দুই দূরে। একটা পুবে, অন্যটা পশ্চিমে। এই দুই পরবের সময় মনোহরদাস শেঠের ধর্মশালায় যাত্রী যারা আসে তাদের মধ্যে বুড়ি-ছুঁড়ি তো থাকবেই।

বর্ষা আর শীতের মাঝখানে ধর্মশালায় বড় একটা কেউ আসে না। এমন বে-রাস্তায় আর জঙ্গলের মধ্যে ধর্মশালা হলে কে-ই বা আসবে! তবু দু-চারজন যারা আসে তারা সাধু-সন্ন্যাসীর জাত; গেড়ি-গেরুয়া আর গাঁজা নিয়ে যাদের দিন কাটে।

আমি সাধু-সন্ত নই। বরং উলটো। অসাধু, পাপী-তাপী মানুষ।

মনোহরদাস শেঠের ধর্মশালায় আমার আসার কারণ ছিল না। আগে কোনোদিন এখানে আসিনি, জায়গাটাও আমার অচেনা।

তবু এলাম সেই বুড়োমতন লোকটির জন্যে।

দিন সাতেক আগে, টিরহি রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে এক বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ। আমি রাত্রের ট্রেনের জন্যে প্লাটফর্মের আশেপাশে অপেক্ষা করছিলাম। ভদ্রলোক যে কখন থেকে আমাকে নজর করছিলেন জানি না। তাঁকে আমি স্টেশনের চায়ের দোকানের কাছে দু-একবার দেখেছিলাম—এই মাত্র।

পানের দোকানের সামনে বুড়ো ভদ্রলোক নিজেই আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

'নমস্তে জি! আপ কেয়া বাঙ-আলি?'

'জি! বাঙালি।'

'আচ্ছা আচ্ছা! আমিও বাঙালি বাবুজি!'

'নাকি? বাঃ।... আপনাকে দেখে তো বাঙালি মনে হয় না।'

'ক্যায়সা করে হবে! পঁচাশ সাল তো ইধারমেই কেটে গেল।'

'পঞ্চাশ বছর?'

'জী! দো সাল বেশি...' বলেই ভদ্রলোক গলার স্বর মুখের হিন্দি বুলি পালটে নিলেন।

'আপনার নাম?'

'প্রতাপচাঁদ রায়। আমরা বর্ধমানের লোক। মানকর। জানেন?' বাংলা উচ্চারণে সামান্য হিন্দি টান।

'জানি। মানকরে মোর ধাম জিলা বর্ধমানে...!' আমি হেসে উঠলাম।

প্রতাপচাঁদও হাসলেন। তারপর বাংলায় বললেন, 'আমি বিপ্র নই; উগ্রক্ষত্রিয়।' বলে ভদ্রলোক ইশারায় আমাকে ডেকে নিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালেন। 'বাংলার চর্চা আমাদের আছে।'

প্রতাপচাঁদকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল ওঁর বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। বৃদ্ধ হলেও শিথিল, জরাগ্রস্ত চেহারা নয়। ছিপছিপে চেহারা। অস্বাভাবিক ফরসা গায়ের রং। এই বয়েসেও রং মরেনি; উজ্জ্বলতা অবশ্য নষ্ট হয়েছে। মাথা-ভরতি সাদা চুল। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। গোল গোল কাচ চশমার। বয়েসের দাগ ধরেছে ওঁর মুখে, গালের চামড়া কোঁচকানো, গলার নালী নীল, সামান্য ফুলে আছে। প্রতাপচাঁদের পরনে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি। পায়ে সাদা-মাটা নাগরা জুতো। হাতে ছড়ি। উনি যে অভিজাত গোছের কেউ বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না।

হাঁটতে হাঁটতে প্রতাপচাঁদ আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নাম?'

'রাজারাম!'

'পদবি?'

'জানি না। দরকার মতন একটা লাগিয়ে নিই।'

প্রতাপচাঁদ দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন আমাকে তীক্ষ্ণ-চোখে। আমি স্পষ্টই বুঝলাম, উনি যতটা অবাক হয়েছেন তার চেয়েও বেশি যেন বিভ্রান্ত। বললেন, কিন্তু একটা পদবি...

'জানি না। আমার বাবাকে আমি দেখিনি, জানিও না কে আমার বাবা! আমার মা মারা গিয়েছে গলায় দড়ি দিয়ে, আমার বয়েস যখন দুই কি তিন। আমাকে ওরা ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল, অনাথ বাচ্চাকাচ্চা বেজন্মারা যেখানে থাকে!'

প্রতাপচাঁদ এত স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব আশা করেননি। উনি আমাকে যেন সরাসরি আর কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারছিলেন না।

আমরা স্টেশনের প্লাটফর্মে এলাম। রোদ এইমাত্র উধাও হল। গরমের দিন। বেলা রয়েছে এখনও, আলো আছে।

প্রতাপচাঁদ বললেন, 'আসুন বসি।'

পাথরের বেঞ্চি, পিঠের দিকে হেলান দেবার ব্যবস্থা নেই। প্লাটফর্মের ওপর নুড়ি পাথর ছড়ানো। কাছেই এক করবী ঝোপ। তফাতে মাকড়ি ঝোপ।

আমরা বসলাম।

প্রতাপচাঁদ সামান্য সময় সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। উনি কী দেখছিলেন আমি জানি না। রেল লাইনের ওপারে বালিয়াড়ি। বড় বড় গাছপালা। আকাশ জুড়ে মরা আলো রয়েছে এখনও, গোধূলিও নামেনি। বাতাস আসছে যাচ্ছে। মাঝদুপুরের দুঃসহ গরম এখন আর নেই।

'সিগারেট খান ?' প্রতাপচাঁদ পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করলেন।

'খাই।'

উনি আমায় সিগারেট দিলেন, নিজেও নিলেন। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন। 'আপনার বয়েস কি তিরিশের বেশি ?'

সিগারেট ধরানো হয়ে গিয়েছিল। বললাম, 'আমার হিসেবে ওই রকমই।'

'ত্রিশ!' উনি আমার চোখমুখ নজর করলেন ভাল করে। তারপর যেন ঠাট্টার গলায় বললেন, 'বরাবরই দাড়ি রাখেন ?'

'খুশি মতন রাখি। কামিয়েও ফেলি মাঝে মাঝে।'

'এক সময় আমারও দাড়ি রাখার শখ ছিল,' প্রতাপচাঁদ আলাপ-করার গলায় বললেন, 'রাখতে পারলাম না। গালে একটা ঘা হল...। আপনি কোথায় যাবেন ?'

'টিকিট কাটব। রাত নটায় গাড়ি। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি।'

প্রতাপচাঁদ আমার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। 'রাজাসাহেব—' উনি যেন তামাশা করে আমায় রাজাসাহেব বললেন, হাসলেন আলগাভাবে।

'রাজারাম। সাহেব নই,' আমি হাসলাম।

'আপনি কী করেন রাজাসাহেব ?'

'যখন যা জোটে। ভ্যাগাবন্ড!'

'ভ্যাগাবন্ড! আপনি ইংরিজিও জানেন ?'

'দু-চারটে শব্দ,' আমি তামাশার গলায় বললাম, হাসিমুখে। 'নাম সই করতে জানি। পেপার পড়তে পারি।'

'বাঃ!... লেখাপড়া-করা আদমি!'

'থোড়া-বহুত!'

'তো রাজাসাহেব আপনি কোনো কাজকর্ম করেন না কেন ?'

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলাম ছুঁড়ে। জিবে-গলায় লাগছিল না। নরম সিগারেট। কড়া তামাক আমার পছন্দ।

প্রতাপচাঁদ আমায় দেখছিলেন। ওঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। উনি যেন অনেকটা গভীর পর্যন্ত অনুমান করতে পারেন। মানুষটি যে বুদ্ধিমান, চতুর— আমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না; তা ছাড়া ওঁর মধ্যে কোনো একটা আকর্ষণ রয়েছে।

'আপনি কি আমায় কোনো কাজ দিতে চান ?' আমি ঠাট্টার গলায় বললাম।

'আমি!... না!... আমি...! আপনি কোন্ কাজ করতে পারেন ? কী কাজ করেন ?'

'ভাড়া খাটি।'

'ভাড়া!' প্রতাপচাঁদ নিজের সিগারেটটা ফেলে দিলেন। গায়ের পাশে রাখা ছড়িটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ছড়ি তুললেন না, আমায় দেখতে লাগলেন অপলকে। ওঁর চোখের তলায় যেন ধূর্ততা ছিল। 'ভাড়া! আজব বাত। আপনি কিসের ভাড়া খাটেন ?'

'যেমন জোটে।'

'কী কী আপনি পারেন ?'

'চুরি-জোচ্চুরি, গুণ্ডামি, লুচ্চামি, ডাকাতি, খুন-খারাবি...'

'আপনি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন রাজাসাহেব।... খুন ? আপনি খুন করতে পারেন ? করেছেন ?'

'পারি; করিনি এখন পর্যন্ত। তবে পারি।'

'খুনভি করতে পারেন!... তো ইয়ে...! আপনি তো ক্রিমিন্যালদের মতন কথা বলছেন।'

'প্রতাপচাঁদজি, এই দুনিয়ায় কেউ সাধু হয় কেউ চোর। রামও হয়, রাবণও হয়। আমি ক্রিমিন্যাল হয়েছি।' বলে আমি হাসলাম, 'জি আমি এখন পর্যন্ত খুন আর রেপ্ করিনি, বাকি সবই করেছি। আমার গুরুজির কসম্ আছে। খুন আমি তখনই করব যখন দেখব, নিজেকে আর আমি বাঁচাতে পারছি না, আমিই খুন হয়ে যাচ্ছি...। আর—'

প্রতাপচাঁদ মাটি থেকে হাতের ছড়িটা উঠিয়ে নিলেন। তাঁর চোখ যেন হাসছিল। 'রাজাসাহেব আমি সিনেমা-টিনেমা দেখি না। আপনি বম্বাইমে যান।

তবে এ-লাইনে বম্বাই যেতে হলে হায়রানি হবে। ও-দিক দিয়ে যান— ভায়া নাগপুর।' বলে উনি উঠে দাঁড়ালেন। 'চলুন, থোড়া ঘুরিফিরি।'

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। প্রতাপচাঁদ প্লাটফর্মে হাঁটতে লাগলেন পায়চারি করার মতন। হঠাৎ বললেন, 'আমার বয়স কত জানেন?'

'সত্তর হবে?'

'হাঁ; চার মাস বেশি। আমি বহুত লোক দেখেছি। আপনি আমায় বোকা-বুদ্ধু ভাববেন না।'

আমি হাসলাম। সামান্য শব্দ করে। নিজের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম। কড়া তামাকের সিগারেট। আমার কাছে লাইটার ছিল। সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে, আকাশের দিকে তাকালাম। গোধূলি ফুরিয়ে আসছে। সূর্য প্রায় ডুবে এল। 'প্রতাপচাঁদ-জী, আমি আপনাকে বোকা-বুদ্ধু ভাবিনি। আপনি খুবই বুদ্ধিমান, চালাক মানুষ। আপনার নজর আপনাকে চিনিয়ে দেয়। আপনি ঝুটো মাল চিনতে সময় নেন না। আমি ঝুটো হলে আপনি আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন না। আপনার মতলব কী?'

প্রতাপচাঁদ আমায় দেখলেন একবার। হাঁটতে লাগলেন যেমন হাঁটছিলেন। ছড়ির ডগা দিয়ে নুড়ি পাথর সরিয়ে দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। মুখ তুলে আকাশ দেখলেন। সূর্য অস্ত গেল।

প্রতাপচাঁদজি বললেন, 'রাজাসাহেব, আমার যা বয়েস হয়েছে— এক-দু বছর আমি আরও বাঁচতে পারি, না-ও পারি। আমার দিন শেষ।... জীবনে আমি করেছি অনেক, কিন্তু শেষ দু-একটা কাজ করতে পারিনি। আমার বড় আফসোস। আমার আর ক্ষমতা নেই বাকি দু-একটা কাজ করতে পারি। চেষ্টা করি, ভাবি— কোনো উপায় পাই না। আপনাকে দেখে আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। কিন্তু আমি জানি না...," উনি চুপ করে গেলেন।

আমি কিছু বললাম না। ছায়া জমে গিয়ে অন্ধকার হয়ে আসছিল। একটা মালগাড়ি চলে গেল শব্দ করতে করতে। বাতাস এখন এলোমেলো।

'আপনার মতলব, আমায় বলতে পারেন,' আমি বললাম।

'পারি। কিন্তু...'

'প্রতাপচাঁদজি আমি নেমকহারামি করি না।'

অপেক্ষা করে উনি 'আপনি কি আমায় সাহায্য করতে পারবেন?'

'বলুন?'

'শক্ত কাজ রাজাসাহেব, খুব শক্ত কাজ...। যদি আপনি না পারেন...

'আপনি তো জানেন, কপাল বলে একটা কথা আছে। কপালে না থাকলে একটা ছোট মাছও বঁড়শি থেকে খুলে যেতে পারে।... আপনি বলছেন, কাজটা খুব শক্ত। হয়ত শক্ত। বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে নিশানা করলেও গুলি ফসকে যায় কখনো-সখনো। শিকারিরা কথাটা জানে। তবু শিকারে যায়, গুলি চালায়। বন্দুক নামিয়ে রাখলে শিকারির হাত নষ্ট হয়। আমি মূর্খ লোক প্রতাপচাঁদজি, আপনি বিজ্ঞ মানুষ, আপনাদের শাস্ত্রটাস্ত্র কী বলে— ?'

প্রতাপচাঁদ যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। কথা বললেন না অনেকক্ষণ।

তারপর অন্ধকারে একসময় কথা হল দুজনে। বেশি কথা নয়। উনি কিছুই ভেঙে বললেন না। শুধু আমায় আপাতত কী করতে হবে বলে দিলেন।

প্রতাপচাঁদজির কথা মতন আমি মনোহরদাস শেঠের ধর্মশালায় এসেছি, পুরো এক হপ্তা পরে। উনি নির্দিষ্ট সময় বলে দিয়েছিলেন। এখানে আমার তিন দিন থাকার কথা। এই ধর্মশালায় কেউ একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কে আসবে আমি জানি না। হতে পারে প্রতাপচাঁদ নিজেই আসবেন। কিংবা অন্য কেউ। উনি আমায় কিছু বলে দেননি। শুধু বলেছেন, তিনদিন অপেক্ষা করতে। যদি এই তিনদিনের মধ্যে কেউ না আসে— আমি নিজের মতন যেখানে খুশি চলে যেতে পারি।

এই তিনদিন আমি প্রতাপচাঁদের ভাড়া-করা লোক। উনি আমায় টাকা দিয়েছেন। হাজার টাকা।

আমি বসে আছি মনোহরদাস শেঠের ধর্মশালায়। অপেক্ষা করছি কোনো একজনের জন্যে। সে যে কে— আমি জানি না।

বৈশাখের ঝড়বৃষ্টি

দু-দুটো দিন চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। আজ তৃতীয় দিন। শর্ত মতন আজই আমার অপেক্ষার শেষ দিন। যদি আজও কেউ না আসে আমি কালই ধর্মশালা ছেড়ে চলে যেতে পারব। প্রতাপচাঁদবাবুর হাজার টাকা জলে যাবে। দোষ আমার নয়। আমার দিক থেকে শর্তভঙ্গ হচ্ছে না।

টাকা অনেক সময় মানুষকে চিনিয়ে দেয়। তার উদ্দেশ্য, মতিগতি। প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আমি টাকা নিয়ে কোনো দরাদরি করিনি। হাজার টাকার

ব্যবস্থাটা তাঁরই। পকেট থেকে হাজার টাকা যিনি খসিয়ে দিতে পারেন, তাও অচেনা অজানা একজনকে বিশ্বাস করে, তিনি নেহাত ছাপোষা মানুষ নন। অল্পবিত্তর পয়সাঅলা। তাছাড়া যে-কাজের জন্যে হাজার টাকা খরচ করলেন প্রতাপচাঁদ সেটা কোনো কাজই নয়। কোনো একটা জায়গায় এসে বসে থাকা, আর তিনটে দিন অপেক্ষা করা এমন কি ভারী কাজ ! তার জন্যে হাজার টাকা !

টাকার অঙ্ক নিয়ে ভাবলে মনে হয়, জলে ফেলার জন্যে টাকাটা প্রতাপচাঁদ খরচ করেননি। কোনো একটা উদ্দেশ্য তাঁর আছে। যার জন্যে হাজার টাকা খরচ করা যায়।

মানুষ চেনার ক্ষমতা প্রতাপচাঁদবাবুর ভালই আছে। নয়ত তিনি আমাকে চিনে নিতেন না। আমারও লোক আন্দাজ করার ক্ষমতা কম নয়। ভদ্রলোককে আমি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। রতনে রতন চেনে কিনা জানি না, কিন্তু বাঘের গায়ের গন্ধ জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার চেনে। আমার গুরু বলতেন, বেটা সাপ সাপকে ছোবল মারে না,গায়ে গায়ে ঘেঁষে আসে। শয়তান শয়তানকে চিনে নেয়।

প্রতাপচাঁদ মানুষটি মামুলি ভদ্রলোক নয়। উনি অত্যন্ত চতুর, সতর্ক, বুদ্ধিমান। ওঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ঠিক ঠিক জিনিসটি আন্দাজ করে নিতে পারেন। আমাকে উনি বাজিয়ে নিতে চাইছেন হয়ত। নিতেই পারেন। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই সতর্ক। প্রতাপচাঁদবাবু এতই সতর্ক যে, উনি ওঁর বিষয়ে প্রায় কিছুই বলেননি। উনি কে, কোথায় থাকেন, কী পেশা— কিছুই নয়। এমন কোনো আভাসও দেননি যে আমি ওঁকে খুঁজেপেতে বার করতে পারি। শুধু বলেছিলেন, ধর্মশালার পর্বটি যদি চুকে যায়— তারপর অন্য কথা। তার আগে কোনো কিছুই বলা যাবে না।

মনোহরদাস শেঠের ধর্মশালা আমার চেনা জায়গা নয়। প্রতাপচাঁদবাবুই আমায় বলেকয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সময়টাও সঠিকভাবে বলে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বৈশাখ মাসের শেষ তিন দিন—বৃহস্পতি শুক্র শনি। হাতে আমার সময় ছিল— দিন দুই-তিন ঘুরেফিরে আমি শেঠের ধর্মশালায় এসে বসে আছি। একেবারে ফাঁকা ধর্মশালা ; একটিও যাত্রী নেই, থাকার মধ্যে শুধু শত্নন্দ আর তার বউ মতিয়া।

আমি কে ? আমি কী করি ? কেন এসেছি— শত্নন্দ জানতে চেয়েছিল। খুবই স্বাভাবিক। সাধুজি আমি নই। জন্মাষ্টমীর বা সুরজকুণ্ডের মেলার সময়ও এটা নয়।

শত্নন্দকে ভোলাতে আমার কষ্ট হয়নি। দু-পাঁচ টাকা হাতে গুঁজে দিলেই সে বেশি কথা বলে না। আমি যে একজন মামুলি মুসাফির, ঘুরতে-ফিরতে আমার ভাল লাগে, ফটো তোলার নেশা আছে— এসব বলে তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলাম। ফটো তোলার কথাটা মিথ্যে নয়। ছবি তোলায় আমার শখ আছে। ক্যামেরাও সঙ্গে থাকে। শত্নন্দ আর মতিয়াকে দাঁড় করিয়ে ফটো তুলে বুঝিয়ে দিলাম আমি ফালতু কথা বলছি না।

কিন্তু সারাদিন হয় চুপচাপ বসে থেকে, না হয় আশেপাশে পায়চারি করে আর দু-পাঁচটা ছবি তুলে মানুষ ক'দিন আর কাটাতে পারে ! আমার বিরক্তি লাগছিল। আজ তৃতীয় দিন— আজকের দিনটি শেষ হলেই আমার আর ধর্মশালায় বসে থাকার কথা নয়।

অন্য দিনের মতন আজও সকাল শুরু হয়েছিল।

সকালের দিকের এক আধ ঘণ্টা কেটে যাবার পরই এখানকার চেহারা পালটে যায়। বৈশাখ মাসের শেষ। সকাল হল তো দেখতে দেখতে রোদ চড়ে গেল। অল্প বেলা হতেই আকাশ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, ঝলসাতে থাকে রোদ। তারপর সবই অন্যরকম। মাঠঘাট, গাছপালা, পশুপাখি পুড়তে শুরু করল। আকাশ গনগন করছে, লু বইতে শুরু করেছে হাহা করে, অসহ্য গরম, কাক-পাখিও আর ডাকে না, কোকিলের গলায় ডাক নেই, শুকনো মরা পাতার দমকা ওঠে হঠাৎ হঠাৎ, ঘূর্ণি উঠে উড়ে যায়। এক বিরাট চিতা যেন জ্বলতে থাকে সারা দুপুর।

দুপুরের আগেই দেখি শত্নন্দ আর তার বউ মতিয়া তৈরি। তারা যাবে মাইল চারেক তফাতে। সেখানে কিসের এক মেলা বসেছে। হাজার দু-হাজার লোক জমে মেলায়। বেচাকেনা হয় ধানচাল মরিচ মশলা থেকে হাতে তৈরি বিস্কুট, শাড়ি, গামছা, কামিজ, লোহার চাটু থেকে কুড়ুল। বরফপানির শরবতও পাওয়া যায়। তার ওপর তামাশা বসে। সন্ধেবেলায় রামলীলা।

শত্নন্দর একটা ভাঙাচোরা এক্কা গাড়ি আছে, আছে এক বুড়ো ঘোড়া। লোকটা একটা ঝুড়ি করে কিছু শশা, লাউ-কুমড়ো আর গোটা দুয়েক তরমুজ উঠিয়ে নিল। তার পরনে খাটো ধুতি, গায়ে কামিজ, গামছা দিয়ে কান-মাথা বেঁধেছে, পায়ে নাল পরানো জুতি। হাতে ছাতা। মাথার টুপিটা তার কোমরে গোঁজা। শত্নন্দর বউ মতিয়া পরেছে ফুলের নকশা-করা ছাপা শাড়ি, টকটক করছে রং, মাথায় কাপড়, মস্ত এক বিনুনি দুলছে পিঠে। হাতে কাচের চুড়ি।

কানে রুপোর গয়না।

শত্‌নন্দরা যাচ্ছে মেলায়। তার এক্কা চেপে। তার ক্ষেতির সবজি বেচাকেনা করবে। এইভাবেই সে যায়। কখনো হাটিয়ায়, কখনো কাছের শহরে। ধর্মশালার চৌকিদার হিসেবে সে আর ক'টাকাই বা পায়! ওই ক্ষেতিটুকু আছে বলেই দশ-বিশ টাকা কামাই হয়।

শত্‌নন্দ চলে যাবার সময় বলল, সন্ধের আগেই তারা ফিরে আসবে। ফিরে এসে মতিয়া রোটি ভাজি বানাতে বসবে।

অমন খাঁখাঁ রোদ, ঝড়ের মতন ঝাপটা-মারা লু মাথায় নিয়ে ওরা চলে গেল। ওদের অভ্যেস আছে। ছাতা আর জলের লোটা নিয়ে ওরা নাকি এই গরমে দু-চার ক্রোশ হেঁটেই চলে যেতে পারে।

সকালের অবস্থাটা যে দুপুর থেকে পালটে আসছিল আমার নজরে আসেনি প্রথমটায়। দুপুর গড়াতেই সব ঘোলাটে হয়ে আসছিল। শেষ দুপুরে কেমন যেন থমথমে ভাব। গুমোট বাড়তে লাগল। মেঘলা ঘনালো।

বিকেলে অদ্ভুত এক অবস্থা। হাওয়া নেই, লু নেই, গাছের পাতা কাঁপছে না, কোথ্ থেকে কিছু পাখি ডাকতে ডাকতে এসে কোথায় উড়ে গেল। কেমন এক নিস্তব্ধ অবস্থা।

শেষ বিকেলে আকাশ অন্ধকার। কালো মেঘের বন্যা যেন বয়ে আসছিল পশ্চিম প্রান্ত থেকে। তারপরই ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ঝড়। গাছপালা উপড়ে পড়ার অবস্থা, ধুলোয় পাতায় একাকার, ধর্মশালার মাথায় খাপরার ছাদ, মনে হল কিছু খাপরাও বোধহয় উড়ে গেল ঝড়ে। শেষে বৃষ্টি। এমন খেপার মতন বৃষ্টি এল যেন একটা তছনছ না করে থামবে না। মেঘের ডাক আর বিদ্যুৎ-চমকের বিরাম নেই। বাজ পড়ছে অনবরত।

ধর্মশালায় আমার ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করেও মনে হচ্ছিল না আমি তেমন কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে আছি। পলকা দরজা জানলা যেন ভেঙে যাবে ঝড়ের দাপটে। কাঁপছে থর থর করে। শব্দ হচ্ছিল। বাতাস ঢুকছিল ফাঁক-ফোকর দিয়ে, বৃষ্টির ছাটও ঢুকে যাচ্ছে বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে। দেওয়ালে ঝোলানো সস্তা আয়নাটা জলের ছাটে ভিজে গিয়েছে।

ঘরের মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সঙ্গে আমার টর্চ ছিল। টর্চ জ্বালিয়ে লণ্ঠন নিয়ে বসলাম। ধর্মশালার মামুলি লণ্ঠন। ময়লা কাচ। ভুষো পরিষ্কার হয় না ভাল করে। কেরোসিন তেল কতটুকু আছে আর কতটাই বা জল— কে

জানে। মতিয়া যখন লণ্ঠন পরিষ্কার করে ঘরে দিয়ে যায়, ওকে খানিকটা তেল ভরে দিতে বলেছিলাম। লণ্ঠন-ভাড়া পঞ্চাশ পয়সা, তেলের দাম আলাদা। মতিয়া কতটা তেল দিয়েছিল বলা মুশকিল। মেয়েটা মোটামুটি কাজের। ধর্মশালায় সে ঝাটপাট করে, জল তোলে, ভাত রুটি ডাল ভাজি পাকায় তাদের রসুইঘরে। দাম নেয় হিসেব করে করে। দু-বেলা ও আমাকে যে অদ্ভুত 'চায়ে' বানিয়ে দেয় গুড়ের ডেলা দিয়ে তার জন্যে একটা করে টাকা নেয়।

মেয়েটা একটু ছটফটে। বয়েস বোধহয় বাইশ-চব্বিশ। খাটিয়ে চেহারা। শত্‌নন্দর সঙ্গে ক্ষেতিতেও কাজ করে। ওর মুখটি দেখতে খারাপ নয়, দু-চারটে বসন্তের দাগ থাকলেও গালে টোল পড়ে হাসির সময়। কথা বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। কুয়া থেকে জল তুলতে তুলতে গানও গায় কখনো কখনো, কোনো ফিল্মের গান— শুনেছে কোথাও।

বার দুই-তিন চেষ্টার পর লণ্ঠন জ্বলল।

হঠাৎ আমার মনে হল কে যেন আমার দরজার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল, বাইরে।

এত শব্দের মধ্যে ভাল করে কিছু বোঝা যায় না। বৃষ্টির বিরাম নেই, ঝড় যেন থেকে থেকেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে, মেঘের ডাক আর বজ্রপাত থামবে বলে মনে হয় না। ঘরের দরজা-জানলায় এমনিতেই যা শব্দ হচ্ছিল তাতে বোঝা মুশকিল যে বাইরে কেউ মরিয়া হয়ে ধাক্কা দিল, না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল দরজার ওপর।

আমার কানে শব্দটা কেমন যেন লাগল। শত্‌নন্দরা কি ফিরে এল মেলা থেকে এই দুর্যোগের মধ্যে? ও কি দরজা ধাক্কা দিচ্ছে? গলা তুলে ডাকার ক্ষমতা আর নেই!

দরজা হাট করাও এখন মুশকিল। ঝড়ে বৃষ্টিতে ঘর তছনছ হয়ে যাবে।

এগিয়ে গিয়ে দরজার একটা পাল্লা অল্প ফাঁক করতেই মনে হল— কে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে চৌকাটের কাছে। অন্ধকারে ঠাওর করা যায় না। পরক্ষণেই বিদ্যুতের চমকে বোঝা গেল, একটা মানুষ পড়ে আছে। মুখ থুবড়ে। তার একহাতে একটা ব্যাগ। মুঠো করে ধরে আছে ব্যাগটা।

লোকটাকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে নিলাম। তার ব্যাগটাও। হু হু করে হাওয়া আসছিল, ঠাণ্ডা কনকনে জোলো বাতাস, জলের ছাটও।

দরজা বন্ধ করলাম সঙ্গে সঙ্গে।

লোকটা বেঁচে আছে, নাকি, মরে গেল!

লণ্ঠনের আলোয় ভাল করে দেখা যাবে না ভেবে আমি টর্চটা নিয়ে এলাম। দেখলাম লোকটাকে। ঝড়বৃষ্টির ধাক্কা সামলাতে না পেরে ক্লান্তিবশত অজ্ঞান মতন হয়ে গিয়েছে। হয়ত অনেকটা পথ হেঁটেছে এই দুর্যোগে। শরীরে আর শক্তি ছিল না। সর্বাঙ্গ ভিজে। জলে ডোবা মানুষ যেন।

ও বেঁচে আছে জানার পর আমার যেন স্বস্তি হল।

একেবারে সাধারণ সাজপোশাক হলেও খানিকটা অন্যরকম মনে হচ্ছিল। পরনে ধুতি, গোল হাতা ঢিলে পাঞ্জাবি। সাদা। এক টুকরো সাদা কাপড় মুখের তলায় ঝুলছে। মাথা-কান ঢাকা টুপি, সাধুসন্ন্যাসীরা যেমন পরে। তবে সাদা। সাধুসন্ন্যাসী নয়, তবু কেমন যেন সাধু গোছের ভাব রয়েছে। জৈন সাধু আমি দেখেছি। বোঝা যায় না। জৈন সাধুরা এভাবে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বলে জানি না।

টর্চ জ্বেলে মানুষটির মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার যেন চমক লাগল। অন্যমনস্ক হলাম। আবার নজর করে দেখলাম। কী আশ্চর্য! যে-মানুষটি মাটিতে পড়ে আছে তার সঙ্গে কি আমার চেহারার মিল রয়েছে?

বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থী

রাত হয়ে এল।

শত্নন্দরা ফেরেনি। ফেরা সম্ভব বলেও মনে হয় না। প্রবল ঝড়ে জলে পথের অবস্থা কী হয়েছে কে জানে! মেঠো রাস্তা নিশ্চয় জলে-কাদায় ভরতি, ঝড়ে-ভাঙা গাছের ডালপালায় পথ আটকানো, ঘুটঘুট করছে অন্ধকার— শত্নন্দের পক্ষে তার এক্কা নিয়ে এখন আসা অসম্ভব। আজ আর সে ফিরতে পারবে না। বৃষ্টি এখনও থামেনি। কখনও ধীরে কখনও জোরে— ক্রমাগত পড়েই চলেছে। মেঘের ডাকও রয়েছে।

এই দুর্যোগের মধ্যে যে-মানুষটি আমার কাছে এসে পড়েছিল সে এখন সুস্থ। গা-হাত মুছে জামা কাপড় বদলে সে আমার সামনেই বসে আছে। গায়ে একটা সাদা চাদর জড়িয়েছে, খদ্দরের চাদর বোধহয়। মাথায় টুপি নেই। নেড়া মাথা। আলোর দুপাশে আমরা দুজন। লণ্ঠনের কাচে হাত রেখে সে মাঝে মাঝে তার ঠাণ্ডা হাত সেঁকে নিচ্ছিল। ধর্মশালার ঘরের সস্তা আয়নাটা আমার পায়ের কাছে নামানো। আমি খুলে নিয়েছি দেওয়াল থেকে।

আমার আশ্রিতকে গরম কিছু খেতে দিতে পারিনি। সে উপায় নেই। ধর্মশালার রসুই-ঘর বন্ধ। মতিয়া নেই। আমারও আজ খাওয়া হবে না। হুইস্কির বোতলটাও প্রায় শেষ, তলানি পড়ে আছে। সিগারেটও ফুরিয়ে এসেছে।

সামান্য হুইস্কি ওকে দেওয়া গেল। দু-একটা সিগারেট। লোকটি হুইস্কি বা সিগারেট না খেলে জুতে আসতে পারত না। যে অবস্থায় এসেছিল— যেন জলে-ডোবা মানুষ।

মোটামুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক হবার পর আমাদের কথা শুরু হল। তার আগে অল্প কিছু মামুলি কথা হয়েছে। এই মানুষটিকেই পাঠিয়েছেন প্রতাপচাঁদবাবু।

আমি বললাম, "প্রতাপচাঁদবাবু শেষ পর্যন্ত..."

"আমার দেরি হয়ে গেল।"

"আজ না এলে আমায় পাওয়া যেত না। কাল সকালে আমি ধর্মশালা ছেড়ে চলে যেতাম। এখানে থাকা যায় না...।"

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নিল ও। বলল, "আমার নাম কান্তিলাল।"

"আচ্ছা! প্রতাপচাঁদবাবু আপনার আত্মীয়?"

"আত্মীয়র বেশি। উনি আমার বাবার বন্ধু। আমরা ওঁকে মামাজি বলি।"

"মামাজি কেন? চাচাজি হবারই কথা না?" আমি একটু হাসলাম।

কান্তিলাল বলল, "আপনি জানতে পারবেন। আপনার কাছে সমস্ত কথা বলার জন্যেই আমি এসেছি।... কিন্তু এসব কথা অন্যকে জানানোর নয়। আপনি যদি কাউকে জানিয়ে দেন, আমার কী ক্ষতি হবে আপনি জানেন না। আমি খুন হয়ে যাব।"

"খুন?"

"হ্যাঁ।"

"প্রতাপচাঁদজিকে আমি বলেছি, নেমকহারামির কাজ আমি করি না। কারও রোটি খেলে আমি তার গোলাম।"

কান্তিলাল আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, "আপনার কাছে সমস্ত কথা বলার জন্যেই এসেছি। মামাজি আমায় খবর পাঠিয়েছিলেন লুকিয়ে। তিনি আপনাকে কিছু বলেননি।"

"না।"

"আমি জানি। তিনি লিখেছিলেন— কোনো কথাই উনি জানাননি আমার সম্পর্কে। মামাজি আমায় জোর করেও এখানে পাঠাননি। তাঁর মাথায় একটা

মতলব এসেছিল। তিনি আমায় জানিয়েছেন। বলেছেন, মতলবটা যদি আমার পছন্দ হয়— সবদিক ভেবেচিন্তে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি।"

আমার গ্লাসে দু-চার চুমুক মাত্র হুইস্কি পড়েছিল। খেয়ে নিলাম। "প্রতাপচাঁদজির মতলব আপনার তা হলে পছন্দ ?... আমি কিন্তু ওঁর কোনো মতলব জানি না।"

"জানি।" কান্তিলাল মাথা নাড়ল। বলল, "আমার সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই।" কান্তিলালকে খুব বিমর্ষ হতাশ দেখাচ্ছিল। অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার বলল, "হাতে সময় থাকলে হয়ত অন্য কোনো উপায় খুঁজতাম। সময়ও নেই। আর কী উপায়ই বা খুঁজতাম ! অনেক ভেবেও যখন আজ পর্যন্ত কোনো পথ বার করতে পারলাম না তখন..." কান্তিলাল চুপ করে গেল।

অপেক্ষা করে আমি বললাম, "আমায় কিছু করতে হবে ?"

"হ্যাঁ। আমি সাহায্য চাইছি। আপনি টাকা পাবেন।"

আমি কান্তিলালের মুখ দেখছিলাম। "কত টাকা ?"

"আপনি বলুন ?"

"কাজ না বুঝে কেমন করে বলব ! ভারী কাজ হলে..."

"কাজ খুব কঠিন। আপনি খুনও হতে পারেন... !"

"খু-ন !... আচ্ছা ! তা হলে তো বহুত ঝুঁকি আছে..."

"আছে। আমি যা সত্যি তাই বলছি। আপনি খুন হতে পারেন, আপনাকে..."

"এমন কাজে আগে দরদাম করা যায় না। কী কাজ আমি জানি না। খুন হবার কথা যখন বলছেন, আমি গোড়ায় পঞ্চাশ হাজার বলতে পারি। যদি কাজ খুব কঠিন দেখি— টাকা বাড়তে পারে। লাখের বেশি নেব না।" বলে আমি হাসলাম।

কান্তিলাল যেন চমকে উঠে বলল, "এক লাখ !... লাখ আমি কোথায় পাব রাজারাম !"

"পঞ্চাশ হাজার পারবেন ?"

"পঞ্চাশ হাজার ! মামাজির কাছ থেকে..."

আমি হাত তুলে বললাম, "ঠিক আছে।... আপনার কথা আমি আগে শুনি। এমন তো হতে পারে কান্তিলালবাবু, আপনি যা বলবেন— আমার পক্ষে সেই কাজ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু একটা কথা আপনি জানবেন, আমি পারি না-পারি আপনার কথা আমি কাউকে বলব না। নেমকহারামি আমি করি না।"

কান্তিলাল তার একটা হাত আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি তার হাত ছুঁলাম। একই রকম হাত। আঙুলের গড়নও একই রকম। আমার হাতের তলার দিক খানিকটা কালো দেখাচ্ছিল।

কান্তিলাল বলল, "রাজারাম, আমি বন্ধু হিসেবে আপনার সাহায্য চাইছি। আপনার ক্ষতি আমি চাইব না। আপনিও আমার অনিষ্ট চাইবেন না। আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি। ঈশ্বর আমাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। মাঝে মাঝে আমার মনে হত, তিনিই আমাকে হয়ত কোনো পথ দেখিয়ে দেবেন। ঈশ্বরের নামে শপথ করে এখন থেকে আপনাকে আমি বন্ধু হিসেবে মেনে নিলাম।"

আমি একটু হাসলাম। "আমি তো ঈশ্বর বিশ্বাস করি না।"

"করেন না ?"

"না। তাতে আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমিও বন্ধু হিসেবে আপনাকে মেনে নিচ্ছি।... কে জানে কান্তিলালবাবু, আপনার কথাই ঠিক হয়ত। আপনার ঈশ্বর আমাদের দুজনের দেখা হওয়াটা ছকে রেখেছিলেন।... আপনি বলুন আমি কী করতে পারি ?"

কান্তিলাল অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কী যেন ভাবছিল গভীরভাবে। তারপর আমার দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। যেন আমার মধ্যে কিছু একটা দেখছিল। শেষে বলল, "দেখতে আমরা একই রকম তাই না ?"

"বোধ হয়।... একটা বড় আয়নার সামনে পাশাপাশি দাঁড়ালে ভাল করে বোঝা যেত।" বলে পায়ের তলায় রাখা আয়নাটা আবার দেখালাম, "এটা এ-ঘরে কেউ ঝুলিয়ে রেখেছিল।"

"এখানে বড় আয়না কোথায় ?..."

"নেই। আমার একটা আয়না আছে। আরও ছোট।"...

"আমরা একই রকম" কান্তিলাল বলল। "আয়না আমরা যা দেখেছি তাতেই চলবে।"

"আপনার গায়ের রং ফরসা... !"

"সামান্য।... আপনার বয়েস কত, রাজারাম ?"

"ঠিক জানি না।... ত্রিশ একত্রিশ হবে।"

"আমার বয়েস বত্রিশ।... আপনার হাইট ?"

"পাঁচ এগারো।"

"আমারও। এগারোই ধরতে পারেন। ওজন ?"

"বাহাত্তর কেজি।"

"ঠিক আছে... আপনার আইডেন্টিফিকেশন মার্ক কী ?"

"আছে অনেক। ডান কানের পাশে দাগ আছে। ডান হাতের কনুইয়ের নিচে কাটা দাগ। আমার বাঁ উরুর ওপর সেলাইয়ের দাগ। পিঠে..."

"আঁচিল। বড় আঁচিল !"

"হ্যাঁ। বুঝলেন কেমন করে ?"

"আন্দাজ। আমারও আছে।... কানের পাশে আপনার যে দাগ সেটা আপনি ঢেকে রাখতে পারেন। আপনার মাথার চুল বড়..."

"ঢাকাই আছে।"

"হাতের দাগে যায় আসে না। আর উরুর কাছে সেলাইয়ের দাগ কে দেখতে যাচ্ছে !"

আমি মন দিয়ে কান্তিলালের প্রত্যেকটি কথা শুনছিলাম। দেখছিলাম ওকে। "আমার চোখ, গলার স্বর— ?"

"তফাত বোঝা যায় না। উনিশ বিশ তফাত থাকতে পারে।"

"আমার গলার স্বর খানিকটা ভাঙা।"

"তাতে আপনার অসুবিধে হবে না।" কান্তিলাল বলল। বলে তার ডান হাতের আঙুল থেকে আংটি খুলল, এগিয়ে দিল। "পরে দেখুন।"

আংটিটায় একটা পাথর আছে। কী পাথর বুঝলাম না। নীলা কি ? পাথর আমি বুঝি না। আংটিটা আমার আঙুলে ঠিক হল। না ঢিলে না শক্ত।

কান্তিলাল দেখল কয়েক পলক, তারপর বলল, "আমার কপাল হয়ত ভাল রাজারাম। এখানে আসার আগে যেমন ভয় পাচ্ছিলাম..."

"কেন ?"

"আপনাকে পাব কি পাব না ! পেলেও দুজনের কতটা মিল আর অমিল ঘটবে কে জানে ! মামাজি লিখেছিলেন, পুরো মিল, তফাত বোঝা যায় না। মামাজি ঠিকই বলেছিলেন। তফাত যা সামান্য আছে আমি জানি..."

আমি হেসে বললাম, "শত্রুনন্দ থাকলে বোধহয় অবাক হয়ে যেত..."

"ভাল বুঝত না। আমি সাবধান হয়ে এসেছিলাম। মামাজি বলে দিয়েছিলেন।" বলে নিজের নেড়া মাথা দেখাল। বলল, "ধর্মশালার চৌকিদার যেন আমাদের মিল বুঝতে না পারে তার জন্যে আমি মাথায় চুল রাখিনি। আমার মাথায় একটা কানঢাকা টুপি ছিল, সাদা। সাধুবাবারা যেমন পরে। গেরুয়া টুপি নয়— সাদা। আমার পোশাক ছিল শ্বেতাচারী সাধু-সম্প্রদায়ের মতন। আমার মুখে কাপড় ছিল। সাধুরা নি-বোলা হয় না, তবে দু-চারটের বেশি

কথা তারা বলে না। মুখ ঢাকা থাকলে, মাথায় চুল না থাকলে— ঝট করে কাউকে চেনা মুশকিল। চৌকিদার আমাদের মিল ধরতে পারত না। আর যদি পেরে যেত— তো করার কিছু ছিল না। ...দেখুন, আমার বরাত কত ভাল। চৌকিদার আজ নেই। এমন এক ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমি যে এসে পড়তে পেরেছি তাও আমার ভাগ্য !"

"আপনার টুপিটা বর্ষাতির টুপির কাজ করেছে—" ঠাট্টা করে বললাম।

"কাজ করেছে ? টুপি ভিজে জল পড়ছিল কপাল দিয়ে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার হাতে একটা লাঠি ছিল, পড়ে গেছে।"

"ধর্মশালার কাছে ?"

"না। দূরে।"

"ঠিক আছে। এবার আপনার কথা বলুন।"

কান্তিলাল

কান্তিলাল তার কথা শুরু করল। বৃষ্টি তখনও থামেনি পুরোপুরি, থেমে থেমে ঝাপটা আসছে ; ঝোড়ো বাতাসের দমকাও রয়েছে।

কান্তিলাল বলল : "গোড়ার কথা খানিকটা না বললে আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। পুরনো কথা দিয়েই শুরু করি। ...আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের দেশে রাজা মহারাজার অভাব ছিল না। এর মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই মহারাজা ছিলেন। বংশ পরম্পরায় নিজের নিজের রাজ্য ভোগ-দখল করেছেন। এঁরা মানে বড় ছিলেন, অর্থ সামর্থ্য প্রতিপত্তিতেও ছিলেন মহারাজ। ইংরেজ আমলে এঁদের সিংহাসনের পায়া ভাঙেনি।... মহারাজের মতন বিরাট প্রতিপত্তি ও মান-সম্মান না থাকলেও ছোট-বড় রাজাও আমাদের এখানে বহু ছিলেন। ছোট রাজারা আসলে বড় বড় জমিদার ধনী গোছের মানুষ। তাঁদের রাজত্ব বলতে খানিকটা সম্পদ আর রাজা খেতাব। করদ রাজ্য বলতে এই রকমই বোঝাত। তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতা ইংরেজ আমলেও ছিল মাপা-জোপা। আমার বাবা, রাজা যশদেব, এই রকম এক রাজা ছিলেন।"

আমি কান্তিলালের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। রাজার ছেলে কান্তিলাল ! আমি এক রাজপুত্রের সামনে বসে আছি ! অবাক হচ্ছিলাম, মজাও লাগছিল। জীবনে ধনী-মানুষ দু-পাঁচজন দেখেছি, শ'টাকার একতাড়া নোট

মদের গ্লাসে ভিজিয়ে জুয়া খেলত— এমন মানুষও সামনাসামনি চোখে পড়েছে, রমা বাই-এর মতন খানদানি ধনী বাইজিও আমি দেখেছি। গাড়ির গদির তলায় লাখ আধা লাখ কালো টাকা লুকিয়ে নিয়ে তারাচাঁদবাবু পান চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরছে তাও আমি দেখেছি, কিন্তু রাজার ছেলে আগে দেখিনি। কান্তিলাল রাজার ছেলে! একটু হেসে ঠাট্টার গলায় বললাম, "নমস্তে রাজকুমার!"

কান্তিলাল আমার ঠাট্টার জবাবে হাসল, গা করল না, বলল, "আমার বাবা রাজা যশদেব সিং চৌধুরীর রাজত্বের এলাকা ছিল পনেরো বিশ বর্গমাইল। রাজ্যের নাম চন্দ্রগিরি, ওখানকার ভাষায় চান্দিগিরি। কোনো এক সময় ওখানে মুসলমান রাজাদের নজর পড়েছিল, কিন্তু একেবারেই জঙ্গল আর পাত্থর-কা দেশ দেখে ও-পথে আর তারা পা মাড়ায়নি। চন্দ্রগিরি, চাঁদিগিরি নিতান্তই এক ছোট রাজ্য হিসেবে পড়েছিল একপাশে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে। রাজা ছিল, রাজত্ব ছিল, মানুষ-জনও ছিল কিছু। এরা বেশিরভাগই চাষবাস করত, হাতের কাজ বলতে ছিল তামার কাজ আর সতরঞ্জি বোনা। পশমের কম্বলের কাজও করত। ভালই ছিল লোকগুলো। ইংরেজ আমলের একটা সময় চন্দ্রগিরিতে কিছু কিছু কয়লাখনি পাওয়া গেল। দু-এক জায়গায় চীনা মিট্টি— ক্লে মাইনস্। রাজার রোজগারিও বেড়ে গেল।"

কান্তিলাল চুপ করে থাকল সামান্য। যেন তার বলার কথা গুছিয়ে নিল নতুন করে।

"তবু চন্দ্রগিরির সঙ্গে আপনি বড় বড় কিংবা মাঝারি রাজা ও রাজত্বের তুলনা করবেন না। খুবই ছোট রাজ্য ছিল। এমন রাজ্য কত যে ছিল বৃটিশ রাজত্বে কে জানে!... যা বলছিলাম আপনাকে। রাজা যশদেব ছিলেন দত্তকপুত্র। আগের রাজার ছেলেমেয়ে হয়নি। রাজা এবং রানী একটি সাতবছরের ছেলেকে দত্তকপুত্র নেন। এই পুত্রটিকে তাঁরা বেনারসে দেখতে পান। ছেলেটি বাঙালি। বাড়ি হুগলিতে। বেনারসে এসেছিল মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে বেড়াতে। রাজা কেশরীদেব ছেলেটিকে দত্তক নেবার পর— তার নাম হল যশদেব সিং চৌধুরী। রাজবাড়িতে ছেলে এল দত্তক হয়ে, আর তার মা আশ্রয় পেল রানীর খাসমহলে।"

"ছেলের বাবা?"

"মা বিধবা ছিল।"

"আচ্ছা!"

"যশদেব রাজা হয়েছিলেন যৌবনে। তাঁর বয়েস তখন আঠাশ। ওঁর বিয়ে

হয়েছিল ছাব্বিশ বছর বয়েসে রাজা রানী বেঁচে থাকতেই। তাঁর নিজের মা অবশ্য তখন রাজবাড়িতে থাকতেন না, তাঁকে বেনারসের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আগেই। তিনি মারাও গিয়েছিলেন। রাজা যশদেবের প্রথমা স্ত্রীর নাম রুকমিণী, আপনারা যাকে রুক্মিণী বলেন। ছাব্বিশ বছর বয়েসে বিয়ে হলেও রাজা যশদেব আট বছরের মধ্যে তাঁর সন্তানের মুখ দেখতে পাননি। চৌত্রিশ বছর বয়েসে তিনি আবার বিয়ে করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম বিন্দুমতী।"

"রুকমিণী আর বিন্দুমতী?"

"হ্যাঁ। রুকমিণী দেবীর বিয়ে হয়েছিল কম বয়েসে। তখন যেমন হত। বিন্দুমতীর বিয়ে হয় বিশ বছর বয়েসে, রাজা যশদেবের বয়েস তখন চৌত্রিশ।... তারপরই এক ঘটনা ঘটে। বিন্দুমতী যখন পূর্ণ সন্তানসম্ভবা, তখন রাজার প্রথম রানীও সন্তানসম্ভবা হন।"

"মানে, সন্তান হচ্ছে না দেখে রাজা দ্বিতীয় বিয়ে করার পর তাঁর দুই রানীই সন্তানসম্ভবা হলেন। প্রথমে দ্বিতীয় রানী বিন্দুমতী, পরে প্রথমা রানী রুকমিণী!"

কান্তিলাল মাথা নাড়ল। তারপর হাত বাড়াল। "আমাকে আর একটা সিগারেট দেবেন? আমার গুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

মাত্র পাঁচ ছ'টি সিগারেট ছিল আমার কাছে। দিলাম কান্তিলালকে। বললাম, "একসঙ্গে খাবেন না, অর্ধেক বাঁচিয়ে রাখবেন।"

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কান্তিলাল বলল, "আমি সেই দ্বিতীয় রানীর সন্তান।"

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

"আমার জন্মের মাস পাঁচ-ছয় পরে পিনাকীলাল জন্মায়। পিনাকীলাল আমার ছোট ভাই। বড় রানীর ছেলে। বড় রানী রুকমিণী দেবী এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর বয়েস প্রায় পয়ষট্টি হয়ে এল। আমার মা— ছোট রাণী মারা গিয়েছেন অনেকদিন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়েসে।"

"আর রাজা যশদেব?"

"অনেক আগেই। রাজার বয়েস তখন পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন।"

"আপনার বয়েস তখন— ?"

"বিশ-একুশ..."

"তারপর?"

"আমি রাজার প্রথম সন্তান। ছোট রানীর সন্তান হলেও।"

আমি যেন একটা কিছু আন্দাজ করতে পারলাম। বললাম, "বড় রানী এখনও

বেঁচে। তিনি আর তাঁর ছেলে...”

“হ্যাঁ, রুকমিণী দেবী ও পিনাকীলাল আমাকে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।”

“মানে, রাজত্ব থেকে?”

“রাজত্ব এখন অচল টাকার মতন হয়ে গিয়েছে রাজারামবাবু, তার কোনো দাম নেই। রাজা যশদেবের আমলেই রাজত্বের দিন ফুরিয়ে যায়। কোনো স্বাধীনতাই আর আমাদের হাতে ছিল না। আমরা বড়সড় এক জমিদারের মতন হয়ে থাকতাম।... তবু, এই অচল টাকা যার হাতে থাকত তার একটা ইজ্জত ছিল। তাকে 'রাজা' বলা হত। রাজবাড়িতে তার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হত।”

“আপনাদের ধন-দৌলত... ?”

“রাজ-পরিবারের কিছু ধন-দৌলত ছিল। এখন তার আধাআধিও নেই।... আমাদের আয় এখন বছরে পনেরো বিশ লাখ টাকা।... স্থাবর সম্পত্তি কিছু আছে।”

“পনেরো বিশ লাখ—” আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। পরে বললাম, “এত টাকা আয় হয় কেমন করে?”

“জমি, খামার, কাঠের কারবার, ক্লে মাইনস্, পাহাড়ের পাথর, হাট বাজার। আরও আছে কিছু কিছু। কোলিয়ারি সরকার নিয়ে নিয়েছে।”

“সমস্ত সম্পত্তি আজ আপনার ছোটভাই আর তার মায়ের হাতে?”

“জি।”

“কিন্তু আপনি বেঁচে থাকতে...”

“আইনমতে এখনও ওরা একলা মালিক হতে পারেনি। চেষ্টায় আছে...”

“কেমন করে?”

“সে-কথাটাই এখন বলা হয়নি আপনাকে।... বলছি।”

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর, কান্তিলাল তার কথা শুরু করল আবার।

কান্তিলাল বলল, “রাজা যশদেব মারা যাবার পর ছোট রানী আমার মা বেঁচে ছিলেন। অবশ্য বেশিদিন নয়। তখন কোনো গণ্ডগোল দেখা দেয়নি ওপর ওপর। আমরাও তেমন একটা সাবালক হইনি। আমি পড়াশোনা করতাম কলকাতায়। পিনাকীলাল করত নাগপুরে। মামাজি তখন আমাদের রাজবাড়ির দেওয়ান। উনি রাজা যশদেবের বন্ধু ছিলেন। ওঁর ক্ষমতা ছিল প্রচুর। ওঁকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা সম্ভব ছিল না। উনি আমাদের পক্ষে ছিলেন।... পিনাকীর সঙ্গে আমার গোলমালও তখন হয়নি। বয়েস কম বলেই হয়ত। সম্পর্ক ভালই

ছিল।... আমি কখনও ভাবিনি পিনাকী আমার শত্রু হবে। কিন্তু দুনিয়াতে কী না হয়, রাজারাম! বড় রানী রুকমিণী ধীরে ধীরে তলায় তলায় কাজ করছিলেন। তিনি এক এক করে রাজবাড়ির আসল লোকদের হাত করে নিলেন। রুকমিণী দেবীর সাহস আর বুদ্ধি দুই-ই আছে। রাজবাড়ি প্রায় মুঠোয় পুরে উনি দেওয়ানজিকে হটিয়ে দিলেন। তারপর চেষ্টা করলেন আমাকে হটাবার। প্রথমবার পারেননি। দ্বিতীয়বার আমায় প্রায় হটিয়ে দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের দয়ায় আমি বেঁচে গিয়েছি।”

কান্তিলালের কাহিনী আমার ভাল লাগছিল। কৌতূহল বোধ করছিলাম। হুইস্কির বোতল খালি হয়ে গিয়েছে। নয়ত আরও একটু খাওয়া যেত। বাধ্য হয়েই একটা সিগারেট ধরালাম। আর মাত্র তিনটে থাকল।

“কী হয়েছিল?” আমি বললাম।

“ভাল ব্যবস্থাই হয়েছিল।... আপনাকে বলে রাখি, বড় রানী রুকমিণী দেবী ওপর ওপর আমার বিরুদ্ধে যাননি। তাঁর অন্যরকম মতলব ছিল। সাধারণভাবে দেখলে তাঁকে অবিশ্বাস করা যেত না। বাইরে বাইরে তিনি এমন ভাব দেখাতেন যে, আমিই রাজা যশদেবের যোগ্য উত্তরাধিকারী। ভেতরে তিনি আমায় বরাবরের মতন সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন।”

“আপনি বুঝতে পারতেন না?”

“প্রথমে ভাল পারতাম না। পরে সন্দেহ হত।”

“তারপর কী হল বলুন?”

“আমার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হল। দেওয়ানজির ডাক পড়ল। রুকমিণী দেবী— এমন ভাব করলেন, যেন মামাজির সম্মতি মতনই তিনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। বছরখানেক ধরে পাত্রী খোঁজা চলল। তারপর মেয়ে পছন্দ হল। মামাজিকে এনেও পছন্দ করানো হল। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল।”

“আপনি মেয়ে দেখেছিলেন?”

“না। আমাকে ফটো দেখানো হয়েছে।”

“কেমন মেয়ে?”

“সুন্দরী। লেখাপড়া জানা।... বড় ঘরের মেয়ে। মেয়ের ঠাকুরদা ইংরেজ আমলে বড় সরকারি কাজ করেছেন। মেয়ের বাবা আর্মি-তে ছিলেন যুদ্ধের সময়। পাইলট অফিসার। যুদ্ধে তাঁর একটা হাত চলে যায়। উনি পরে একটা কেমিক্যাল কারখানায় বড় চাকরি করতেন। ভদ্রলোক মারাও যান বছর কয় আগে।... যাক গে, বিয়ের কথাটাই বলি।... আমাদের বংশে বিয়ের কতকগুলো

আচার আছে। বিয়ের আগে পাত্র তার পাত্রীকে একটা শাড়ি, যে কোনো রকম এক গয়না, একটা আয়না, পান আর নারকোল পাঠাবে। পাত্রীর বাড়ি থেকে যদি সেটা ফেরত না আসে, তার বদলে মেয়ে পক্ষ থেকে মিষ্টি, আবির আর একটা পাগড়ি আসে— বুঝতে হবে— এই বিয়েতে পাত্রীপক্ষ এবং পাত্রী সম্মতি জানাল। তারপর দিন ঠিক করা। বরাত— মানে বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে যাওয়া।"

আমি হেসে বললাম, "আপনার বেলায় বোধহয় পাগড়িই এসেছিল!"

"সকলের বেলাতেই আসে। দু-এক ক্ষেত্রে হয়ত আসে না। আর আমাদের বিয়ের কথা তো আগেই পাকা হয়ে গিয়েছে। আচার আচারই।... আমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল দেওয়ালির দু-দিন আগে। আমাকে নিয়ে বরাত যাচ্ছিল ট্রেনে করে। ছোট লাইনের গাড়ি চন্দ্রগিরিতে। একটিমাত্র লাইন। লোক আসে যায় কম। মালগাড়িই বেশি চলে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি সকাল বিকেল। ...আমার বরাতের জন্যে চার পাঁচ কমপার্টমেন্ট রিজার্ভ করা হয়েছিল। আগে থেকে চিঠি লেখালিখি করে, টাকা জমা দিয়ে।"

"চার-পাঁচ কামরা রিজার্ভ!"

"ছোট লাইন, ছোট কামরা। শ'খানেক বরাতী ছিল। বাড়ির লোক, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, সার্ভেন্টস..."

"তারপর?"

"আমরা সন্ধেবেলায় রেলগাড়িতে চেপেছিলাম। পরদিন সকালে মেয়েদের বাড়ি পৌঁছবার কথা। তার পরের দিন বিয়ে।... আমি একটা কামরায় ছিলাম। আমার সঙ্গে মাত্র দুজন ছিল। পাশের কামরায় ছিল কিছু বরাতী। রাজবাড়ির লোক। তার পরের কামরায় ছিল পিনাকীলাল তার ইয়ার দোস্তদের নিয়ে। খানাপিনা চলছিল। আর বাজি পোড়ানো হচ্ছিল। কোনো স্টেশনে গাড়ি থামলে বাজি পোড়াবার ধুমে স্টেশন আলো হয়ে উঠছিল। কত রকম বাজি। যখন ট্রেন চলছিল— তখনও জানলা খুলে বাজি পোড়ানো হচ্ছিল।"

"ট্রেনে বাজি পোড়ানো নিষেধ নয়?"

"আইন কে মানে! তাছাড়া এখানে, এই পাহাড়ি জায়গায় কে আইন নিয়ে মাথা ঘামাবে। খুশির দিন— ফুর্তি করলে কে আটকায়। তাছাড়া চন্দ্রগিরির রাজকুমারের বিয়ে— রাজা যশদেবের বড় ছেলের। স্টেশনে গাড়ি থামলে শুধু বাজি পোড়ানোই হচ্ছিল না, মিঠাই বিলিও হচ্ছিল।"

"আপনিও খুশি ছিলেন?"

"কী ছিলাম সে-কথা বলে লাভ নেই। বিয়েতে আমি মত দিয়েছি। পাত্রীও সুন্দরী। লেখাপড়া জানা।... যা আপনাকে বলতে চাইছি শুনুন।... দেওয়ালির আগে এদিকে ঠাণ্ডা পড়ে যায়। রাতও হয়েছিল। আমি মদ বেশি খাই না। খেলে সামান্য খাই। সেদিনও বেশি খাইনি; খানিকটা মদ খেয়েছিলাম।... তখন ঠিক কত রাত বলতে পারব না। হঠাৎ ভীষণভাবে বাজি পুড়তে লাগল, শব্দ হচ্ছিল ভীষণ, বোমা ফাটতে লাগল। দেখতে দেখতে আগুন ধরে গেল কামরায়। গাড়ি থামাতে থামাতে পঞ্চাশ একশো গজ চলে গেলাম। কামরা জ্বলছে। দরজা খুলে যে যেদিকে পারল লাফিয়ে পড়ল। আমিও লাফিয়ে পড়লাম। কোথায় পড়লাম জানি না। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম— কেউ যেন গুলি চালাল। বন্দুক। আগুনের আলোয় অন্ধকার যেন আর নেই।"

আমি কেমন বিমূঢ় হয়ে বললাম, "গুলি চালাচ্ছিল? পটকা কিংবা বোমা ফাটার শব্দ নয় তো — ?"

"বাজি ফাটছিল হয়ত— কিন্তু গুলিও চলেছিল।"

"কেন?"

"পিনাকীলাল আমায় খুন করার চেষ্টা করেছিল। বরাত যাবার সময় গাড়িতে আগুন লেগে গিয়ে কান্তিলাল মারা গিয়েছে— এটা বোঝানো সহজ!"

"কিন্তু..."

"আমি যদি ওদের চোখে পড়তাম তখন— ওরা আমায় গুলি করে আগুনে ফেলে দিত। বলত, বাজি থেকে যে-আগুন ধরে গিয়েছিল কামরায়— তাতে আমি পুড়ে মারা গিয়েছি।"

"আচ্ছা!"

"আগুনে পুড়ে ঝলসে ছাই হয়ে গেলে মানুষ চেনা যায় না।"

আমি চুপ করে থাকলাম।

কান্তিলাল যেন সেদিনের সেই ভয়াবহ অবস্থার কথা ভাবছিল মনে মনে। তার মুখে এখনও আতঙ্ক ফুটলো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বলল, "আমার খুবই সৌভাগ্য যে আমি ওদের নজর এড়াতে পেরেছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিল পাহাড়ি আর জঙ্গল এলাকার মধ্যে। নিচে একটা পাহাড়ি নদীও ছিল। আমি পাহাড়ি ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে পড়ি। পাশেই নদীর পাড়। পাথর খাড়া হয়ে আছে এখানে ওখানে। আমি ওরই এক জায়গায় আটকে গিয়েছিলাম। পিনাকীলালরা আমায় খুঁজে পায়নি। পেলে গুলি চালাতো।"

"আপনি ওইভাবেই পড়ে থাকলেন ?"

"আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। পরের দিন সকালে আমার জ্ঞান আসে। আমি যখন সব খেয়াল করতে পারলাম— তখন একবার ভাবলাম ওপরে রেললাইনের কাছে যাই। আমার সাহস হল না। লুকিয়ে লুকিয়ে একবার দেখলাম, আমার কামরা পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাইনের ওপর। পাশে অন্য কামরাগুলো। পিনাকীলালরা তখনও ওখানে ঘোরাঘুরি করছে।..." দুটো ট্রলি করে লোকজন এসেছে রেলের।... আমি ওখান থেকে পালিয়ে গেলাম।"

"কেন ?"

"হয়ত তখন পিনাকীলাল আমার কোনো ক্ষতি করতে পারত না। কিন্তু পরে করত। ও আমায় খুন না করে ছাড়ত না। হয় নিজে করত, না হয় ভাড়াটে লোক দিয়ে করাত।"

আমি স্পষ্ট কিছু বুঝলাম না। বললাম, "কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা ?"

"বিয়ে করতে আমি যাইনি।... পরে মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে।"

"আর আপনি ?"

কান্তিলাল একটু হাসল। বিমর্ষ হাসি। বলল, "আমি লুকিয়ে আছি। পিনাকীলালের মুখোমুখি হবার মতন সাহস আমার নেই। তবে তাকে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে দিইনি। সে জানে আমি বেঁচে আছি। কোথায় আছি জানে না। নিজের চর দিয়ে পিনাকীলাল আমার অনেক তল্লাসি করেছে। আমাকে ধরতে পারেনি। আর আমিও মাঝে মাঝে তাকে জানিয়েছি— সে যেন না-ভাবে আমি মরে গিয়েছি।"

আমি কান্তিলালের কথার যুক্তি খুঁজে পেলাম না। বললাম, "আপনার আপত্তি কি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ?"

"ওদের সঙ্গে আমি পারব না, রাজারাম। পিনাকীলাল আর বড় রানী সকলকে হাত করে নিয়েছে। রাজবাড়িতে ঢোকা মানেই আমার মৃত্যু।"

"ওরা সকলকে হাত করতে পারল, আপনি পারলেন না ?"

"না। রাজবাড়িতে আমার পক্ষে মাত্র দুজন আছে। তারাও বাইরে সেটা বুঝতে দেয় না। দিলে বিপদ। রাজবাড়ির বাইরে মামাজি রয়েছেন, রয়েছে অম্বিকা, দীনদয়াল— আরও দু-একজন।

"অম্বিকা কে ?"

"মামাজির বিধবা মেয়ে।... ভাল কথা, রাজবাড়িতে আর একজন আছে সুজনচাঁদ।

"সুজনচাঁদ..."

"রাজবাড়ির কর্মচারী। মামাজির বিশ্বস্ত লোক।"

"মামাজির বিশ্বস্ত লোককে ওরা রেখেছে ?"

"ওরা সাধ করে রাখেনি। সুজনচাঁদকে ওরা রেখেছে মামাজির ওপর নজর রাখার জন্যে। পিনাকীলালরা মনে করে, টাকা দিয়ে ওরা সুজনচাঁদকে কিনে ফেলেছে। সুজনচাঁদ বাইরে ওদের লোক, ভেতরে মামাজির।"

আমি আর কোনো কথা বললাম না। কান্তিলালও চুপ করে থাকল। শেষে আমি বললাম, "আমায় কী করতে হবে ?"

"আপনাকে কান্তিলাল হতে হবে।"

আমি চমকে উঠলাম। কান্তিলাল কী বলছে পাগলের মতন! আমি রাজারাম, নিতান্ত রাস্তার লোক, স্বভাবে জানোয়ার, পাক্কা শয়তান, ধুরন্ধর এক জীব— আমি হব কান্তিলাল! রাজা যশদেবের ছেলে। রাজকুমার ?

জোরে হেসে উঠতে যাচ্ছিলাম, দেখি কান্তিলাল উঠে গিয়ে তার ব্যাগটা নিয়ে এল। ক্যানভাস কাপড়ের ট্রাভেলিং ব্যাগ। তার মুখ খুলল। হাত ডোবাল। বলল, "এর মধ্যে কয়েকটা খাতা আছে দেখে নেবেন। আপনার যা যা জানা দরকার পেয়ে যাবেন মনে হয়। হাজার দশেক টাকা আছে। মামাজি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।" বলতে বলতে ব্যাগের মধ্যে থেকে কখন একটা পিস্তল বার করে আমার দিকে তুলল। "আপনি পিস্তল চালাতে জানেন ?"

আমি কান্তিলালকে দেখছিলাম। স্থির চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, পলক পড়ছে না। আমার মনে হল, কান্তিলাল একেবারে নির্বোধ নয়। ওকে যতটা সরল অসহায় মনে হয়—তাও নয় সে।

আমি বললাম, "তার আগে আপনি বলুন, আপনি কি কান্তিলাল হবার কোনো ছক সাজিয়ে রেখেছেন ?"

"তেমন একটা সাজাতে পারিনি। খাতায় কিছু লেখা আছে..."

"না না..." আমি মাথা নাড়লাম, "অন্যের সাজানো ছকে আমি কাজ করি না। অবশ্য আপনি কী ভেবেছেন— আমি পড়ে দেখে নেব। একটা কথা কান্তিলাল— আপনি হলেন রাজকুমার, আর আমি আজন্ম ক্রিমিন্যাল। আমার কাজ আমাকে নিজেই ভেবেচিন্তে ঠিক করে নিতে হবে। অন্যের পরামর্শে কাজ করা আমার ধাত নয়।"

কান্তিলাল সামান্য সময় কথা বলল না। পরে বলল, "বেশ !"

"বেশ নয় ; ওটা আমার প্রথম শর্ত !... নিজের কাছে আমার জীবনের দাম আছে। কার থাকে না ! নিজের বোকামির ভুলে আমি মরতে রাজি আছি, অন্যের ভুলে নয়।"

"আপনি ভুল করছেন। আমার সাজানো ছক বোধহয় ঠিক নয়..."

"ঠিক বেঠিক কোনো কথা নয়, রাজকুমার। আমাকে আমার মতন করে কাজ করতে দিতে আপনি রাজি ?"

মাথা নাড়ল কান্তিলাল। "রাজি।"

"কত দিনের মধ্যে এই কাজ করে দিতে হবে ?"

"শ্রাবণের মধ্যে।"

"কেন ?"

"খাতায় লেখা আছে ; পড়লে জানতে পারবেন। তবু বলি, আমাদের পরিবারে রাজার অভিষেক বলে কিছু হয় না। 'মংলা' বলে একটা জিনিস হয়। যাকে বলা যায়—, 'ডে অফ ডিক্লারেশন'। এটা একটা প্রথা। 'রাজা' খেতাবটা যদি তার মধ্যে না পাই— কবে পাব জানি না। ওটা নিয়ে আর্জি রয়েছে। পিনাকী যদি এর মধ্যে সেটা পেয়ে যায়...।"

"বুঝেছি।... এখন বৈশাখ মাস। মাত্র দুমাস সময় হাতে আছে।"

"হ্যাঁ।"

আমি হাত বাড়ালাম। "পিস্তলে গুলি ভরা আছে— ?"

"আপনি তাহলে আমার কাজের দায়িত্ব নিলেন।"

"হ্যাঁ, নিলাম।"

কান্তিলাল তার পিস্তলটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

পিস্তল নিয়ে দু'পলক দেখলাম। তারপর কান্তিলালের দিকে নিশানা করলাম। বললাম, "আজ থেকে আমি কান্তিলাল।" বলে হেসে উঠলাম।

প্রথম পর্ব : চন্দ্রগিরি কথা

চন্দ্রগিরি কথা

পিনাকীলাল

রাজা নিয়ে পিনাকীলালের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না ; সামান্য ভুলে একটা ঘোড়া খোওয়া গিয়েছে, অন্য ঘোড়াটা যেন হাতছাড়া না হয়— দেখেশুনে সময় নিয়ে তার তরফের চালটা দিল পিনাকীলাল।

মাধব এমনভাবে পিনাকীলালের চাল দেওয়া দেখছিল যেন সে নিতান্তই খেলাটা খেলতে হয় বলে খেলে যাচ্ছে— মন থেকে কোনো উৎসাহ পাচ্ছে না।

"পিনাকী ?"

"ভুল একবার হয় দুবার হয় না," পিনাকীলাল হেসে বলল।

মাধব বলল, "আমি খেলার কথা বলছি না", বলে মাথা নাড়ল মাধব, হাসি হাসি মুখ করল, "তুমি আমার গুরু। এক দু হাত আমি জিতে যেতে পারি ফাঁকতালে। ভাই, খেলোয়াড় হিসেবে আমি কাঁচা, আমার সাধ্য কী তোমাকে হারাই।"

"তবে ?" বলে পিনাকীলাল হাত বাড়িয়ে তার হুইস্কির গ্লাস তুলে নিল।

মাধব বলল, "তুমি কি কোনো খবর শুনেছ ?"

"কী খবর ?"

"শোনোনি তাহলে !... কান্তিলালকে এখানে দেখা গিয়েছে।"

পিনাকীলাল অবাক চোখে মাধবের দিকে তাকিয়ে থাকল। মাধব তার সঙ্গে তামাশা করছে ? তামাশা করার মতনই সম্পর্ক তাদের। মাধব তার বন্ধু। ইয়ার-দোস্তদের মধ্যে কাছের মানুষ। তবে রণধীর যেভাবে পিনাকীলালের কাছের মানুষ, ঠিক সেভাবে নয়। মাধবকে কোনো কোনো ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না। সে তেমন চতুর বুদ্ধিমান নয়। তার সাহসের ঘাটতি আছে। মাধবকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওর বাবা কোলিয়ারিতে কাজ করতেন। ম্যানেজার ছিলেন। ভাল মানুষ। মায়ের ছিল বাতিক— সারাদিন পুজোআর্চা করে কাটাত। সেই বাড়ির ছেলে মাধব কত আর সাহসী হবে।

"কা-ন্তি-লাল !... কে বলল ?"

"আমার কানে এসেছে।"
"তোমার কানে তো রোজই উড়ো খবর আসে।" পিনাকীলাল গ্লাসে চুমুক দিয়ে খানিকটা হালকা গলায় বলল, "মাধব, তোমার কান হাওয়াই-মোরগের মতন। একটু বাতাসেই নড়ে।"
মাধব বিয়ার খাচ্ছিল। হুইস্কি সে খায়— তবে তেমন পছন্দ করে না। তার পছন্দ বিয়ার আর ফাগুলালের সিদ্ধি। ফাগুলালের ভাঙের হাত দারুণ। সে কী সব জিনিস মিশিয়ে ভাঙের সরবত করে কে জানে, এক দু গ্লাস খেলে এই জগৎটা আর যেন জগৎ থাকে না।
মাধব বলল, "আমার কানকে তুমি বিশ্বাস করতে না চাও..."
"আরে ইয়ার, তোমার কান আছে, কিন্তু কানের পরদায় গোলমাল আছে।... তুমি যা শোনো ঠিক শোনো না; তুমি ভুল শোনো।... ক'দিন আগেই তুমি বলছিলে, মীনার কাছে এক ছোকরা আসে...।"
পিনাকীলালকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মাধব বলল, "তোমার কমল সিং-কে ডাকো। আছে সে?"
পিনাকীলাল যেন সামান্য দ্বিধায় পড়ল। মাধব কি কিছু প্রমাণ করতে চাইছে! কমল সিং পিনাকীলালের নিজের লোক। কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে রাজবাড়িতে তার খবর এনে দেয়, তার কাজ নজর রাখা, খুঁটিনাটি জেনে এসে পিনাকীলালকে জানানো। বাইরের খবরও তাকে রাখতে হয়। সে পিনাকীলালের চর। লোকে বলে 'লালের কুত্তা'।
সামান্য দ্বিধায় পড়ে পিনাকীলাল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে মাধবের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "কমল খবর রাখে না, আর তোমার কানে কথা গেল! তাজ্জব! তুমি দেখেছ কান্তিলালকে?"
মাথা নাড়ল মাধব। দেখেনি।
"তা হলে?"
"আমি শুনেছি।... তুমি কমলকে ডাকো। কী বলে ও, শোনো— !"
পিনাকীলাল ডাকল।
এই ঘরটা পিনাকীলালের ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বসার ঘর। তার নিজের মহল বলতে রাজবাড়ির পশ্চিম দিকটা। ঘর বারান্দার সংখ্যা কম নয়। সাজসজ্জাতেও পয়সা খরচের বহরটা ধরা পড়ে। রুচিও খারাপ নয় পিনাকীলালের। পুরনো আসবাবপত্র সে বিশেষ একটা রাখেনি ঘরগুলোয়, যতটা পেরেছে হাল আমলের আসবাব ঢুকিয়েছে ঘরে।
একজন ঘরে এল।
দেখল পিনাকীলাল। বলল, "কমলকে ডেকে দাও।"
লোকটা চলে গেল।
পিনাকীলাল সিগারেটের বাহারী বাক্স থেকে সিগারেট তুলে নিল। নিয়ে বাক্সটা ঠেলে দিল মাধবের দিকে। বলল, "তোমায় কান্তিলালের কথা কে বলেছে?"
"আমি দু জায়গায় শুনেছি।"
"কোথায়?"
"বাজারে। শঙ্করবাবুর দোকানে। আর রেল স্টেশনে— পানঅলা রিতুয়ার কাছে।"
পিনাকীলাল সিগারেট ধরাল লাইটারে। মাধবের দিকে তাকিয়ে থাকল। "কী বলল ওরা? কান্তিলালকে দেখেছে?"
মাধব মাথা নাড়ল। "দেখেছে।"
"ঠিক দেখেছে?"
"বলল তো কান্তিভাইকে দেখেছে।"
"বাজে কথা। আমার বিশ্বাস হয় না।"
মাধবও সিগারেট ধরিয়ে নিল। বলল, "তুমি তো নিজেই বলো, কান্তিলাল মাঝে মাঝে তোমায় হুঁশিয়ার করে দেয়, সে আছে। বেঁচে আছে।"
"বেঁচে আছে। কিন্তু কোথায় আছে সে!" পিনাকীলাল যেন রাগের মাথায় বলল, অধৈর্য হয়ে। তার গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল। "যে বেঁচে থাকে সে আসে না কেন? সামনে এসে দাঁড়াক। চোরচোট্টার মতন চুট্টি পাঠায় কেন! দো চার চুট্টি।"
"লেখাটা কি তার?"
"তো কার আর!"
"তুমি ঠিক করে বলতে পার না?"
"তার লেখা..."
কমল সিং ঘরে এল। লোকটাকে দেখতে সুশ্রী। ছিপছিপে গড়ন, লম্বাটে মুখের ছাঁদ, মাথায় সামান্য খাটো, অত্যন্ত ধূর্ত চোখ, মুখে মোলায়েম হাসি। পরনে চুস্ত পাজামা, গায়ে নকশা করা পাঞ্জাবি। গলায় হার। কমলের মাথার চুল কোঁকড়ানো।
পিনাকীলাল মুখ ফিরিয়ে তাকাল। দেখল কমলকে দু' পলক। "তুমি কি

আজকাল রাজবাড়ির অন্দরমহলেই ঘুরে বেড়াও ?”

কমল কথাটার অর্থ ধরতে পারল না, কিন্তু বুঝতে পারল, তার মনিবের মেজাজ ঠিক নেই। সে শুধু চতুর নয়, যে-কোনো অবস্থাই মোটামুটি সামলে দেবার ক্ষমতা রাখে। বলল, “রানীমার ক'টা ফরমাশ ছিল... !”

রানীমা, মানে বড় রানী রুক্মিনী দেবী। কমল জানে তার মনিব পিনাকীলাল তার মায়ের কথা উঠলে চুপ করে যায়। লোকজনের সামনে তো অবশ্যই। আড়ালে সে অতটা মাতৃভক্ত নয়। মাঝে মাঝে অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু পিনাকীলাল জানে, তার মায়ের ব্যক্তিত্ব কর্তৃত্ব এবং বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তার নেই।

পিনাকীলাল মায়ের কথায় গেল না। বলল, “আজকাল তুমি কি স্টেশন যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছ ?”

“ক'দিন যাইনি !”

“বাজার ?”

“বাজারে যাই। পরশু দিনও গিয়েছিলাম।”

“চোখ কান বন্ধ করে না খোলা রেখে ?”

কমল এবার সন্দিগ্ধ হল। “কিছু হয়েছে, হুজুর ?”

পিনাকীলাল ইশারায় মাধবকে দেখাল। “মাধববাবু কী বলছে জানো ?”

কমল মাধবের দিকে তাকাল। এই লোকটাকে কমলের পছন্দ নয়। পিনাকীলালের বন্ধুদের মধ্যে মাধবের একটা আলাদা দাম আছে, শঠ বদমাশ নয় বলে পিনাকীলাল তাকে অন্য চোখে দেখে। পিনাকীলাল কোনো কোনো ব্যাপারে মাধবের কাছে পরামর্শ নেয় গোপনে। প্রায় ছেলেবেলা থেকেই বন্ধু দুজনে। পড়াশোনাও করেছে একসঙ্গে। দুজনেই নাগপুরে থাকত— কলেজ জীবনে।

কমল মাধবের দিকে তাকাল, যেন মাধবই কথাটা তাকে বলছে।

মাধব কিছু বলল না, পিনাকীলালই বলল, “কান্তিভাইকে এই শহরে দেখা গিয়েছে।”

কমল যেন কথাটা কানে শুনতে পায়নি, চুপচাপ, চোখমুখের কোনো পরিবর্তন নেই।

পিনাকীলাল বলল, “তুমি কোনো খবর রাখো না। কান্তিভাই...”

কমলের যেন এবার হুঁশ হল। “কান্তিভাই··· ! কুমারজি ! আপনি কী বলছেন হুজুর ?”

“আমি বলছি না, মাধববাবু বলছে।” বলে মাধবের দিকে আঙুল দেখাল পিনাকীলাল। বলল, “তুমি মাধববাবুকে জিজ্ঞেস কর।”

কমল মাধবের দিকে তাকাল।

মাধব বলল, “বাজারে শঙ্করবাবুর দোকানে কথাটা আমি শুনেছি। আর স্টেশনে পানঅলা রিতুয়ার কাছেও।”

কমল কেমন থতমত খেয়ে গেল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সন্দেহবশে সে নিজের মনেই মাথা নাড়তে লাগল। “আপনি নিজের কানে শুনেছেন মাধববাবু ?”

“হ্যাঁ... !”

“স্টেশনে আমি দুচার দিন যাইনি। বাজারে গিয়েছিলাম। আপনি কবে এই কথাটা শুনেছেন ?”

“কাল।”

“আমি পরশু বাজারে গিয়েছিলাম।”

পিনাকীলাল বলল, “তুমি কালই বাজারে যাবে ; স্টেশনেও।” বলে একটু থামল, তারপর আবার বলল, “কান্তিভাই যদি শহরে এসে থাকে এক বা দুজন তাকে দেখেনি, অন্যরাও তাকে দেখেছে। তুমি কালই পাত্তা লাগাও।”

“জি হুজুর।”

“দোকানে রাস্তায় পাত্তা লাগালেই চলবে না।”

“আমি অন্য জায়গাতেও পাত্তা লাগাব।”

“কোথায় কোথায় ?”

“মামাজির বাড়ি, বেনিয়া পট্টি, লালসাহেবের কোঠি,...” কমল আরও দু-তিনটে নাম বলল।

পিনাকীলাল মাথা নাড়ল। কান্তিলাল যদি এই শহরে দেখা দিয়ে থাকে— সে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। তার লুকোবার জায়গার অভাব নেই। অনেকেই তাকে পছন্দ করত, ভালবাসত। কিন্তু আগের অবস্থার সঙ্গে এখনকার অবস্থার অনেক তফাত। আজ আর কান্তিলাল যেখানে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে না। পিনাকীলালের ভয়ে অনেক আশ্রয়দাতাই তাকে আশ্রয় দিতে অরাজি হবে। বুঝেসুঝে, অত্যন্ত সাবধানে এবং খুবই বিশ্বাসী-লোকের কাছে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। এমন লোক আজ চান্দিগিরিতে কম। যারা আছে বা থাকতে পারে কমল তাদের হিসেব রাখে। মাঝে মাঝে সে এসব জায়গায় খোঁজ-খবরও নেয়।

পিনাকীলাল খানিকটা রুক্ষ গলায় বলল, "কাল সন্ধের মধ্যে আমি খবর চাই।"

কমল বলল, "জি !... রানীমাকে কি বলব কথাটা ?"

"না," পিনাকীলাল মাথা নাড়ল। "এখন নয়। আমি আগে জানি, তারপর মাকে বলব।"

কমল চলে গেল।

পিনাকীলালের গ্লাস ফুরিয়ে গিয়েছিল। খেয়াল হল। পাশেই হুইস্কির বোতল, সোডাও রয়েছে। ট্রে থেকে বোতল উঠিয়ে নিতে নিতে পিনাকীলাল বলল, "মাধব, তুমি আমার মেজাজ নষ্ট করে দিলে।"

"কথাটা তোমায় না বললে কি ভাল হত ?"

"না, তা হত না।... কিন্তু মাধব, আমার কেমন আশ্চর্য লাগছে।"

"কেন ?"

"কান্তিভাই শহরে এল যদি রাজবাড়িতে এল না কেন ?"

মাধব বলল, "তোমাদের ভয়ে।"

"স্বীকার করলাম। কিন্তু এই শহরে আমাদের ভয় নেই ? রাজবাড়ি যদি বাঘের ডেরা হয় এই শহরও তার কাছে বাঘের ডেরা। সে কী করে বিশ্বাস করল, আমাদের কানে কথাটা উঠলে আমরা তাকে ছেড়ে দেব !"

"এটুকু বুদ্ধি কান্তিভাইয়ের আছে !"

"তাহলে ?"

"আমি বলতে পারব না। জানি না," মাধব বলল, "কোনো মতলব ফেঁদেই এসেছে।"

"ওর নিজের মতলব ফাঁদার মতন মাথা আছে নাকি ! কান্তিভাই বোকা। সে ভীতু। তার যদি মাথায় বুদ্ধি থাকত, সাহস থাকত— তা হলে আজ তার এমন অবস্থা হত না।"

মাধব নিচু গলায় বলল, "পিনাকী, যে-মানুষকে আমরা নিরীহ ভীতু, বোকা বলে ভেবে নিই ; যাকে আমরা অপদার্থ মনে করি, সেই মানুষই এক এক সময় বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। তখন কিন্তু তারা বড় ভয়ংকর। ডেনজারাস্‌..."

পিনাকীলাল সোডা মিশিয়ে নিয়েছিল হুইস্কির সঙ্গে। অলসভাবে হাত বাড়াল খাবারের প্লেটের দিকে। কাঁটা দিয়ে একটা কাবাব তুলে নিয়ে মুখে দিল। "বেপরোয়া ! ডেন্‌জারাস্‌... !" পিনাকীলাল হাসল যেন, উপেক্ষার হাসি। বলল, "মাধব শিয়াল কোনোদিন শের হতে পারে না। তবে হ্যাঁ— খেপা শিয়াল হতে

পারে।"

"সেটাও ভাল নয়।"

"দেখা যাক্‌... !" পিনাকীলাল চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর গ্লাস তুলে চুমুক দিল। "তুমি শঙ্করের দোকানে আরও একটু তল্লাসি লাগাও। কমল হল নোক্‌র ক্লাসের, ওর কাছে মালিকরা হয়ত মুখ খুলবে না। তাছাড়া ওকে অনেকেই পছন্দ করে না শুনেছি।"

মাধব সিগারেট ধরাল। দেখল পিনাকীলালকে। তারপর বলল, "পিনাকী, আমার বুদ্ধিতে বলে— তুমি আগে থেকে শোরগোল তুলো না। তাতে অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। আগে দেখো, ব্যাপারটা কতদূর ঠিক। কান্তিভাই যদি এসে থাকে এখানে— সে কোনো মতলব নিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় না, হাত গুটিয়ে বসে থাকার জন্যে ও আসবে। আগে ওর মতলব বোঝ, ওকে পা বাড়াতে দাও, তারপর তোমার যা করার করো। আগেভাগে কোপ বসাতে যেও না। তুমি আবার ভুল করবে।"

পিনাকীলাল কথা বলল না। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল অন্যমনস্কভাবে।

আরও খানিকটা পরে মাধব উঠে পড়ল। বলল, "আমি চলি।" বলে দু-চার পা এগিয়ে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি দু-হপ্তা থাকছি না। বাইরে যাব। কাজ আছে। ফিরে এসে দেখা করব।"

মাধব চলে গেল।

পিনাকীলাল আধশোয়া হয়ে বসে থাকল তাকিয়ে হেলান দিয়ে। ভাবছিল। কান্তিলাল কি সত্যিই চন্দ্রগিরিতে এসেছে ? যদি এসে থাকে কোথায় সে আস্তানা গেড়েছে ? কার কাছে আশ্রয় পেয়েছে ? কী তার মতলব ? ও কি নতুন মামলা তুলতে এসেছে ? কিসের মামলা ? এমনিতেই ক'টা মামলা ঝুলে আছে আজ ক'বছর। নতুন মামলা কী হতে পারে ? আর যদি মামলা তুলতেই এসে থাকে রাজবাড়িতে এসে উঠল না কেন ? ভয়ে ! প্রাণের ভয়ে ? তা কান্তিভাই ভুল করেছে। যদি সে এখানে এসে থাকে, রাজবাড়িতে উঠুক না উঠুক, তার জীবন কিন্তু নিরাপদ নয়। ওকে মরতে হবে। ওর গলার ফাঁস একবার দৈবাৎ খুলে গেছে বলে বার বার খুলে যাবে না। এবার আর পিনাকীলাল ফাঁস খুলতে দিচ্ছে না।

দক্ষিণের ছাদে প্রতাপচাঁদের বেলবাগিচা। তিনি বলেন, বেলবাগিচা। বাগিচা বটে, তবে টবের বাগিচা। নানা জাতের বেলফুল বসিয়েছেন টবে প্রতাপচাঁদ। নিজের হাতে। টবগুলোর আকারও নানারকম, বড় মাঝারি ছোট, কোনোটা চৌকোণো কোনোটা গোল, গামলার মতন দেখতে। তিরিশ পঁয়ত্রিশটা টব সাজিয়ে প্রতাপচাঁদজি নিজের বেলবাগিচা তৈরি করে নিয়েছেন।

এই বেলবাগিচা তাঁর শখের বাগান। নয়ত দেওয়ান প্রতাপচাঁদের বাড়ি বা বাড়ির গা-লাগানো জমিতে যে বিশাল বাগান কোনোটিই অবহেলা করার মতন নয়। দোমহলা বাড়ি, অন্তত এক বিঘে জমির ওপর, বাড়ির নকশাটিও ভাল, ঘরদোরেরও অভাব নেই। আর বাড়ির সামনে বাগানের জমিও বিঘে দুই। ফলফুলের গাছে ভরতি।

প্রতাপচাঁদজি এখন আর দেওয়ান নয়, কিন্তু লোকের মুখে এ-বাড়ির নাম দেওয়ান বাড়ি।' বাড়ির নিচের তলায় একসময় অনেকেই থাকত, তারা আর নেই। প্রতাপচাঁদ নিজের তলাটি যোগীবাবুদের দিয়ে দিয়েছেন। যোগীবাবুরা সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছেন। হোমিওপ্যাথি আর কবিরাজী। সকালে গরিব মানুষজনের খুব ভিড় হয়।

দোতলায় থাকেন প্রতাপচাঁদ। ঘর অনেক। থাকার মানুষ চার-পাঁচজন মাত্র। প্রতাপচাঁদের স্ত্রী বিগত। মেয়ে অম্বিকাও এ-বাড়িতে থাকে না। খানিকটা তফাতে সে থাকে। বিধবা মেয়ে। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। আসা-যাওয়া রয়েছে। কিন্তু কোথাও যেন এক দূরত্ব গড়ে উঠেছে অনেক দিন ধরেই। মেয়ের মনে কিসের অসন্তোষ ক্ষোভ জমে আছে— প্রতাপচাঁদ জানেন, বোঝেন— কিন্তু মেয়ের কাছে অভিমান জানান না।

দক্ষিণের দিকে দুটি ছাদ। বড় একটি, অন্যটি ছোট। ছোটটি যেন গাড়ি বারান্দার ছাদের মতন। সেখানেই প্রতাপচাঁদের বেলবাগিচা।

বেলা পড়ে গেলে, সন্ধের মুখে মুখে প্রতাপচাঁদ এখানে এসে বসেন। তাঁর শোওয়া-বসার জন্যে একটি বেতের খাট আছে ছাদে। সিংগাপুরি বেত। দেখতে সুন্দর। খাটের ওপর গদি। রোজ সন্ধের গোড়ায় কেশব এসে চাদর পেতে দিয়ে যায় খাটে, তাকিয়া সাজিয়ে দেয়।

প্রতাপচাঁদ এই বেতের বিছানায় বসে থাকেন সারাটা সন্ধে। শুয়েও থাকেন। আকাশ, নক্ষত্র দেখেন। ভাবেন আপনমনে। সরবত খান। পান আর সিগারেট

তো তাঁর নেশা। একসময় জরদা খেতেন প্রচুর; এখন আর খান না।

নিজের বেলবাগিচায় আরাম করে শুয়ে ছিলেন প্রতাপচাঁদ। বাতাসে বেলফুলের গন্ধ। এই গন্ধ তাঁকে অনেক কথাই মনে করিয়ে দেয়। স্ত্রীর সঙ্গে প্রতাপচাঁদের মাঝে মাঝেই কপট কলহ হত। মাধুরী বলত, প্রতাপচাঁদের হাত ভাল নয়— নোনা হাত, ও-হাতে গাছ পুঁতলে সে-গাছ আর বাঁচে না, মরে যায়। কথাটা ঠিক কি বেঠিক সে-কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই বাড়ির নিচের বাগানে শখ করে প্রতাপচাঁদ যে সব গাছ পুঁততেন তার বারো আনাই মরে যেত। হয়ত কোনো কারণ ছিল। নতুন বাড়ি হচ্ছে তখন, শুকনো রুক্ষ জমি, মাটিতে সার নেই, তার ওপর বালি চুন সুরকি— কত কী মিশে যাচ্ছে মাটিতে! গাছ মরতেই পারে।

আসলে মাধুরী বলতে চাইত, দেওয়ানগিরি করতে করতে প্রতাপচাঁদের হাত থেকে মায়া-মমতা ঝরে গিয়েছে, শক্ত হয়ে গিয়েছে হাত, ও-হাতের গাছ কি বাঁচে। 'তোমার হাত নোংরা। ময়লা।'

মাধুরীর বেলায় কিন্তু অন্য কাণ্ড হত। তার হাতে পোঁতা গাছ অনেকগুলোই বেঁচে যেত। অবশ্য সে পুঁতত ফলের গাছ, ফুলের নয়।

মাধুরী বেঁচে থাকলে প্রতাপচাঁদ এখন তাঁর বেলবাগিচা দেখাতে পারতেন। গজলের কথায় বলতে পারতেন, আমার হাতে পোঁতা এই গাছের ফুলগুলির গন্ধ তোমার জন্যে। আসমান এর সুবাস পাবে না, বাতাস এই গন্ধকে লুটে নেবে। শুধু তুমিই একে তোমার মধ্যে অনুভব করতে পারবে, এই গন্ধ যে আমার ভালবাসা। প্রতাপচাঁদের মনের কথাও কি তাই!

গজলের কথাগুলি কিন্তু বেশ।

"কে?" প্রতাপচাঁদ পায়ের শব্দ পেয়েছিলেন। "কেশব!"

কেশব এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, "ম্যানেজারবাবু এসেছেন!"

"সুজন! আসতে বলো।"

কেশব চলে গেল।

কেশব প্রতাপচাঁদের খাস ভৃত্য। বছর তিরিশ আগে প্রতাপচাঁদ যখন দেশে গিয়েছিলেন কিছু জমিজায়গা দেবোত্তর ব্যবস্থা করতে তখন কেশবকে নিয়ে এসেছিলেন। বছর বারো বয়েস ছিল কেশবের। এখন সে চল্লিশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রতাপচাঁদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাত্র। কেশব আর হরিপ্রসাদ। হরিপ্রসাদ তার নিজের বাড়িতে থাকে।

তাকিয়া গুছিয়ে পাশ ফিরে আধ-শোয়া হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন

প্রতাপচাঁদ।

সামান্য পরেই সুজনকুমার এল। বিনীত ভঙ্গি। নমস্কার করল। "ভাল আছেন, মামাজি!"

"ভালই আছি। কী খবর তোমাদের? বসো।"

কেশব ততক্ষণে একটা বেতের পিঠ-উঁচু চেয়ার একপাশ থেকে উঠিয়ে এনে সামনে রেখে দিয়েছে।

সুজন বসল না। দেওয়ানজির সামনে ঝপ করে বসে পড়তে এখনও তার কুণ্ঠা হয়। একদিন মামাজি তাকে বলেছিলেন, 'সুজনচাঁদ—' সুজনচাঁদ বলেই ডাকেন উনি অনেকসময়, ঠাট্টা করেই, 'সুজনচাঁদ— কুয়ার মধ্যে ডুবে যাওয়া বালতি যেমন করে কাঁটা দিয়ে তুলে নিতে হয়, আমি তোমাকে সেইভাবে তুলে নিয়েছি। তুমি কী ছিলে, কোন অবস্থায়— আর কী হয়েছ— এ-কথা ভুলো না। কথাটা মিথ্যে নয়। সুজনকুমার তো তলিয়েই গিয়েছিল একসময়, দেওয়ানজি তাকে উদ্ধার করে ওপরে উঠিয়েছিলেন। সে কেমন করে অকৃতজ্ঞ হবে!

"একটা কথা শুনলাম—" সুজন বলল।

"কী কথা?"

"বড় কুমারসাহেবকে এই শহরে দেখা গিয়েছে।"

প্রতাপচাঁদ তাকালেন। দেখলেন সুজনকুমারকে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর যেন তামাশা করছেন— হাল্কা গলায় বললেন, "কবে? কে দেখেছে? কোথায়?... তোমাদের রাজবাড়িতে অনেকের ভূত দেখার অভ্যেস আছে।"

সুজন বলল, "রাজবাড়িতেই আমি কথাটা শুনেছি।"

"কার মুখে?"

"ছোটকুমারের মুখে।"

"পিনাকী!... কী বলে সে?"

"মাধব প্রথমে তাঁকে খবরটা দেয়। তিনি কমলকে খোঁজ নিতে বলেন। খোঁজ নিয়ে এসে কমল বলেছে, বড়কুমারকে দু-চার জায়গায় দেখা গিয়েছে।"

প্রতাপচাঁদ শুনলেন। মনে হল না— তেমন উৎসাহ বোধ করছেন। আবার বললেন, "তুমি বসো।"

বাধ্য হয়েই যেন সুজন বসল।

অলসভাবে একটা সিগারেট ধরালেন প্রতাপচাঁদ। হঠাৎ বললেন, "আজ কোন তিথি হে? ত্রয়োদশী না চতুর্দশী? চাঁদটা দেখেছ! চমৎকার জ্যোৎস্না! বর্ষাও আসি-আসি করছে। আষাঢ় পড়ে গেল... !..." বলেই একটু থেমে গিয়ে

আঙুল দিয়ে বেলফুলের টবগুলো দেখালেন, "বেলির বাস কেমন পাচ্ছ, সুজন?"

সুজন বলল, "খুব গন্ধ।"

"বৃষ্টির জল এক আধবার খেলে গন্ধ আরও খুলে যায়। দু-তিন দিন আগে প্রথম বৃষ্টি হল...।"

কেশব এল। চা নিয়ে এসেছে।

চা রেখে চলে গেল।

প্রতাপচাঁদ বললেন, হঠাৎই, "পিনাকী তোমাকে পাঠিয়েছে?"

"না। আমি নিজে এসেছি।... আপনাকে জানাতে।..." বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আপনি তো বোঝেন— কথাটা আমাকে শোনানোর কারণটা কী হতে পারে?"

"কমলও কাল এসেছিল।"

"আপনার কাছে?"

"না। আমার কাছে আসার সাহস হয়নি। শুনলাম বাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করেছে।"

সুজন কিছু বলল না।

"চা খাও।"

সুজন চায়ের কাপ তুলে নিল।

প্রতাপচাঁদ বললেন, "পিনাকী তোমাকে পাঠাবে। দু-এক দিনের মধ্যেই। তুমি ওকে বলে দিও—কান্তিলালের খবর আমি কিছু পাইনি। আমার কাছে সে আসেনি।"

সুজন বলল, "আমি বলব। কিন্তু আপনি —"

"জানি। আমাকেই সে সন্দেহ করছে। করুক।"

সুজন কয়েক চুমুক চা খেল। বলল, "মামাজি, সত্যিই কি বড়কুমার শহরে আসতে পারেন?"

"কেমন করে বলব! আসতে পারে। নাও পারে। তার নিজের জায়গায় ঘরবাড়িতে যদি সে আসে... আসতেই পারে।"

সুজন বলল, "বড়কুমারকে চার-পাঁচ জায়গায় দেখা গিয়েছে।"

"কোথায় কোথায়?"

"স্টেশনে, বাজারে, রাজবাঁধের কাছে ঝিলে, পহেলা ফাটাকে..."

"আচ্ছা! কে দেখেছে! কারা?"

"স্টেশনে প্রথমে দেখেছে পানঅলা রিতুয়া, বাজারে শঙ্করবাবু, ঝিলের কাছে বড়কুমারকে দেখেছে মিশিরা। পহেলা ফাটাকে কে দেখেছে আমি জানি না...।"

প্রতাপচাঁদ তাঁর পানের ডিবে থেকে পান নিলেন। নিয়ে ডিবেটা সুজনকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "তোমাদের রানীমা কী বলছেন?"

"রানীমা আমায় তলব করেছিলেন আজ।"

"তিনি নতুন কথা শুনেছেন কিছু?"

সুজন মাথা নাড়ল। বলল, "ছোটকুমার বা কমল রানীমাকে এই ব্যাপারে কিছু জানাননি। রানীমা বললেন। তবু তিনি শুনেছেন।"

"কেমন করে?"

"তা বললেন না।"

প্রতাপচাঁদ আকাশের দিকে তাকালেন। যেন চাঁদ দেখলেন অন্যমনস্কভাবে। পরে বললেন, "সুজন, তুমি দু'তরফের লোক। রানী আর পিনাকী তোমাকে কেন পুষে যাচ্ছে তুমি জান! না না, তুমি কাজের লোকও। তবে শুধু কাজের লোক বলে ওরা তোমায় রাখেনি। তুমি ওদের তরফের ইনফরমার। আবার আমার তরফেরও তুমি চর। ওরা সেটা জানে। দু তরফের হাঁড়ির খবর যারা রাখে— তাদের আরও চতুর হতে হয়। বড় রানী কার কাছ থেকে খবরটা পেয়েছেন— তুমি জানতে পারলে না? চেষ্টাও করলে না?"

সুজন চুপ করে থাকল।

প্রতাপচাঁদ পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "শিরিন।"

সুজন যেন চমকে উঠল।

"আমার সন্দেহ শিরিন। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো।"

মাথা হেলিয়ে সুজন বলল, "আপনি যখন বলছেন— আমি খোঁজ নেব। তবে মামাজি, বাইরের খবর শিরিনের কানে কেমন করে আসবে। সে থাকে অন্দরমহলে। তাছাড়া শুনেছি, ওর বিমারি হয়েছে। সে তার ঘরেই শুয়ে থাকে।"

প্রতাপচাঁদ বললেন, "তোমাদের রাজবাড়িতে সাপের গর্ত অনেক আছে ম্যানেজার। তুমি বোধহয় সবগুলোর হিসেব রাখো না।"

সুজনকে অতটা বোকা ভাবার কারণ নেই। সুজন জানে, শিরিনের সঙ্গে কমলের মেলামেশা আছে। প্রকাশ্যে ততটা নয় যতটা গোপনে। শিরিন কি তবে কমলের মুখে খবরটা শুনেছে, শুনে রানীমাকে জানিয়েছে?

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে সুজন উঠল। বলল, "মামাজি, এখন আমি

আসি?"

"এসো।"

চলে যাচ্ছিল সুজন, প্রতাপচাঁদ বললেন, "তুমি দু-চারদিন পরে **একবার** এসো।"

সুজন চলে গেল।

প্রতাপচাঁদ অন্যমনস্কভাবে বসে থাকলেন, বেলফুলের গাছগুলো আজ অনেক সাদা, ফুল ফুটেছে অনেক। এমন উজ্জ্বল জ্যোৎস্না কমই চোখে পড়ে। বোধহয় দু-একদিন আগে প্রথম বৃষ্টির পর আকাশ ধোয়া-মোছা হয়ে গিয়েছে, আজ তাই অমন জ্যোৎস্না ফুটেছে।

প্রতাপচাঁদ একটা সিগারেট ধরালেন। কান্তিলালের কাছ থেকে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি কোনো নতুন খবর পাননি। শেষ খবর এসেছিল টেলিগ্রামে। দু-চারটি কথা মাত্র। 'জমি বেচার কথাবার্তা পাকা। কাগজপত্র তৈরি হচ্ছে। সময় লাগবে কিছুদিন। পার্টি নিজেই কাগজপত্র তৈরি করছে।'

টেলিগ্রামের ভাষা পরিষ্কার। তবু প্রতাপচাঁদ প্রথমটায় বুঝতে পারেননি— কার জমি, কী জমি! দেশে তাঁর জমিজায়গা বলতে কিছুই নেই। যা ছিল দেবোত্তর করে দিয়ে এসেছেন কবে। সেখানে দুর্গোৎসব হয় প্রতি বছর, এখনও। প্রতাপচাঁদের যেতেও ইচ্ছে করে এক আধবার, হয় না। তা এই জমি কিসের?

ধাঁধা কাটতে সময় লাগল না। প্রতাপচাঁদ বুঝতে পারলেন, কান্তিলালের সঙ্গে রাজারামের কথাবার্তা যে পাকা হয়েছে— এই খবরটা জানিয়েছে কান্তি। খবর পাঠাচ্ছে 'রাম'। মানে কান্তিলাল এই ধাঁধার একটা সূত্রও ধরিয়ে দিচ্ছে উলটো করে। তবে টেলিগ্রাম কেন? খবরটা তাড়াতাড়ি যাতে পৌঁছে যায়? চিঠি যদি বেহাত হয়? কে জানে!

খোঁজ-খবর প্রতাপচাঁদ রাখেন। কিন্তু তিনিও জানতে পারেননি— রাজারাম এখানে পৌঁছে গিয়েছে। খবরটা কেন তাঁর কানে পৌঁছালো না কে জানে! উচিত ছিল পৌঁছনো। তবে কমল কাল এ-বাড়ির নিচে, আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে গিয়েছে শুনে প্রতাপচাঁদের খটকা লাগছিল। অবশ্য কমল যে মাসে এক আধবার দেওয়ানজির বাড়ির খবরাখবর নিয়ে যায় তার মনিবের জন্যে প্রতাপচাঁদ জানেন। ভেবেছিলেন— সেই রকম একটা মামুলি ব্যাপার হবে।

রাজারাম তা হলে চন্দ্রগিরিতে এসে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত!

প্রতাপচাঁদ উঠলেন। ছাদেই পায়চারি করতে লাগলেন অন্যমনস্কভাবে।

রাজারাম এসেছে— এটা সুখবর। সে কীভাবে কার্যোদ্ধার করবে প্রতাপচাঁদ জানেন না। তাঁর জানার কথা নয়। এটা তার ব্যাপার। কান্তিলাল তো জানিয়েই দিয়েছে— কাগজপত্র পাটি তৈরি করে নিচ্ছে। রাজারাম এক জাতের ভাড়াটে লড়ুইবাজ। মার্সিনারি ধরনের। সে ভাড়া খাটে। টাকার বদলে কাজ করে। এরা কীভাবে কী করবে— নিজেরাই ঠিক করে নেয়। দায়িত্ব তার, যারা ভাড়া খাটায় তাদের নয়।

রাজারাম মনে মনে কী ঠিক করে নিয়েছে প্রতাপচাঁদ জানেন না। বোধ হয় জানার চেষ্টা করাও উচিত নয় এখন। তবে, তিনি নিশ্চিত যে, রাজারাম নিজের প্রয়োজনেই প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আজ হোক কাল হোক দেখা করবেই। গোপনে। প্রতাপচাঁদ ছাড়া রাজারামকে সাহায্য করার লোক কোথায়? অন্য যা দু-চার জন আছে তারা কান্তিলালের শুভাকাঙ্ক্ষী হলেও বাস্তবে রাজারামকে কোনো সাহায্য করতে পারবে কী? কতটাই বা পারবে!

কিন্তু রাজারাম আছে কোথায়?

চন্দ্রগিরি বড় শহর নয়। তার আশেপাশে লুকিয়ে থাকার জায়গাই বা কোথায়? অন্তত দিনের পর দিন?

প্রতাপচাঁদ কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালেন প্রতাপচাঁদ। কেশব।

কেশব কাছে এসে বলল, "বেহারীজি বলছে, গ্রহণ করবে?"

"গ্রহণ? জানি না। দেখে বলতে হবে।"

"বেহারীজি... !"

"আজ নয়। পরশু হবে।"

কেশব চলে গেল। প্রতাপচাঁদ আবার তার খাটে এসে বসলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, অম্বিকা আজ দু-তিন দিন এ-বাড়িতে আসছে না।

রানী রুক্মিনী প্রসঙ্গ

রুকমিনী দেবী বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। পিনাকীলালের কাছে খবর গিয়েছে অনেকক্ষণ, তবু সে আসছে না।

সাধারণত সন্ধের পর তিনি ছেলেকে ডেকে পাঠান না। পাঠান না, কারণ, এই সময়টায় পিনাকী বড় একটা নিজের মহলে থাকে না। বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরেফেরে, পুরনো ক্লাবে যায়, তাস খেলে, খানাপিনা

করে। আর এক জায়গাতেও যায়—কিরণ বাইয়ের বাড়িতে। কিরণ বাই বুড়ি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার দুই ভাইঝি আছে, নলিনী আর কামিনী, এরা গানটান গায়। কিরণ বাইয়ের খ্যাতি ছিল খুব, ভূপাল জব্বলপুর নাগপুর— সব জায়গা থেকেই তার ডাক আসত।

নিজের ছেলের খোঁজ-খবর রুকমিনী দেবী ভাল মতনই রাখেন। তবু প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সন্ধেবেলায় পিনাকী ইয়ার-দোস্ত নিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ায় তিনি জানেন। এমনও জানেন, যদি বা কোনো কারণে পিনাকী বাইরে না যায়, তবু এ-সময় তার মহলে ইয়ার-বন্ধু নিয়ে বসে বসে মদ খায়, তাস দাবা খেলে। সন্ধের সময় ছেলেকে কাছে ডাকা উচিত হবে না বলে রুকমিনী দেবী ছেলেকে কাছে ডাকেন না। রাত্রেও নয়।

আজ তিনি সন্ধের আগেই পিনাকীকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অনেকটা সময় কেটে গেল, সে আসছে না।

রুকমিনী দেবী ক্রমশই অধৈর্য ও বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। এক সময় তাঁর মাথা ধরার রোগ ছিল। রাগ উত্তেজনা বিরক্তিতে তাঁর মাথা ধরে যেত সহজেই। সেই রোগ এখন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথার যন্ত্রণা শুধু বেড়ে যায় না, অসহ্য হয়ে ওঠে, চোখের পাতা পর্যন্ত খুলতে পারেন না, গা গুলিয়ে বমি আসে, তারপর মনে হয় তিনি যেন কোনো স্নায়বিক বিকারের রোগী হয়ে উঠেছেন।

"রানীমা?"

রুকমিনী দেবী চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। নর্মদা।

"কুমার তাঁর মহলে নেই।"

রুকমিনী দেবী তাকিয়ে থাকলেন। তীক্ষ্ণ রুষ্ট দৃষ্টি।

নর্মদা বলল, "খবর দেওয়া হয়েছিল কুমারকে। তিনি বললেন আসবেন। তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।"

রুকমিনী শুনলেন কথাগুলো। শেষে বললেন, "চুহাটা আছে? না, সেও বেরিয়ে গেছে?"

চুহা মানে কমল সিং। রুকমিনী দেবী আড়ালে কমলকে চুহা বলেই ডাকেন।

নর্মদা বলল, "আছে দেখেছি।"

"ওকে ডেকে দাও।"

নর্মদা চলে গেল।

রুকমিনী দেবী সামনের দিকে তাকালেন। খোলা জানলা দিয়ে সরাসরি তাকালে এখন আর ঝামারি পাহাড়টা পুরো চোখে পড়ে না, গাছপালায় বাড়িঘরে

আড়াল পড়ে গিয়েছে। শোবার ঘর থেকে অবশ্য পাহাড়ের মাথা চোখে পড়ে এখনও। এই ঘরটা রুকমিনী দেবীর বসার ঘর। পাশেই তাঁর আরাম ঘর, তার গায়ে শোবার ঘর। এই সময় এই মহলটাই ছিল রাজবাড়ির সেরা মহল। বারো চোদ্দটা ঘর নিয়ে রাজা-রানীর অন্দরমহল। রাজা যশদেব ছিলেন শৌখিন মানুষ। শুধু শৌখিন নয়, বিলাসী, অপব্যয়ী। তাঁর রুচি ছিল। যদিও সেই রুচির ধরনটা আতিশয্যময়। খাট-পালঙ্ক ডিভান সোফা সেটি—এই সব আসবাব উপকরণে রাজা-রানীর মহলের বিশাল বিশাল ঘরগুলো ভরে থাকলেও রাজা যশদেবের বিশেষ শখ ছিল আয়নার আর ঝাড়ের। বিলিতি কাচের আয়নায় আয়নায় ঘরগুলো যেন মোড়া থাকত, আর কত রকম ঝাড় এনে তিনি ঝুলিয়েছিলেন ঘরে ঘরে। ছবিও রাখতেন। কলকাতা থেকে ছবি আসত, পুরনো ছবি, সাহেবসুবোর আঁকা।

রুকমিনী দেবী মাত্র ষোলো বছর বয়েসে এই রাজবাড়িতে বধূ হয়ে আসেন। রাজা কেশরীদেব নিজের পছন্দে রুকমিনী দেবীকে নিয়ে এসেছিলেন রামগড় থেকে। রাজা নিজের পুত্রবধূকে শুধু ভালই বাসতেন না—মনে করতেন রুকমিনী ষোলো বছর বয়েসেও যথেষ্ট নাবালিকা। কত রকম উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে দিতেন রুকমিনীর ঘর বারান্দা। বড় বড় পাখির খাঁচা, এক জোড়া ময়ূর, সাদা তুলো পুঁটলির মতন চার ছ'টা কুকুর—আরও কত কী বারান্দা বরাবর রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাজা মারা গেলেন হঠাৎ। কুমার যশদেব রাজা হলেন। যশদেবও স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রে অনেক দুর্বলতা ছিল। প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল না যশদেবের, বাস্তব বোধ-বুদ্ধিও কম ছিল, মনের দিক থেকে ছিলেন নরম, চঞ্চল, আবেগপ্রবণ। মানুষ হিসেবে তিনি ভাল ছিলেন। কিন্তু নানা ধরনের দুর্বলতা তাঁকে রাজোচিত ব্যক্তিত্বময় পুরুষ করে তুলতে পারেনি।

রানী রুকমিনীর বরাবরের ধারণা, রাজা যশদেব যদি দেওয়ানজি প্রতাপচাঁদের হাত-ধরা না হয়ে উঠতেন তবে এই রাজ পরিবারে অনেক ঘটনাই ঘটত না।

অন্তত রাজা যশদেব দ্বিতীয় বার বিবাহ করতেন না। এই বিয়ের পেছনে প্রতাপচাঁদের হাত আছে। রুকমিনী দেবীর সন্তানাদি হচ্ছিল না—এই অজুহাতে দ্বিতীয় বার বিয়ে করার কি খুবই প্রয়োজন ছিল? রাজ রাজড়াদের পরিবারে হামেশাই এমন হয়—এর মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব নেই হয়ত—তবু রুকমিনী দেবীর ধারণা, রাজা যশদেব আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারতেন। অথবা শেষ পর্যন্ত সন্তানাদি না হলে দত্তক নিতে পারতেন। তিনি না নিজেই দত্তক! তবে?

রাজা আর অপেক্ষা করলেন না; দ্বিতীয় বার বিবাহ করলেন। নারী-সঙ্গে রাজার আসক্তি ছিল। মাত্রাহীন হয়ত নয়। যুবতী দ্বিতীয় রানীর সঙ্গ সহবাস তাঁকে তৃপ্ত করত ঠিকই, কিন্তু তিনি ধারণা করতে পারেননি— তাঁর সুখের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে কাঁটা ফুটে যেতে পারে। রাজার দ্বিতীয় স্ত্রীই শুধু সন্তান ধারণের যোগ্য এই বিশ্বাস তাঁর ভেঙ্গে গেল। রুকমিনী দেবীও সন্তানবতী হতে পারলেন।

সেদিন রুকমিনী দেবী যে গ্লানি থেকে, হীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, এবং তৃপ্তি লাভ করেছিলেন সে শুধু নিজেই জানেন।

রুকমিনী দেবীর খেয়াল হল। কমল দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকালেন রুকমিনী দেবী। সামান্য ঘাড় নাড়লেন। মানে কাছে আসতে বললেন।

কমল কাছে এল।

কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বললেন না রুকমিনী। পরে বললেন, "কোথায় বেরিয়ে গেল ও?"

কমল বলল, "আমি জানি না।"

"জান না?"

কমল মাথা নিচু করে কথা বলছিল। এবার মুখ তুলল। বলল, "ঝিল ঘরে।"

"ঝিলঘরে!" রুকমিনী দেবী কিছু ভাবলেন। রাজবাঁধের গায়ে ঝিল। ঝিলের একপাশে একটা ছোট ঘর। ঘরের সামনেই এক জোড়া ছোট নৌকো বাঁধা থাকে। রাজা যশদেবের আমলে ঝিলঘরের শোভা ছিল, মালিরা দেখাশোনা করত। ফুলবাগান, লন, পানাদির ব্যবস্থা। নৌকোগুলো দেখার লোক ছিল। রং-চং হত। যশদেব নিজে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়তেন ঝিলের জলে। দাঁড় টানতেন।

ঝিলঘরের এখন কী অবস্থা রুকমিনী জানেন না। অনেকদিন ওদিকে যাননি তবে শুনেছেন, ঝিলঘর নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না। ভাঙা নৌকো পড়ে আছে দুটো। টালির ছাদ দেওয়া ছোট্ট ঝিলঘরে ভাঙাচোরা কিছু জিনিস পড়ে থাকার কথা।

রুকমিনী বললেন, "ঝিলঘরে কেন?"

কমল বলল, "আমি জানি না, রানীমা। কুমার বেরিয়ে যাবার আগে ঝিল ঘরের কথা বলছিলেন—আমার আন্দাজ..."

"তোমার আন্দাজ থাক। ঝিলঘরে কী আছে?"

"কিছু তো নেই! ও ঘর বরবাদ হয়ে গিয়েছে। দুটো বোট্ পড়ে থাকে।"

রুকমিনী চুপ করে থাকলেন অল্পসময়। কমল সিংকে তিনি যত ভাল চেনেন—ওর মনিব পিনাকীলালও ততটা চেনে বলে মনে হয় না। লোকটা শুধু ধূর্ত নয়, নোংরা; ওর উচ্চাশা অনেক।

রুকমিনী বললেন, "তোমাদের সেই লোকটাকে আর কোথায় কোথায় দেখা গেছে?"

কমল এমন ভাব করল যেন সে কিছুই বুঝতে পারল না। বোকার মতন তাকাল।" কোন লোক?"

"তুমি জান না?"

কমল মাথা নাড়ল। সে জানে না।

রুকমিনী দেবী বললেন, "আমার কাছে দাঁড়িয়ে তুমি মিথ্যে কথা বলছ? মিথ্যে বলার সাহস পাচ্ছ কেমন করে! আমি তোমাকে···!" কথাটা শেষ না করেই রুকমিনী নর্মদাকে ডাকলেন। কাছাকাছি কোথাও তার থাকার কথা। কমলকে বললেন, " শিরিনকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি···।'

শিরিনের নাম শোনামাত্র কমল যেন চমকে উঠল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রানীর দিকে তাকাল, বলল, "ওকে ডাকবেন না।"

"ডাকব না? ···কেন?"

কমল বলল, "রানীমা, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমি কুমারকে বলেছিলাম, খবরটা আপনাকে জানাতে। উনি বারণ করলেন। বললেন, এখন নয়— পরে জানালেই হবে।"

"কেন?"

"কুমার বিশ্বাস করেননি কথাটা।"

"তারপর···?"

"আমাকে পাত্তা লাগাতে হুকুম করলেন!"

"তুমি খবর লাগিয়ে যাচ্ছ!"

"জি!"

"কী খবর লাগিয়েছ?"

কমল কেমন একটা শব্দ করল গলায়, তারপর বলল, "এই শহরে বড়কুমার সাহেবকে ইধার-উধার দেখা গেছে।"

"কোথায় কোথায়?"

"রেল স্টেশনে, বাজারে শঙ্করবাবুর দোকানে।"

"পুরনো খবর। নতুন খবর কী?"

"আরও দেখা গেছে। পহেলা ফটকে, ঝিলের কাছে, চুনারি পট্টিতে, নদীতে, মন্দিরের কাছে···"

"কোন মন্দিরের কাছে?"

"পুরনো মহাদেবজির মন্দির···"

রুকমিনী দেবী জানেন মন্দিরটা কোথায়? শহরের একপাশে। অনেক পুরনো মন্দির। ভাঙাচোরা। নতুন মন্দির রাজবাড়ির কাছে। পুরনো মন্দিরে আজকাল কেউ বড় একটা যায় না।

"তুমি কি ভাল করে খোঁজ-খবর করে বলছ?" রুকমিনী বললেন।

"জি!"

"যারা বলছে বড় কুমারকে দেখেছে তারা ঠিক কথা বলছে?"

কমল মাথা নাড়ল আস্তে। দ্বিধার গলায় বলল, "আমি কেমন করে বলব রানীমা! ওরা বলছে, দেখেছে।"

"কথা বলেছে?"

"না।" কমল মাথা নাড়ল। বাতচিত হয়নি," বলে সে রুকমিনী দেবীর কাছে ঘটনাগুলো বলতে লাগল।

রুকমিনী দেবী মন দিয়ে শুনছিলেন কমলের কথা। শুনে মনে হল, যারা বলছে কান্তিলালকে দেখেছে—তারা কেউই ভাল করে মানুষটাকে দেখেনি। চোখের দেখা দেখেছে, তাও অল্পক্ষণের জন্যে। কথাবার্তাও বলেনি লোকটা। দেখা দিয়েই সরে গিয়েছে।

রুকমিনী দেবী বললেন, "দিনের বেলায় তাকে কেউ দেখেনি দেখছি!"

"জি! ···সাঁঝ আর রাতে দেখেছে।"

"অন্ধকারে, রাতে মানুষ ভূত দেখে," বিদ্রূপের গলায় বললেন রুকমিনী।

কমল নিজের থেকেই বলল, সে নানা আস্তানায় কান্তিলালের খোঁজও লাগিয়েছে। কোথাও যদি গা-ঢাকা দিয়ে বসে থাকে বড়কুমার। এমন কি কমল দেওয়ানজির বাড়ির আশেপাশেও নজর রেখেছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি কিছু।

রুকমিনী দেবী ভাবছিলেন। বললেন, "দেওয়ানজির মাথা তোমার মতন গাধার মাথা নয়। নিজের বাড়িতে তিনি কান্তিলালকে রাখবেন না। যদি সে এসে থাকে অন্য কোথাও আছে, নয়ত কান্তিলাল আসেনি। তোমরা ভুল খবর

শুনছ, ভুল দেখছ। ...এই গুজবটা কে রটাল আমি জানি না। কেন রটাল তাও জানি না। ...” রুকমিনী দেবী চুপ করে গেলেন।

কমল দাঁড়িয়ে থাকল। বুঝতে পারছিল রানীমা আরও কিছু বলবেন।

কিছুক্ষণ পরে রুকমিনী বললেন, “তুমি ছোটকুমারের নুন যতটা খাও আমার নুন তার চেয়ে কম খাও না। আমাকে না জানিয়ে কিছু করবে না, কমল সিং। ছোটকুমার ফাঁদে পা দিলে তুমি মরবে।...যাও।”

কমল আর দাঁড়াল না; চলে গেল।

রুকমিনী দেবী বসে থাকলেন। কমল লোকটাকে তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু নিজের কাজে ব্যবহার করেন। ছেলে সম্পর্কেও তাঁর পুরোপুরি বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই। পিনাকীর ওপর সরাসরি চোখ রাখা রুকমিনী দেবীর পক্ষে সম্ভব নয়, সে রেওয়াজও রাজবাড়িতে নেই, অগত্যা দু-একজনকে তো নিজের হাতে রাখতেই হয়— যারা নিয়মিত খোঁজ-খবর দিয়ে যাবে। কমলকে সেইভাবে তিনি হাতে রেখেছেন। পিনাকীর অনেক খবরই সে দিতে পারে।

পিনাকী কেন তার মায়ের কানে কান্তিলালের খবরটা তুলতে চায়নি রুকমিনী দেবী বুঝতে পারছিলেন না। ব্যাপারটা নিতান্ত শোনা কথা, উড়ো খবর, গুজব বলে? তুচ্ছ বলে নাকি পিনাকী ভেবেছে, মায়ের কানে কথাটা গেলে রানী নিজেই হয়ত নাক গলাতে চাইবেন।

একটা জিনিস রুকমিনী দেবী আজকাল বেশ বুঝতে পারেন। পিনাকীলাল এক সময়ে যেভাবে মায়ের বশ্যতা স্বীকার করত, নির্ভরশীল ছিল—এখন আর তেমনভাবে মায়ের অনুগত থাকতে চায় না। সে নিজেকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান, বোঝদার মনে করে। পিনাকীর ব্যক্তিত্ববোধ দিন দিন প্রখর হয়ে যাচ্ছে। তা থাক ...রুকমিনী দেবীর তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু পিনাকীলালের স্বভাব তিনি যতটা বোঝেন—এমন আর কে বোঝে! পিনাকী মোটেই ধীরস্থির শান্ত নয়, তার বাস্তব বুদ্ধি কম, কোথায় পা ফেলা নিরাপদ কোথায় নয়—এটা বোঝে না। ওর মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে, আবেগ আছে, আগু-পিছু না তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার অভ্যেস আছে। পিনাকী স্বার্থপর, হিংসুক, নিষ্ঠুর, দুরন্ত ঠিকই—কিন্তু যার মধ্যে শুধু আগুনের শিখার মতন লকলক করে জ্বলে ওঠার গুণই আছে— যে জানে না—শিখা যত বড় হয়ে লকলক করে জ্বলে—ততই তার তাড়াতাড়ি নিভে যাবার সম্ভাবনা— সে নির্বোধ বইকি! তুষের আগুন কিন্তু সহজে নেভে না। ভেতরে ভেতরে সে-আগুন জ্বলে। রুকমিনী দেবী নিজে এইভাবেই জ্বলেছেন। রাজা যশদেব তাঁকে অক্ষম অযোগ্য সম্ভাবনাহীন ভেবে নিয়েছিলেন। উপেক্ষাই

করেছিলেন রুকমিনী দেবীকে। রানী যেন মর্যাদাচ্যুত, মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিলেন। সেই গ্লানি এবং বঞ্চনা রুকমিনী দেবী ভোলেন নি। পরে ঈশ্বর রানীকে রক্ষা করলেন। কিন্তু তখন থেকে যে তুষের আগুন রুকমিনী দেবীর বুকে জ্বলছিল—সে আগুন আজ প্রায় চল্লিশ বছর জ্বলেই থাকল; নিভল না। পিনাকী এ আগুনের মর্ম বোঝে না, বুঝবে না।

দীনদয়াল

দীনদয়াল তার অফিস বন্ধ করে দিচ্ছিল। কর্মচারীরা চলে গিয়েছে। আটটা প্রায় বাজতে চলল! বৃষ্টিও এসে পড়ল আবার।

আজ সারাদিনই মেঘলায় বৃষ্টিতে কেটেছে। বৃষ্টি জোর নয়। এসেছে গিয়েছে। বর্ষার শুরুতে এই রকমই হয়। তারপর কখন যেন ঝমঝমিয়ে নেমে পড়ে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে—দীনদয়াল বুঝতে পারছিল। তার অফিস ঘরের সামনেটায় কাচ। দরোয়ান বিলাস সিং শাটার টেনে দিচ্ছিল বাইরে থেকে। কাচ আড়াল করে দিচ্ছে। শাটার টানা হয়ে গেলে বিলাস অফিসঘরের বাইরে রাস্তার আলোগুলোও নিভিয়ে দেবে।

দীনদয়ালের হল ‘অটো সেন্টার’। মপেড, স্কুটার, হালকা মোটর সাইকেল বিক্রি করে। সে হল এজেন্ট। এটা তার অফিস। দোকান খানিকটা তফাতে। দোকান এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দীনদয়াল চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল। সিগারেট সে খায় না সচরাচর। বিড়িই তার পছন্দ। এই বিড়ি আবার ঠিক বাজারি বিড়ি নয়। অডারি বিড়ি। লম্বায় বড়, বিড়ির তামাকের সঙ্গে কাথিয়া তামাকের জল মিশিয়ে শুকিয়ে তৈরি করা। গন্ধটা চমৎকার।

বাইরে শাটার টানা শেষ হল। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

অফিস ঘরের কাচের দরজা ঠেলে যে-লোকটা ঢুকল তাকে দেখেই দীনদয়াল সাবধান হয়ে গেল। পিনাকীলালের ডান হাত রণধীর। আস্ত শয়তান।

রণধীরকে দেখতে ডালকুত্তার মতন। যেমন মুখ তেমনই চোখ। নাক ভোঁতা। মোটা মোটা ভুরু। মুখে কত যে গর্ত। বসন্তের দাগ।

রণধীর হাতের ছাতা রেখে, দরজার কাছ থেকেই বলল, “রাম রাম দয়ালবাবু!”

দীনদয়াল কোনো জবাব দিল না।
এগিয়ে এল রণধীর। "অফিস বন্ধ করে দিচ্ছেন ?"
"আটটা বাজতে চলল।"
রণধীর বসল। হাসির মুখ করল। হাসলে চোখ বুজে যায় লোকটার। "বাইরে বারিষ হচ্ছে।" বলেই যেন নিজের ভুল শুধরে নিল। "আপনার তো গাড়ি আছে, বারিষমে কি হবে !...একটা বিড়ি দিন দয়ালবাবু !"
দীনদয়াল বলল, "তোমার সিগারেটের মুখ। বিড়ি ভাল লাগবে !"
খোঁচাটা ধরতে পারল রণধীর। হজম করল হাসিমুখে ! বলল, "আজকাল নোকররাও সিগারেট ওড়ায় দয়ালজি। আপনার বিড়ি বিলাইতি সিগারেটের কান কাটে।"
দীনদয়াল বিড়ি দিল রণধীরকে।
বিড়ি ধরিয়ে নিল রণধীর। দরোয়ান বিলাস সিং ঘরে ঢুকেছিল। রাস্তার দিকের আলোগুলো নিভিয়ে দিল। দিয়ে বাইরে চলে গেল আবার। বাইরে দোকানের ঢোকার মুখে আর্চ রয়েছে। সিঁড়ি আছে কয়েক ধাপ। আর দীনদয়ালের জিপগাড়ি সামনেই রাখা থাকে।
বিড়ি খেতে খেতে রণধীর বলল, "খবরটবর বলুন দয়ালজি !"
দীনদয়াল বুঝতে পারল। আগেই পেরেছে। রণধীর অফিসঘরে পা দেওয়ামাত্র তার বোঝা হয়ে গেছে লোকটা কেন এসেছে !
দীনদয়াল বলল, "খবর আর কী ! কালীবাবু মারা গেল !"
"বুঢ্ঢা আদমি আর কত বাঁচবে !"
"বুঢ্ঢা বেশি নয়। ষাট সালও হয়নি।"
রণধীর কান করল না কথায়।
দীনদয়াল সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আর খবর কী ! বংশীলালের সিনেমা হাউস চালু হবে শুনলাম।"
রণধীর মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "নতুন খবর কিছু শোনেননি ?"
"না। আর কী ?"
"শোনেন নি ?" রণধীর যেন আধ-বোজা চোখ করে দীনদয়ালকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "কান্তিলালকে শহরমে দেখা গেছে।"
দীনদয়ালের ইচ্ছে হল লোকটার গালে একটা থাপ্পড় কষায়। হারামজাদা একসময় রাজবাড়িতে চাকরি করত। সামান্য চাকরি। কান্তিলালকে দেখলে পাঁচবার সেলাম ঠুকত, আর আজ সে বড়কুমারকে নাম ধরে কথা বলছে।

সামান্য এক চাকুরে থেকে দিনে দিনে সে পিনাকীলালের ডান হাত হয়ে উঠেছে। নোংরামি শয়তানি মোসাহেবি জাল জালিয়াতিতে রণধীরের জুড়ি খুঁজে পায়নি বলেই পিনাকীলাল ওকে বেছে নিয়েছে নিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক হিসেবে। যেমন মালিক তার তেমনই নোকর।
দীনদয়াল বলল, "শুনেছি।"
"শুনেছেন ! কার কাছে শুনলেন দয়ালজি !"
"শুনেছি। বলাবলি করছিল লোকে।"
"আপনি নিজের আঁখে দেখেননি।"
দীনদয়াল অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গেলেন। তারপর ঠাট্টার গলায় বললেন, "তুমি লেখাপড়া কিছু শিখেছিলে না ?"
"স্কুল..." রণধীরও হাসির মুখ করল। সে ধরতে পারছিল না দীনদয়াল কী বলতে পারে।
দীনদয়াল বলল, "আমাদের চালু কথাটা জান না ? ঘ্রাণেনং অর্ধ ভোজনং। গন্ধ শুকলেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। সেই রকম কানে শুনলেও অর্ধেকটা চোখে দেখা হয়ে যায়।
রণধীর যেন কথাটায় তামাশা পেল্ল। হাসল। তারপর বলল, "দয়ালজি, আপনি কান্তিলালের দোস্ত।"
দীনদয়াল আর সহ্য করতে পারল না। বলল, "রণধীর, তুমি জান আমি তোমার মনিবের চাকর নই। তুমি তার চাকর। কান্তিলাল আমার দোস্ত হলেও রাজবাড়ির বড় ছেলে। বড়কুমার। তুমি তাকে কান্তিলাল বলে ডাকবে না। আমার সামনে নয়।"
রণধীর চুপ করে থাকল ক' মুহূর্ত ; তারপর যেন তার খেয়াল ছিল না, সে কী বলেছে, খেয়াল হল হঠাৎ, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পেয়ে মাপ চাইল, কান ধরল, জিবে শব্দ করল। "ভুল হয়ে গিয়েছে দয়ালজি।"
দীনদয়াল উঠে পড়ার জন্যে টেবিলের পাশে রাখা বেল টিপলো। ডাকল দরোয়ানকে।
রণধীর বলল, "একটা কথা দীনদয়ালজি !"
"বলো !"
"কান্তি...না, রাজবাড়ির বড়কুমার আপনার কাছে আসেনি ?"
"না।"
"আপনার জিপ গাড়িতে কুমারজিকে দেখা গিয়েছে।"

দীনদয়াল আরও সতর্ক হল। "কবে ?"

"কাল কি পরশু।"

"কে দেখেছে ?"

"দেখেছে কেউ ! "

"তুমি, না, পিনাকীলাল ?"

"না।"

"তাহলে এখানে আমাকে বাজাতে এসেছ !...বেশ তো, কেউ যদি দেখে থাকে তবে ছিল। ...তবে কি জানো রণধীর, আমার নাম দীনদয়াল উপাধ্যায়। আমি তোমাদের রাজবাড়ির চাকর নই। আমার কাছে চালাকি করতে এস না। সুবিধে হবে না। ...তোমার মনিবকে বলে দিও— এটা আর তার রাজত্ব নয়। থানা পুলিসও তার নয়। আমার সঙ্গে ঝামেলা করলে আমি চুপ করে থাকব না।"

দীনদয়াল উঠে পড়ল।

রণধীরও উঠে দাঁড়াল। সে যে রেগেছে বা অপমানিত হয়েছে— এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। শান্তভাবেই বলল, "ঝামেলা আপনার সঙ্গে কে বাঁধাবে দয়ালজি ! আপনি গোসা করছেন ঝুটমুট। ...আপনার দোস্ত শহরে এসেছে— তাকে দেখা যাচ্ছে ; দোস্ত দোস্তের কাছে আসে। ঠিক না ? আমরা শুনেছিলাম, আপনার কাছে এসেছে। গাড়িতে আপনারা ছিলেন। গাড়ি চাঁদমারির দিকে যাচ্ছিল।"

দীনদয়াল বলল, "ভালই শুনেছ ! ...আরও শুনবে ! ...যাক , আমি চলি।"

দীনদয়াল পা বাড়াল। দরোয়ান বিলাস সিং ঘরে। ঘরের বাতি নিভিয়ে দেবে। তারপর অফিসের সদর বন্ধ করে বাইরে থেকে শাটার টানবে। তালা দেবে। দিয়ে চাবিটা মালিকের হাতে তুলে দিয়ে সে নিজেও জিপগাড়ির পেছনে চেপে বসবে। বিলাস সিং দীনদয়ালের বাড়িতেই থাকে।

বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। ঝিপঝিপে বৃষ্টি। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দোকানপত্র বন্ধ হয়ে আসায় আলোও বিশেষ নেই। এমনিতেই এই দিনকার রাস্তা নিরিবিলি থাকে, মহল্লাটাও খানিক ফাঁকা-ফাঁকা। পাথর-বাঁধানো রাস্তা কালো আর পিছল দেখাচ্ছিল।

হাতের ছাতাটা দীনদয়ালের মাথার ওপর তুলে ধরে রণধীর বলল, "আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিই, দয়ালজি !" কথার মধ্যে চাপা কৌতুক।

দীনদয়াল বলল, "ঠিক আছে, তুমি যাও।"

রণধীর হেসে বলল, "আপনি আমার ছাতায় কী দোষ ধরলেন ! ...তো ঠিক আছে। চলি দয়ালজি !" বলে পা বাড়িয়ে আবার বলল, "আপনার গাড়ির নম্বর মুছে আসছে, চোখে পড়ে না। রং লাগিয়ে নেবেন মিস্ত্রিকে দিয়ে।"

রণধীরের কথায় খোঁচা ছিল। খোঁচাটা ধরতে পারল দীনদয়াল। লোকটা বুঝিয়ে গেল, গাড়ির ভুল তারা বার বার করবে না। এখানে অবশ্য রণধীর ওপর-চালাকি করার চেষ্টা করছিল। ধাপ্পা মারছিল।

বিলাস বাইরে এসে দাঁড়াল।

দীনদয়াল গাড়ি চালাতে চালাতে কেমন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। কান্তিলাল এই শহরে হাজির হয়েছে বলে যে গুজব ছড়িয়েছে তা কানে গিয়েছে তারও। শুধু গুজব কেন, দীনদয়াল এমনও শুনেছে, কান্তিলাল তার পুরনো, বিশ্বাসী বন্ধু-বান্ধব ও লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও করছে। কাজেই যে-কোনো দিন সে যে দীনদয়ালের সঙ্গে দেখা করবে তাতে সন্দেহ নেই। এতদিন কেন করেনি কে জানে !

দীনদয়ালদের সঙ্গে রাজবাড়ির একটা সম্পর্ক ছিল একসময়। ভাল সম্পর্ক। দীনদয়ালের বাবা ছিলেন রাজবাড়ির ডাক্তার। রাজা যশদেব খুবই খাতির করতেন দীনদয়ালের বাবাকে। এমন কি বাবাকে বলতেন, 'উপাধ্যায়, তোমার ছেলেটাকে ডাক্তারি পড়াও। তোমার পর সে হবে আমাদের ফিজিশিয়ান।' দীনদয়াল অবশ্য বাবার পেশা নেয়নি। রাজা, রানী, রাজপরিবারের চিকিৎসা হত বাবারই হাতে। বাবা রাজবাড়ির ও পরিবারের অনেক গোপন কথা জানতেন। দীনদয়াল সে-সব গোপন কথা পুরোপুরি জানে না ; তবে মায়ের মুখে কিছু কিছু শুনেছে।

ছেলেবেলা থেকে দীনদয়াল কান্তিলালের বন্ধু। তবে কান্তিলাল রাজবাড়ির ছেলে, রাজকুমার। রাজা যশদেব ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে বাইরে বাইরে রাখতেন। কান্তিলালকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা ; পিনাকীলালকে নাগপুর। ছুটি কাটাতে ছেলেরা আসত চন্দ্রগিরিতে। বন্ধুত্বটা তবু গড়ে উঠেছিল সমবয়সী বলে। তাছাড়া বাবার দৌলতে ও মর্যাদার জন্যে।

একসময় কান্তিলালের বাইরে যাবার পাট চুকল। তখন সে সাবালক রাজবাড়ির বড়কুমার। দীনদয়ালের সঙ্গে কান্তিলালের অন্তরঙ্গতা গভীর হল আরও। গভীর হল, কিন্তু সমস্যাও বাড়ল। রাজবাড়ি ? গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ল কান্তিলাল। সে মাঝে মাঝে দীনদয়ালের পরামর্শ চাইত। দীনদয়াল ব্যবসাপত্র করে খায়, তার ব্যবসাও খারাপ নয়, সে অর্থবান, তাদের পারিবারিক

মর্যাদাও আছে—তবে রাজ পরিবারের জটিল ঘটনাগুলো সে বুঝত না ভাল। নানা অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র রাজ পরিবারকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল যে দীনদয়ালের মতন সাধারণ মানুষ সেই কুটিলতার মধ্যে মাথা গলাতে ভয় পেত। দেওয়ান প্রতাপচাঁদের মতন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব যেখান থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন, বা তাঁকে বাধ্য করা হয়—সেখানে দীনদয়াল আর কী করতে পারে। তবু বন্ধু কান্তিলালকে সে যথাসাধ্য পরামর্শ দিত। অবশ্য সেই সব পরামর্শ ধোপে টিকত না।

দীনদয়াল আজ একই সঙ্গে খুশি, আবার উদ্বিগ্ন। কান্তিলাল তার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে— এই খবরে সে খুশি।

সঙ্গে সঙ্গে তার ভয়, কান্তিলাল ফিরে আসা মানে পিনাকীলালদের নতুন করে শয়তানি শুরু। ওরা কান্তিলালকে বেঁচে থাকতে দেবে না। আজ হোক, কাল হোক খুন করবে।

বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল দীনদয়াল।

গাড়ি রেখে সে অন্যমনস্কভাবে নিচের বসার ঘর, করিডোর পেরিয়ে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাধা ঘরে এল ; দীনদয়ালের স্ত্রী। স্বামীর জন্যে অপেক্ষাই করছিল।

রাধা কেমন শঙ্কিত, উত্তেজিত। বলল, "কান্তিভাই এসেছিল!"

দীনদয়াল চমকে উঠল। স্ত্রীকে দেখছিল। বিভ্রান্ত বিমূঢ়।

রাধা নিচু গলায় বলল, "আবার আসবে বলে গিয়েছে।"

অম্বিকা ও রাজারাম

রাজারাম অপেক্ষা করছিল।

এখানে অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। জায়গাটা নির্জন। চারপাশে গাছগাছালি। রাজারাম অনেকক্ষণ ধরেই অনুমান করার চেষ্টা করছিল, সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে! পাথরের ভাঙাচোরা কোনো বাড়ি, না ভাঙা মন্দির, না মন্দিরের অতিথিশালা! ধ্বংসস্তূপের মতনই দেখাচ্ছে জায়গাটা। পাথরের মেঝে, পাথরের দেওয়াল। কোথাও বুঝি ভাঙা ছাদ, কোথাও ফাঁকা, আকাশ দেখা যায়। আজ আকাশে চাঁদ বা নক্ষত্র কিছুই নেই। মেঘ জমে আছে আকাশে।

রাজারাম ইচ্ছে করেই তার হাতঘড়ি দেখার চেষ্টা করল না। সময় দেখলে হয়ত অধৈর্য হয়ে উঠবে। সে অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করে রয়েছে। অধৈর্য হবার উপায় তার নেই।

গতকালের দেখা স্বপ্নটার কথাই আবার তার মনে পড়ল। বার বার মনে পড়ছে। গতকাল সে তার গুরুজিকে স্বপ্ন দেখেছে। অনেকদিন পরে 'নানা'-কে স্বপ্ন দেখল। গুরুজিকে সে নানা বলেই ডাকত বরাবর। স্বপ্নটা অদ্ভুত। নানা একটা কাঠের বাক্সর ওপর বসে। বড় বাক্স। বাক্সর ওপর গালচে বিছানো। নানা খালি গায়ে আসন করে বসে আছেন। তাঁর কোলের ওপর কাচের এক পাত্র। ফুলের সাজির মতন দেখতে। পাত্রের মধ্যে একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সাপটা মরা, না জ্যান্ত, নাকি মন্ত্রমুগ্ধ কে জানে।' 'নানা' যে-বাক্সটার ওপর বসে ছিলেন সেটা নদীর জলে ঘাটে-বাঁধা নৌকোর মতন ভাসছিল। 'নানা' রাজারামকে কেমন অদ্ভুত চোখে দেখছিলেন। তিনি কি অবাক হয়ে তাকে দেখছিলেন, অথবা বিরক্ত হয়ে, কিংবা হতাশ হয়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। ...শেষে বুঝি নদীতে জলের তোড় এল, ঢেউ উঠল, বাক্সটা দুলে উঠে দড়ি-খোলা নৌকোর মতন ভাসতে ভাসতে তফাতে সরে যেতে লাগল। আর তখনই 'নানা' তাঁর কোলের ওপর রাখা কাচের পাত্রটা ছুঁড়ে দিলেন। আচমকা।

রাজারামের ঘুম ভেঙে গেল। সে চমকে উঠেছিল। সাপটা তার গায়ে এসে পড়ছে ভেবে হাত তুলে নিজেকে বাঁচাতে গেল।

ওই অবস্থায় রাজারাম অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল।। সে ঘেমে গিয়েছিল। পরে হুঁশ হল, 'নানা' নেই, বাক্স নেই, নদী নেই। সাপও তার গায়ে এসে পড়েনি।

এই স্বপ্নটা কাল রাতের পর থেকে ঘুরেফিরে বার বার রাজারামের মনে আসছে। কেন আসছে ? 'নানা' কি রাজারামকে সাবধান করে দিতে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন ? তিনি কি বলতে এসেছিলেন, হঠকারির মতন এই কাজ তুই কেন করতে এলি রাজা ? তুই কি মূর্খ, নির্বোধ ? তুই ভাবছিস, সাপকে তুই বশ করে একটা পাত্রে ভরে রেখেছিস, তোর কোনো ভয় নেই। তুই কি সাপ খেলানো সাপুড়ে! শোন বেটা! যে-সাপের বিষ থাকে, যে বেঁচে আছে, তাকে নিয়ে খেলা করতে যাস না। মাঠেঘাটে, গর্তে, তোর হাতের ঝাঁপিতে যেখানেই থাকুক—সে সাপ ? তোকে কাটবে।

রাজারাম এই স্বপ্নের কোনো অর্থ বোঝেনি। তবে তার ধারণা, 'নানা' তাকে সাবধান করতেই এসেছিলেন।

পায়ের শব্দ পেল রাজারাম।

ঘন ছায়ার মতন কে যেন এগিয়ে আসছে।

কাছাকাছি এসে কে যেন বলল, "আপনি আছেন ?" মেয়েলি গলা।

রাজারাম বলল, "আছি।"

"উনি আসছেন।"

"আপনি !"

"দাসী !"

রাজারাম কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখল, ছায়ামূর্তি পিছন ফিরেছে। সে কিছু বলল না। দাঁড়িয়ে থাকল। অন্ধকারের দিকে চোখ রেখে। সতর্ক হয়ে।

সামান্য পরে আবার এক ছায়া যেন এগিয়ে এল।

রাজারাম মৃদু গলায় বলল, "জিজি ?"

মূর্তি একেবারে সামনে মাত্র হাত দুই ব্যবধানে এসে দাঁড়াল। তাকাল। বলল, "অম্বিকা !"

রাজারাম বলল, "জিজি নয় ?"

"না।"

"কান্তিলাল আপনাকে জিজি বলে ডাকত।"

"যে ডাকত সে-লোক আপনি নন। ...আপনি..."

"রাজারাম। এখন কান্তিলাল।"

সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিল না অম্বিকা। পরে বলল, "আপনি অনেকক্ষণ হল অপেক্ষা করছেন। আর বোধহয় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন না। আকাশের চেহারাও ভাল নয়, কখন যে বৃষ্টি এসে পড়ে... !"

রাজারাম বলল, "এখানে কোথাও কি বসে কথা বলার জায়গা নেই ! একটু আলো ?"

"আছে। আসুন।" অম্বিকা অন্ধকারের মধ্যেই ডান দিকে পা বাড়াল। বলল, "সাবধানে আসুন। সামনে সিঁড়ি। ভাঙা পাথরও পড়ে আছে।...আলো আমার কাছে আছে, এখানে জ্বালাতে পারব না।"

রাজারাম বলল, "চলুন। আসছি।" সে সাবধানেই পা বাড়াল। ছায়া অনুমান করে এগিয়ে যাবার মতনই অবস্থাটা। অন্ধকারে একেবারে অন্ধ হবার মতন দৃষ্টিশক্তি তার নয়। বরং সে একসময় গুরুজির কাছে নিশিগমনের কিছু কিছু শিক্ষা নিয়েছিল। অন্ধকারে চোখ বেঁধে কাঁটাঝোপ, এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, গর্ত—আরও নানারকম বাধার মধ্যে দিয়ে কেমন করে যেতে হয় 'নানা' তাকে

শেখাতেন। বলতেন, অনুমান আর একাগ্রতা যত গভীর ও তীক্ষ্ণ হবে—ততই তুমি বাধা এড়িয়ে এগুতে পারবে। সে-সব শিক্ষা এবং অভ্যাস যখন রাজারাম করেছিল তখন সে যা পারত, এখন পারে না। তবু রাজারামের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

অম্বিকাকে ছায়ামূর্তির মতন দেখাচ্ছিল। সেও সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সতর্ক করে দিচ্ছিল রাজারামকে।

অম্বিকার গলার স্বর শুনে রাজারামের মনে হচ্ছিল, মহিলার মধ্যে কর্তৃত্ব ও কাঠিন্য আছে। অথচ স্বর কর্কশ নয়। ভরা, নিটোল।

অম্বিকা একটা চাতালমতন জায়গা পেরিয়ে আবার ডান দিকে পা বাড়াল।

রাজারাম বলল, "এটা কি পাথরের তৈরি বাড়ি ?"

অম্বিকা কোনো জবাব দিল না কথার।

শেষ পর্যন্ত অম্বিকা যেন এক ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "দাঁড়ান আলো জ্বালি।"

প্রথমে টর্চের আলো। মৃদু। ছোট ধরনের কোনো টর্চ। টর্চের আলোয় অম্বিকা এগিয়ে গিয়ে কোথা থেকে এক প্রদীপ উঠিয়ে নিল। জ্বালল। জ্বেলে এক কোণে সরিয়ে রাখল। বোঝা গেল, অম্বিকা আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল, এই নিভৃত সাক্ষাতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

রাজারামের মনে হল, এ যেন কোনো সেকেলে বন্দিশালার ঘর। কারাগার কক্ষ।

প্রদীপের আলোয় রাজারাম অম্বিকাকে দেখতে পেল এতক্ষণে। অম্বিকার গা-মাথা কালো চাদরে জড়ানো ছিল। চাদরটা মাথা থেকে সরিয়ে নিল সে। কাঁধের কাছে নামাল। মাথার ঘন চুল ঘাড়ের কাছে ছড়ানো।

রাজারাম কেমন অবাক হয়েই অম্বিকাকে দেখছিল। এক ধরনের সৌন্দর্য আছে যা চোখ-ধাঁধানো, যেন ঝলসে উঠছে। মণি-খচিত অলংকারের মতন। অম্বিকার সৌন্দর্য অন্য ধরনের। চাপা, শান্ত, গম্ভীর, যেন নিজের মধ্যেই বদ্ধ। উজ্জ্বল রং, অত্যন্ত সুশ্রী ছাঁদের মুখের গড়ন, সামান্য ঢেউ তোলা কপাল, লম্বা নাক, টানা টানা চোখ, চোখের পাতা বড় বড়, ভুরু ঘন ও দীর্ঘ। চিবুক সরু, সুন্দর। বিধবা হলেও গায়ের শাড়িটি সাদা নয়। বরং খয়েরি রঙের, অন্ধকারে কালোই দেখায়।

অম্বিকা রাজারামের চোখের দৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাল না। বলল, "আপনিই তবে সেই লোক— ! রাজারাম !"

"হ্যাঁ। এখন রাজারাম নই ; কান্তিলাল।"

"কান্তিলাল !"

"আপনার চোখ কী বলে ? এই দাড়ি আর চুল বাদ দিলে আমি—আমাকে আপনি কী মনে করতে পারেন ?"

অম্বিকা প্রথম থেকেই রাজারামকে নজর করছিল একমনে, স্থির চোখে। আরও তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করতে লাগল।

রাজারাম কোনো কথা বলছিল না। চোখে যেন সামান্য হাসি লেগে রয়েছে।

অম্বিকা শেষ পর্যন্ত বলল, "আশ্চর্য ! যমজ ছাড়া অবিকল একই রকম দেখতে হয় আমি দেখিনি।"

রাজারাম বলল, "যমজের বেলাতেও সব সময় হয় না। তবে হয় কখনো কখনো।"

"আপনি কান্তিলালের যমজ নন জানি !"

মাথা নাড়ল রাজারাম। বলল, "কান্তিলাল রাজকুমার। রাজা যশদেবের প্রথম সন্তান। আমি আস্তাকুঁড়ের মানুষ ; কে মা, কে বাবা কিছুই জানি না। রাজকুমারের যমজ হবার কোনো উপায় আমার নেই।"

অম্বিকা যেন তখনও রাজারামকে খুঁটিয়ে দেখছিল। বলল, "বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। আপনার একটা চোখ··· !"

বাধা দিয়ে রাজারাম বলল, "একটা চোখ ? ধরুন, এমন তো হতে পারে—সেদিন যখন বাজি পোড়াবার ছুতোয় ট্রেনের কামরায় আগুন লাগানো হয়েছিল—আগুনের হলকায় আমার একটা চোখের সামান্য ক্ষতি হয়েছে ! হয়ত পুরো চোখটাই নষ্ট হয়ে যেত। কপাল ভাল, হয়নি।···এই যে আমার হাতে দু-এক জায়গায় কালচে দাগ, এই যে আমার পায়ে···"

অম্বিকা বলল, "থাক ; বুঝতে পারছি। আপনি যা বলছেন তা হতে পারে।"

রাজারাম গায়ের জামা খুলতে যাচ্ছিল। বলল, "কান্তিলালের বাঁ হাতের ওপরে একটা উল্কি ছিল। বজ্র চিহ্ন। রাজকুমারদের হাতে এই উল্কি আঁকানো হয়েছিল—তাদের ছেলেবেলায়। রাজপরিবারের বংশাচার। শুভ চিহ্ন। আমার হাতে··· !"

অম্বিকা অবাক হয়ে বলল, "আপনার হাতেও আছে ?"

"আছে।"

"কেমন করে ?"

"উল্কি করানো কি কঠিন কাজ জিজিবাই ? এখনও রাস্তাঘাটে মেলায় উল্কিঅলারা বসে !" রাজারাম যেন ইচ্ছে করেই জিজিবাই সম্বোধন করল।

অম্বিকা এবার 'জিজি' সম্বোধনে আপত্তি করল না। যেন শোনেনি কথাটা। "নতুন আর পুরনোয় তফাত নেই !"

"আছে। আমি তো নকল। জাল। আসলের কাছাকাছি হতে পারি। আসল নয়।" রাজারামের গলায় যেন সামান্য পরিহাস ছিল।

"আপনার গায়ের রং কান্তিলালের চেয়ে সামান্য মরা।"

"ধরুন যদি বলি, রংটা আগুনে নষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া কান্তিলাল আজ ছ'মাসের বেশি পথেঘাটে, হাটেমাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোদ বৃষ্টি জল ঝড় শীত মাথায় করে। সে রাজবাড়ির বিছানায় আরাম করে শুয়ে নেই। যে-মানুষ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার গায়ের রং খানিকটা মরতেই পারে। পারে না ?"

অম্বিকা মাথা নাড়ল। স্বীকার করল যুক্তিটা। বলল, "আপনাদের মধ্যে তফাত কিন্তু খুব বেশি নয়, হয়ত উনিশ-বিশ বা আঠারো বিশ !"

রাজারাম যেন খুশি হল। হাসল। "আপনার চোখে তা হলে আসল-নকলের বাইরের তফাতটা সামান্য ?"

অম্বিকা কথা বলল না। মনে হল, কান্তিলালের সঙ্গে রাজারামের বাহ্য পার্থক্য যে তেমন কিছু নেই—সে স্বীকার করে নিল।

রাজারাম নিজেই বলল, "আপনি আমার গলার স্বরের কথা বললেন না। কান্তিলালের স্বর ছিল মোলায়েম, নরম। ধীরে ধীরে কথা বলা ছিল তার অভ্যেস। মাঝে মাঝে থেমে যেত···। তাই না ?"

অম্বিকা মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ।"

"আমার গলার স্বর রুক্ষ। ভাঙা-ভাঙা।"

"কই, তেমন ভাঙা-ভাঙা মনে হচ্ছে না···।"

"হলেও কিছু করার নেই। একটা কথা আপনি ভেবে দেখুন।···যে-কান্তিলালকে আগে দেখা যেত সেই কান্তিলালকে এখন আশা করা যায় না। তখন সে হয়ত স্বভাবে শান্ত, নরম ধাতের ছিল। তার গলা তখন উঠত না, চড়া রুক্ষ হত না। কিন্তু সেই কান্তিলাল তো মরে গেছে। পিনাকীলালরা তাকে মেরে ফেলেছে। এখন যে কান্তিলালকে দেখা যাচ্ছে তার স্বভাব গিয়েছে পালটে। নিরীহ নয়, এখন সে নিষ্ঠুর। কান্তিলাল এসেছে ওদের শয়তানির শোধ নিতে। মানুষ যখন কাউকে শত্রু হিসেবে নেয়—তখন শত্রুর সঙ্গে আদর করে কথা বলার দরকার করে না। ধরুন, রাগে ঘেন্নায় জ্বালায় কান্তিলালের গলার স্বর আজ রুক্ষ শক্ত হয়ে উঠেছে। যে লোক প্রতিশোধ নিতে এসেছে তার গলা কর্কশ হলে দোষ কোথায় ?"

অম্বিকা রাজারামকে দেখছিল। খারাপ লাগছিল না মানুষটাকে। বরং কেমন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল।

অম্বিকা বলল, "এখানে আজ বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল।...আপনি পরশু দিন আসতে পারবেন?"

"পারব। যদি না...!"

"আপনি কোথায় আছেন?"

"গোপীজির হাবেলিতে। চিড়িয়াখানাও বলতে পারেন। গোপীজি চিড়িয়া ছাড়া কিছু বোঝেন না।"

জানে অম্বিকা। গোপীজি পাখ-পাখালি নিয়ে থাকেন। বিদ্বান মানুষ। খানিকটা পাগলা।

"গোপীজির হাবেলিতে!" অম্বিকা যেন দূরত্বটা অনুমান করার চেষ্টা করল। বলল, "সে তো অনেক দূর; শহর ছাড়িয়ে।"

রাজারাম বলল, "দূ-র। কিন্তু নিরাপদ।" বলে ইশারায় জানিয়ে দিল সে সাইকেল গোছের কিছু একটা জুটিয়ে নিয়েছে ঘোরাফেরার জন্যে।

অম্বিকা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাকে ফিরতে হবে। বলল, "আপনি যদি ভুল জায়গায় গিয়ে পড়েন—বিপদ হবে। কান্তিলাল যাদের কথা..."

হাত নাড়ল রাজারাম। বলল, "ভুল জায়গায় যাব না। কান্তিলাল যাদের বিশ্বাস করেছে তাদের সকলকে আমি বিশ্বাসও করছি না।"

"আমাকে এবার যেতে হবে।"

"চলুন।"

অম্বিকা তার গায়ের চাদর মাথার ওপর তুলে নিল। প্রদীপ নিভিয়ে দিল। ঘন অন্ধকারে ভরে গেল ঘর।

রাজারাম অন্ধকারে অম্বিকাকে আর অনুমান করতে পারল না। হারিয়ে গেল যেন।

"আসুন," অম্বিকা ডাকল।

রাজারাম দু-চার মুহূর্ত সময় নিল চোখ সইয়ে নিতে। বলল, "চলুন।"

ফেরার পথে রাজারাম কান্তিলালের দেওয়া বাঁধানো খাতাগুলোর কথা তুলে বলল, "খাতায় কান্তিলাল অনেক কথাই লিখে রেখেছে। নিজের, রাজবাড়ির। রাজা যশদেবের, তার মায়ের, রানী রুক্‌মিনীর, পিনাকীলাল—প্রায় সকলের কথা। আপনাদের কথাও। বন্ধুদের কথাও সে লিখে রেখেছে। কিন্তু একটা মানুষের জীবন তো খাতায় লিখে রাখা যায় না। কিছু দরকারি কথা পাওয়া যায়,

সব কথা নয়। খুঁটিনাটিও নয়।...আমি আপনাদের সাহায্য পাব এই ভরসায় আছি...।"

অম্বিকা যেন কিছু ভাবছিল। বলল, "সাহায্য করব না ভাবলে আপনি কি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারতেন? অচেনা অজানা পুরুষের সঙ্গে আমি এ-ভাবে দেখা করি না।"

অম্বিকার গলার স্বরে যেন সামান্য ক্ষোভ ছিল। রাজারাম ধরতে পারল। বলল, "আমি জানি। দীনদয়াল আমাকে বলেছিল, আপনি হয়ত দেখা করতে রাজি হবেন না। তার সন্দেহ ছিল। আমিই জোর করে..."

"দীনদয়াল ভাইয়ার বাড়ি থেকে রাধাভাবী এসেছিল। ও তো আসে না হরদম।" অম্বিকা কথার মাঝখানে যেন থেমে গেল।

রাজারামও কথা বলল না।

চারপাশ যেন আরও অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আকাশে মেঘ ঘন হয়ে এসেছে, দূরে বিদ্যুতের ঝিলিক দিচ্ছিল। বাতাস ঠাণ্ডা। বৃষ্টি এসে পড়তে পারে।

রাজারাম হঠাৎ বলল, "প্রতাপচাঁদজিকে রাধাভাবীর কথা বলেছেন?"

"এখনও বলিনি।"

"দেখা হয়েছে আজ কাল?"

"কাল আমি বাবার কাছে গিয়েছিলাম।"

"উনি কিছু বলেননি?"

"বলেছেন।...বাবা বুঝতে পারছেন না, আপনি যা করছেন তা ঠিক না ভুল?"

রাজারাম বলল, "আমি মনে মনে যা ছকে এসেছি সেইভাবে কাজ করছি। আমাকে আমার নিশানা ঠিক করতে দিন। অন্যের কথায় কাজ করতে হলে আমার গোলমাল হয়ে যাবে।"

অম্বিকা দাঁড়াল। রাজারামকে এখানে রেখে সে চলে যাবে।

"আপনি দাঁড়ান। আমি যাই," অম্বিকা বলল।

"প্রতাপচাঁদজিকে বলবেন, দেখা হবে।"

"বলব।"

"একটা কথা!...এই জায়গাটা কী মন্দির ছিল?"

"না।"

"তবে?"

"কোনো মঠ ছিল সন্ন্যাসীদের। অনেক পুরনো তাই শুনেছি।"

"...আপনার বাড়ির চৌহদ্দি এত বড়...গাছপালাও অনেক...।"
অম্বিকা বলল, "বৃষ্টি এসে পড়বে। আপনি যান। পরশু দিন আসবেন। ঠিক এইখানে। যদি কোনো কারণে না আসতে পারেন পরের পরের দিন আসবেন। আমার লোক এসে খোঁজ নিয়ে যাবে, আপনি এসেছেন কিনা! তার নাম নন্দা। আমার নিজের লোক। নাম না বললে সাড়া দেবেন না।" অম্বিকা আর দাঁড়াল না, চলে গেল।
রাজারাম অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

মাতা পুত্র

রুকমিনীদেবী ছেলেকে দেখছিলেন। এক এক সময় অল্পক্ষণের জন্যে কেমন ভুল হয়ে যায়; অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন তিনি। ছেলের মুখ তাঁকে স্বামীর কথা মনে করিয়ে দেয়। রুকমিনী যখন কুমার যশদেবের স্ত্রী হয়ে রাজবাড়িতে আসেন—যশদেব তখন সদ্য যুবক। রুকমিনী একেবারেই তরুণী। যশদেবের সুপুরুষ চেহারা রুকমিনীর যত না পছন্দ ছিল তার চেয়েও তাঁর পছন্দ ছিল স্বামীর মুখশ্রী। বড় সুন্দর লাগত স্বামীকে। মুখের গড়নের জন্যে নয়, সারা মুখে যে সারল্য, সকৌতুক আর কোমল ভাব ছিল—তা যেন রুকমিনীকে মুগ্ধ করত। যশদেবকে বড় ছেলেমানুষ মনে হত, মনে হত চঞ্চল। স্বভাবে আতিশয্য ছিল। প্রাণবন্ত সেই স্বামী অবশ্য পরে অনেক পালটে যান। তাঁর মধ্যে নানান দোষ দেখা দেয়। উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী, বোধবুদ্ধিহীন হয়ে পড়েন। কিন্তু যশদেবের মুখের সেই সরলতা, কোমলতা নষ্ট হয়নি।
পিনাকীলালের মুখের দিকে তাকালে রুকমিনী তাঁর স্বামীর কিছুই যেন খুঁজে পান না। পিনাকীর মুখে সরলতা নেই, চিহ্ন নেই কোমলতার; স্বাভাবিক আভিজাত্য—তাও যেন নেই। পিনাকীলাল চেহারায় অসুন্দর নয়, বরং তার বাবার তুলনায় কিছুটা পুরুষালি, কিন্তু তার মধ্যে রুক্ষতা, কাঠিন্য, অবজ্ঞার এমন একটা ভাব রয়েছে— যাতে পিনাকীলালকে ভাল লাগার কথা নয়। রুকমিনী জানেন, নিজের ইয়ার দোস্ত আর মোসাহেব ছাড়া সাধারণ মানুষ পিনাকীলালকে পছন্দ করে না। এমন কি রাজবাড়ির লোকরাও নয়। তবে মুখে কেউ কিছু বলে না। বলার সাহস রাখে না। পিনাকীলাল অনেককেই হাত করে ফেলেছে। ভয়ে এবং লোভে পড়ে আজ যারা পিনাকীর পক্ষে তাদের বিশ্বাস করেন না রুকমিনী।

পিনাকীলাল মায়ের সামনে বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠছিল।
রুকমিনীই শেষ পর্যন্ত কথা বললেন। "তুমি আজকাল আমার কাছে আসতে চাও না কেন?"
পিনাকীলাল মায়ের চোখের দিকে তাকাল না। না তাকিয়ে কিছু বলতে গেল, কথা খুঁজে পেল না, দুটো হাত আর কাঁধ ঝাঁকালো সামান্য, যেন বোঝাতে চাইল, এ আবার কী ধরনের কথা!
রুকমিনী বললেন, "তুমি সেদিন নৌকো ঘরে কেন গিয়েছিলে? কান্তিকে খুঁজতে?" ঝিল-ঘরকে তিনি নৌকো-ঘরও বলেন। অনেকেই বলে। যার যেমন মুখে আসে।
পিনাকীলাল যেন অবাক হল। বলল, "তোমায় কে বলল? কমল?"
"কমল শুধু তোমার যাবার কথা বলেছে।...বাকিটা আমি ধরে নিয়েছি।"
পিনাকী কথার জবাব দিল না।
রুকমিনী অপেক্ষা করলেন না। বললেন, "আমি তোমায় খবর পাঠিয়েছি আজ চার পাঁচ দিনের বেশি। তুমি এর মধ্যে এসে দেখা করার সময় পেলে না?"
পিনাকী বলল, "ব্যস্ত ছিলাম। আমি তো বলে পাঠালাম, হাতে সময় পেলে আসব। তুমি খবর পাওনি?
"ব্যস্ত ছিলে! কী করেছ ব্যস্ত থেকে?...কান্তিকে পেয়েছ? তার খোঁজ করতে পেরেছ? ঝিলের কাছে পেয়েছ তাকে?"
পিনাকী তার মাকে ভাল করেই বোঝে। রানী রুকমিনী নিজের কর্তৃত্ব সম্পর্কে বড় বেশি সচেতন। বিশেষ করে ছেলেকে তিনি যেভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে যেতে চান এখন তার বাইরে পা বাড়ালেই রানী অসন্তুষ্ট হন। ছেলের জন্যে তিনি না করেছেন কী! তাঁর পরামর্শ ও বুদ্ধির দৌলতে ছেলে অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল। যা পারল না, সেটা তার নিজের ভুলে।
মায়ের ওপর পিনাকীর যে আস্থা নেই তা নয়, তবে প্রতিটি ব্যাপারে মায়ের কর্তৃত্ব তার পছন্দ নয়। মা যদি তাকে চালাবার পুরো অধিকারটুকু নিয়ে বসে থাকে তবে পিনাকীর পক্ষে সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।
রুকমিনী আবার বললেন, "ঝিলঘরে সে ছিল না।"
মাথা নাড়ল পিনাকী। বলল, "একটা খবর পেয়েছিলাম—কান্তিভাইকে ওদিকে দেখা গিয়েছে।"
"খবরটা কি ঠিক ছিল?"

"কেমন করে বলব !...না দেখা গেলে খবর দেবে কেন ?"
"কান্তিকে তো নানা জায়গায় দেখা যাচ্ছে।"
"হ্যাঁ। খবর কানে আসে কিন্তু..."
"যে খবরগুলো কানে আসে সেগুলো মিথ্যে কি সত্যি যাচাই করে দেখেছ ?"
"দেখেছি। সব দেখা হয়নি।...কান্তিভাইকে অনেকেই দেখেছে।"
"যারা দেখেছে তারা কি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে ?"
"কথাবার্তা বেশি বলেনি। দু-একটা। দেখা দিয়েই কোন ফাঁকে মিলিয়ে গিয়েছে।" পিনাকী একটু থামল। তারপর নিজেই বলল, "সন্ধে বা রাত ছাড়া তাকে দেখা যায় না। আশ্চর্য !"
রুক্‌মিনী কোনো জবাব দিলেন না। ভাবছিলেন। তাঁর মাথার চুল অনেক পেকেছে। কপালের দিকটায় সাদা। কপাল থেকে চুল সরালেন। বললেন, "তোমার কী মনে হয় ? কান্তি এখানে এসে কার কার বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে পারে ?"
পিনাকী বলল, "খোঁজ করছি। মামাজির বাড়িতে নেই।"
"দেওয়ানজি অতি ধূর্ত। সে যদি তার বাড়ির কোথাও কান্তিকে আশ্রয় দিয়ে থাকে—তুমি ওপর ওপর দেখে তার হদিশ পাবে না। সুজন আমায় বলেছে, দেওয়ানজির বাড়িতে কান্তি নেই।"
"তবে ?"
"সুজনের কথায় আমার পুরোপুরি বিশ্বাস নেই।"
পিনাকী বলল, "আমি নানা জায়গায় তল্লাসি করছি। খোঁজ পাইনি।"
"মানুষটা যদি এসে থাকে, বাতাসে মিলিয়ে যেতে তো পারে না।"
"না।...দীনদয়ালদাদা কান্তিভাইয়ের বন্ধু ছিল। বড় বন্ধু। তার কাছে লোক গিয়েছে, নজর করেছে। কান্তিভাইকে পায়নি।"
"অম্বিকার বাড়ি..."
পিনাকী কেমন চমকে উঠল। "মা ?"
রুক্‌মিনী তাকিয়ে থাকলেন।
পিনাকী বলল, "অম্বিকার বাড়িতে ঢোকার সাহস আমার নেই। তুমি জান, অম্বিকা কী জাতের মেয়ে ! তাছাড়া, মামাজি যদি শোনেন আমরা তাঁর বিধবা মেয়ের বাড়িতে লোক লাগিয়েছি তাহলে একটা গণ্ডগোল হতে পারে। মামাজিকে ও-ভাবে না ঘাঁটানোই ভাল।...তবে আমার লোক বাইরে থেকে অম্বিকার বাড়ির ওপর নজর রেখেছে। কান্তিভাই সেখানে নেই।"

রুক্‌মিনী বললেন, "কান্তির সবচেয়ে ভরসা করার জায়গা অম্বিকা। তুমি জান, কেন ! অম্বিকার বাড়ির ওপর ভাল করে নজর রাখার ব্যবস্থা করো।"
পিনাকীলাল কোনো জবাব দিল না। মা তাকে অত নির্বোধ মনে করে কেন ?অম্বিকার বাড়ির আশেপাশে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে পিনাকী। এখন পর্যন্ত এমন কোনো খবর পায়নি যাতে মনে হতে পারে, কান্তিভাই অম্বিকার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। অম্বিকা বিধবা, তার বাড়িতে কাজকর্ম করার জন্যে যারা আছে সবাই মেয়ে। পুরুষ মাত্র জনা দুই তিন। তারা বাইরের কাজ করে। বিধবা অম্বিকার বাড়ি গিয়ে কান্তিভাই আশ্রয় নেবে বলে মনে হয় না। অম্বিকাও রাজি হবে না। দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটাও অনেকের জানা। লোকলজ্জা, দুর্নাম বলে একটা কথা আছে।
পিনাকী আর-একটা ব্যাপারেও অম্বিকাকে সরাসরি ঘাঁটাতে সাহস পায় না। মামাজির ভয় আছে ঠিকই, কিন্তু অম্বিকারও ভয়ও কম নয়। মা হয়ত সঠিকভাবে জানে না, অম্বিকার ধারেকাছে ঘেঁষলেও পিনাকীর লোকদের বিপদ হতে পারে।
রুক্‌মিনী হঠাৎ বললেন, "কান্তি যদি এখানে এসেই থাকে সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন ? তোমার কী মনে হয় ?"
পিনাকী প্রথমে কোনো কথা বলল না। পরে মাথা নাড়ল। শেষে বলল, "আমিও বুঝতে পারছি না। নিজের বাড়িতে আসতে সে ভয় পাচ্ছে।"
"নিজের বাড়িতে আসতে ভয় পাচ্ছে, অথচ এখানে এসে এর ওর সামনে গিয়ে দেখা দিচ্ছে। কেন ?"
"জানি না," পিনাকী মাথা নাড়ল।
রুক্‌মিনী বললেন, "ও কি একটা দল গড়ছে নিজের !"
"দল ?"
"ওর পক্ষের লোক জোটাচ্ছে ?"
"তাতে আখেরে কী লাভ হবে ?"
"ভাবছে হবে।...ঠিক আছে, তুমি যাও।" রুক্‌মিনী হাত বাড়িয়ে পানের ডিবেটা তুলে নিলেন। তিনি পান-জরদা খান। এ পানের স্বাদ আলাদা, জরদার গন্ধও সুন্দর। তবে পান-জরদার সঙ্গে কী যেন মেশানো থাকে, নেশা হয়। কেউ বলে আফিংয়ের জলে রানীর পানের পাতা ভেজানো থাকে, কারও ধারণা জরদার সঙ্গে অন্য নেশার জিনিস মেশানো থাকে। কী থাকে সেটা নর্মদাই শুধু জানে।

পিনাকীলাল চলে যাচ্ছিল, রুকমিনী হঠাৎ বললেন, "তুমি কিসের ওপর বসে আছ তুমি জান না ! আমোদ ফুর্তির দিন অনেক পড়ে আছে। এখন তোমার গা এলিয়ে দিন কাটাবার সময় নয়। আগে নিজেকে সামলাও তারপর মজা-তামাশা করবে।"

পিনাকী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দেখছিল মাকে। তার রাগ হচ্ছিল। এমন কি ঘেন্নাও হচ্ছিল। মা কী মনে করে তাকে ? নিজেকে বড় বেশি দাম দিতে গিয়ে অন্যদের তুচ্ছ করা মায়ের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। মা জানে না, পিনাকী কীভাবে হন্যে হয়ে কান্তিভাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

কিছু না বলে পিনাকী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রুকমিনী নিজের জায়গায় বসে থাকলেন।

আজ ক'দিনই যেন কিছুতেই তিনি স্থির থাকতে পারছেন না। বরং, দিন দিন তাঁর অস্থিরতা এবং দুশ্চিন্তা বেড়েই যাচ্ছে। কান্তিলাল বেঁচে গিয়েছে জানার পর থেকেই তাঁর মনে মনে আশঙ্কা ছিল, কোনো না কোন দিন একটা গোলমাল বাঁধতে পারে। কবে বাঁধবে তা তিনি অনুমান করতে পারতেন না। তবে তাঁর ধারণা ছিল—হয় গোড়ায় না হয় বেশ কিছু পরে। যদি তখন গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনার পর—কান্তিলাল এসে হাজির হত রাজবাড়িতে তিনি অবাক হতেন না। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়ে সে অনায়াসেই এসে হাজির হতে পারত নিজের বাড়িতে। কিন্তু আসেনি। পালিয়ে থাকল। প্রাণভয়ে। তাই যদি হয়, ছ' সাত মাস পরে সে হঠাৎ এসে হাজির হল কেন ? 'মংগলা'-এর জন্যে ? শ্রাবণ মাস এসে পড়ছে বলে ? কোন্ ভরসায়, কার ভরসায় সে এসেছে ? কান্তির এত সাহস থাকার কথা নয়। কেউ তাকে সাহস আর বুদ্ধি জোগাচ্ছে ! কে সে ? দেওয়ান প্রতাপচাঁদ ?

দেওয়ান প্রতাপচাঁদকে রুকমিনী কোনো কালেই ভাল মনে নেননি। গোড়ায় তিনি অবশ্য দেওয়ানের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু ওই ধুরন্ধর দেওয়ান যখন রাজা যশদেবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়ে উঠলেন, যখন থেকে ওই লোকটার হাতের মুঠোয় চলে গেলেন রাজা তখন থেকেই রুকমিনী তাকে অপছন্দ করতে শুরু করেন। তবু হয়ত দেওয়ানকে তিনি চোখের বিষ করতেন না, এত ঘৃণাও করতেন না। ঘৃণার দিন শুরু হল, রাজার দ্বিতীয় বিবাহ থেকে। এই বিয়েতে প্রতাপচাঁদের যে হাত ছিল তাতে সন্দেহ নেই, রুকমিনী অন্তত তাতে সন্দেহ করেন না।

রানী রুকমিনীর সেই দিনটির কথা এখনও মনে আছে। নিজের অন্দরমহলে

ডেকে পাঠিয়েছিলেন দেওয়ানকে।

দু' জনে নিভৃতে কথা হয়েছিল। রুকমিনী নিজের মান মর্যাদা আভিজাত্য—এমন কি সঙ্কোচ দ্বিধা ভুলে গিয়ে দেওয়ানের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন এই বিয়েটা বন্ধ করা হয়।

প্রতাপচাঁদ বলেছিলেন,'রানীজি, আপনিই রাজাকে বলুন। আমি তাঁর ভৃত্য। আমার কথা তিনি শুনবেন কেন ?'

'আপনি রাজার বন্ধুর মতন। আপনার পরামর্শ মতন তিনি কাজ করেন।'

'এ-কাজ তিনি স্বেচ্ছায় করছেন।'

'মেয়ে আপনি পছন্দ করেছেন।'

'না।'

'আপনি সত্যি কথা বলছেন না।'

'রানীজি, মেয়েটিকে আমি দেখেছি ঠিক। বিয়ের ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। রাজা নিজেই প্রস্তাব দিয়েছেন।'

রুকমিনী দেওয়ানের কাছে কম মিনতি করেননি। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, আপনি যা চান আমি দেবার চেষ্টা করব। অর্থ, অনুগ্রহ···কী চাই আপনার।

প্রতাপচাঁদ হাত জোড় করে বলেছিলেন, 'আমি কিছু চাই না, রানীজি। তবে যদি অন্যায় না ধরেন তো বলি, আপনাদের রাজবংশের বংশ রক্ষা হোক আমিও কামনা করি। রাজা নিজে যে কী এক অশান্তি নিয়ে থাকেন— আপনি জানেন···।'

রুকমিনী বলেছিলেন, 'রাজা দত্তক নিন।'

'তিনি রাজী নন। বলেন, নিজে যে দত্তক সে আর দত্তক নেবে না।'

'যদি দ্বিতীয় রানীও বংশরক্ষা করতে না পারে ?'

'ভাগ্য। ঈশ্বরের যদি সেই ইচ্ছে থাকে তবে আপনাদের দুর্ভাগ্য! আমাদেরও।'

দেওয়ানকে আর দাঁড় করিয়ে রাখেননি রুকমিনী। শুধু বলেছিলেন, 'আপনি যান। ঈশ্বর আর ভাগ্য শুধু আপনাদের, আমাদের নয়।'

প্রতাপদাচাঁদ চলে গিয়েছিলেন।

রুকমিনী কিন্তু বিশ্বাস করেননি, দ্বিতীয় বিয়ে করার পিছনে দেওয়ানজির হাত ছিল না। রাজার চরিত্রের সবচেয়ে দুর্বল দিক ছিল রমণীজনের প্রতি মোহ। তিনি এ-ব্যাপারে সব সময় মাত্রা রাখতেও পারতেন না। দেওয়ান রাজাকে শুধরোবার চেষ্টা করেনি, বরং আরও অধঃপাতে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার

স্বার্থ ছিল অবশ্য। রাজা যশদেব নামেই রাজা ছিলেন, ওই দেওয়ান প্রতাপচাঁদই চন্দ্রগিরির সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। লোকটা ধনদৌলত কতটা করতে পেরেছিল সেটা বড় কথা নয়, প্রচণ্ড ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিল। পাপের শাস্তিও সে পেয়েছে। ওর স্ত্রী গিয়েছে কম বয়েসে, একটি মাত্র মেয়ে—অম্বিকা, সেও বিধবা হয়েছে।

দেওয়ানের মেয়ে বিধবা হওয়াতে রানী রুক্মিনীর কোনো দুঃখ হয়নি। বরং তিনি খুশি হয়েছিলেন এই ভেবে যে, দেওয়ান যদি মনে মনে এমন স্বপ্ন দেখেই থাকে, কোনো দিন কান্তির সঙ্গে অম্বিকার বিয়ে দিয়ে প্রতাপচাঁদ রাজবংশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হবে, তার মেয়ে হবে ভাবী কোনো রাজার গর্ভধারিণী—তবে সে স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। এখানে রুক্মিনীর একটু হাত ছিল। পরে সবই অন্য রকম হয়ে যায়। অম্বিকার বিয়ে হয়, বছর দুয়েকের মধ্যে সে বিধবাও হয়।

এক সময় প্রতাপচাঁদ যত এগিয়েছিল, রাজা মারা যাবার পর থেকে—রানী রুক্মিনী তাকে ততটাই পিছু হটাতে শুরু করেন। এ-কাজ সহজ ছিল না, তাড়াতাড়ি হবারও ছিল না। রুক্মিনী অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে এবং চতুরভাবে সেটা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভাগ্য সহায় হয়েছিল রানীর। কান্তির ভুলেই। অস্ত্রটা কান্তিই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল বোকার মতন।

আজ প্রতাপচাঁদ রাজবাড়ির বাইরের লোক।

তবে রুক্মিনী দেবী স্বীকার করেন, রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও প্রতাপচাঁদ এখনও ক্ষমতাবান। তাঁর মর্যাদা সম্ভ্রম রয়েছে। দেওয়ানের কথায় এখনও অনেক কিছুই হতে পারে।

সে-দিনের সেই ঘটনা—রেলগাড়িতে আগুন লাগার ঘটনার পর—পিনাকীলাল শুধু নয়—রাজবাড়িও বিশ্রী এক ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েছিল। এক দিকে রেল, অন্য দিকে পুলিশ। নেহাত রাজপরিবার বলে আর অর্থের জোরে সেই বিপদ থেকে পিনাকীলাল এবং রাজবাড়ি বেঁচে গিয়েছিল। প্রতাপচাঁদ তখন কিন্তু মাথা গলাতে আসেনি। যদি সে মাথা গলাত—বিপদ বাড়ত।

"রানী মা!"

রুক্মিনী ডাকটা শুনতে পেলেন না। দেখতেও পেলেন না নর্মদাকে। তিনি প্রতাপচাঁদের কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ মনে হল, দেওয়ানকে একবার ডেকে পাঠালে কেমন হয়? সে কি আসবে না? মনে হয়, আসবে।

দীনদয়াল তার বিড়ি ধরাল।

রাজারাম সিগারেট।

বিড়ি ধরিয়ে দীনদয়াল বলল, তামাশার গলায়, "কান্তি আমার বিড়ি মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে খেত।"

রাজারাম বলল, "শখের বিড়ি আমার চলে না। আসলি বিড়ি রাখলে খাব। টাঙাঅলা বিড়ি।" বলে হাসল।

বার দুই দেখা-সাক্ষাৎ আর কথাবার্তা, তাতেই দীনদয়াল পছন্দ করে ফেলেছে রাজারামকে। রাজারামও বিশ্বাস করেছে দীনদয়ালকে। 'তুমি' বলেই কথা বলে ওরা।

সিগারেটের ধোঁয়া গিলে রাজারাম অন্যমনস্কভাবে আশেপাশে তাকাল। এমন জায়গায় ওরা বসে আছে যেখানে মানুষজনের আসা-যাওয়া নেই। এক সময়ে এখানে বোধহয় কয়লা রাখার ডিপো ছিল। টব গাড়ির আসা-যাওয়ার ভাঙাচোরা রেললাইন এখনও চোখে পড়ে। দু চারটে ভাঙা টবও পড়ে আছে। টিনের ছাউনি করা একটা ডিপো। টিন এখন নেই। ভাঙা দেওয়ালই যা দাঁড়িয়ে আছে সামান্য। ঝোপ আর ফণিমনসার জঙ্গল। বড় বড় কিছু পাথরে পাথরের চাঁই পড়ে আছে একপাশে। গাছপালা, মাঠ। অন্তত শ' গজ দূরে বড় কাঁচা রাস্তা।

পাথর আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে দীনদয়াল তার স্কুটার দাঁড় করিয়ে রেখেছে। জিপ্ সে আনেনি। অকারণে সে পিনাকীলালের লোকজনের চোখে পড়তে চায় না।

দীনদয়ালের স্কুটারের পাশেই রাজারামের সাইকেল।

দীনদয়ালই বলে দিয়েছিল জায়গাটার কথা। পোড়ো জায়গা, নিরাপদ। সহজে কারও চোখে পড়ার কথা নয়।

বিকেল ফুরিয়ে আসার মতন অবস্থা। রোদ চলে যাচ্ছে। আজ আকাশে মেঘ নেই। দিন কয়েক এলোমেলো বৃষ্টির পর অসহ্য গরমটাও আর নেই। বরং বাতাস খানিকটা ঠাণ্ডা ফুরফুরেই লাগছিল।

রাজারাম হঠাৎ বলল, "রাজবাড়ির আরও কিছু কথা বলো?"

দীনদয়াল বলল, "মোটামুটি সবই বলেছি।"

রাজারাম বলল, "মোটামুটি তুমি যা বলেছ, কান্তিলালের খাতায় যা লেখা

আছে—আমি মনে রেখেছি। কান্তিলালের খাতাটা এতবার পড়েছি··· । তবু ওই রাজবাড়িটা আমার কাছে শোনা-কথার মতন।" বলে রাজারাম হাসল, চুল ঘাঁটল মাথার, মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকল। পরে আচমকা বলল, "দীনদয়াল একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করো না। তুমি রাজবাড়ির ডাক্তারের ছেলে। অনেক ঘরের কথা তুমি শুনেছ।···একটা কথা আমায় বলো?···রাজা যশদেব আর তাঁর বড় রানী আট-দশ বছর একসঙ্গে কাটাল, তবু তাদের ছেলেপুলে হল না। অথচ ছোট রানী রাজবাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের মা হতে চলল···, কেমন আশ্চর্যের কথা না!···গোলমালটা কিসের? এর মধ্যে কোনো— ?"

দীনদয়াল রাজারামের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রাজারামও জবাবের জন্য অপেক্ষা করছিল।

"তুমি কী সন্দেহ কর?" দীনদয়াল বলল।

"সন্দেহ ঠিক নয়, তবে কৌতূহল হয়। এটা রাজ পরিবারের ব্যাপার। সাধারণ পরিবার হলে সন্দেহ করা যেত··· । রাজপরিবারের জেনানা মহলে, বিশেষ করে রাজা-রানীর মহলে কোনো···"

দীনদয়াল কথাটা শেষ করতে দিল না রাজারামকে, বলল, "আমার বাবা রাজার বাড়ির ডাক্তার ছিলেন। ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। রাজার বিশ্বস্ত বন্ধুও ছিলেন। আমি যে বাবার মুখ থেকে রাজা-রানীর বিবাহিত জীবন নিয়ে কিছু শুনব না—এটা তুমি নিশ্চয় বোঝো। তবে আমি আমাদের বাড়িতে মা আর তার সঙ্গীসাথীদের মধ্যে যে আলোচনা হত—তা থেকে আন্দাজ করতে পারি, সন্দেহ করার মতন এখানে কিছু নেই।"

"নেই! তা হলে বড় রানীর ছেলেপুলে হয়নি কেন প্রথমে?"

"রাজার দোষ নয়।"

"রানীর দোষ! অসুখ ছিল?"

"দোষ নয়, হয়ত গণ্ডগোল ছিল।"

"আট দশ বছরে যে গণ্ডগোল সারেনি, ছোট রানী আসার পর তা সেরে গেল?"

"গিয়েছিল নিশ্চয়।···রাজারাম, ব্যাপারটা অদ্ভুত কিছু নয়। এমন হয়। বিয়ের পর বারো চোদ্দ বছর কি তারও বেশি কেটে গেছে মায়ের পেটে বাচ্চা আসেনি, তারপর হঠাৎ এক দিন এসে গেছে, এরকম হয়। আমিও দেখেছি। আমার এক মাসির বেলাতেই হয়েছে। বিয়ের ষোলো বছর পর তার মেয়ে

হয়েছে। তখন কম বয়েসে বিয়ে হত, কাজেই যখন বাচ্চা এসেছে তখনও তার বয়েস ছিল সন্তান হবার। আজকাল হলে···"

"তুমি বলছ, বড় রানীর যে-দোষ ছিল তা নিজে নিজেই শুধরে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। চিকিৎসা তো আগে থেকেই অনেক হচ্ছিল কলকাতাতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রানীকে। এত কিছু করার ফল ফলতেই পারে।"

"মাত্র ছ'মাস পরে!"

"ওটা কাকতালীয় ব্যাপার।···রাজপরিবারের ঘটনা হলেও একটা চাপা গুজব তখনও আড়ালে শোনা যেত। মানুষের মন আর মুখ কে আটকাতে পারে! পরে কিন্তু গুজবটা চাপা পড়ে যায়।"

রাজারাম সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। বলল, "কান্তিলালের সঙ্গে রাজা যশদেবের মিল কতটা?"

"কান্তি তার মায়ের মতন ছিল।···"

রাজারাম চুপ করে থাকল।

আলো ঘোলাটে হয়ে আসছিল। অন্ধকার নামতে দেরি আছে। এই আষাঢ়-শ্রাবণেও আলো মুছে অন্ধকার জমতে জমতে ঘড়িতে ছ'টা সোয়া ছ'টা পেরিয়ে যায়।

দীনদয়াল বলল, "রাজারাম, একটা কথা আছে, প্রকৃতির মেজাজ-মরজি খেয়ালে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়। রানীদের বেলায় যা ঘটেছিল—তার চেয়েও বড় ঘটনা ঘটালে তুমি। অনেক বেশি রহস্যময়। তুমি কান্তিলাল নও—কিন্তু কে বলবে, রাজারাম আর কান্তিলাল—একেবারে আইডেনটিক্যাল টুইন্ নয়। অথচ তোমাদের দু জনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই, ছিল না। বিশ্বাস করো, আমি কান্তির ছেলেবেলার বন্ধু। আমিও তোমায় দেখে ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলাম।···একটা কথা আছে জান? পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ জন্মায়নি—যার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কথাটা যে এমন ভাবে সত্যি হবে—আমিও জানতাম না।"

রাজারাম কোনো জবাব দিল না কথার। অন্যমনস্কভাবে আকাশ দেখছিল।

দীনদয়ালও চুপ করে থাকল সামান্য সময়। "এবার উঠতে হবে।"

"উঠবে?"

"হ্যাঁ। আমি আগে চলে যাব। তুমি খানিকটা পরে এসো।"

"আমি অম্বিকার বাড়ি যাব। যাবার কথা আছে।"

"সাবধানে যাবে। পিনাকীরা চারদিকে জাল ছড়িয়েছে।"

"ওরা খুব ভয় পেয়েছে, না ?"

"পাবারই কথা।"

"আমারও উদ্দেশ্য তাই। ওদের আমি আরও বেশি ভয় ধরিয়ে দিতে চাই।"

"তাতে লাভ ?"

"মানুষ ভয় পেলে দুটো কাজ করে। হয় গুটিয়ে যায়, না-হয় মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জন্তু-জানোয়ারদের স্বভাবও তাই। পিনাকীলালরা কোন্ দিক থেকে ঝাঁপাবে আমি দেখতে চাই। বুদ্ধিমানের মতন যে লড়ে—তার মার খাবার সম্ভাবনা কম।"

"কিন্তু তুমি যদি রাজবাড়িতে না যাও— !"

রাজারাম হাত নাড়ল। "রাজবাড়ির মধ্যে নকলকে আসল বলে চালানো খুব কঠিন। চেহারায় হয়ত চালানো যায়। কিন্তু দীনদয়াল, মানুষ শুধু চেহারায় তৈরি হয় না। তার স্বভাব, তার অভ্যেস, তার আচরণ, প্রত্যেক দিনের প্রতিটি ব্যাপারের খুঁটিনাটি নিয়ে মানুষ। ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে আমি ধরা পড়ে যাব।"

দীনদয়াল যেন ভাবল কিছু। বলল, "কিন্তু তোমাকে তো চেষ্টা করতে হবে।"

রাজারাম বলল, "হ্যাঁ..., একবার যাওয়া দরকার। কিন্তু কেমন করে ?...রাজবাড়ির মধ্যে আমার একটা খুঁটি দরকার। কাকে পাই বলতে পার ? কান্তিলাল যার কথা বলেছে—তার মায়ের দাসী ছিল—তাকে আমার কাজে লাগবে না। সে বুড়ি ! আমি..."

দীনদয়াল হঠাৎ বলল, "চুনি।"

"চুনি !...কে চুনি ? তার কথা পেয়েছি কী !...দাঁড়াও দাঁড়াও, চুনি-চুনি..."

"তোমায় একটা কথা বলি—" দীনদয়াল বলল, "চুনির একটা ইতিহাস আছে। ও রাজা যশদেবের মেয়ে। দাসীর গর্ভজাত মেয়ে। রাজবাড়ির মধ্যেও এই কথাটা কেউ জানে না। এক আধ জন যারা আন্দাজ করত বলে মনে হয় তারা মারা গিয়েছে। বাইরের লোকও জানে না। আমি জানি। বাবা মাকে বলছিল। মায়ের মুখ থেকে বেফস্কা আমি শুনে ফেলেছিলাম।...চুনি রাজবাড়িতে আছে, রাজবাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে, কিন্তু আমি শুনেছি— সে মোটেই রাজপরিবারের ওপর সন্তুষ্ট নয়। শুনেছি চুনির প্রচণ্ড রাগ আর ঘেন্না গোটা রাজবাড়ির ওপর।...তুমি যদি ওকে..."

রাজারাম যেন ভীষণ অবাক হচ্ছিল। কান্তিলালের খাতায় চুনির নাম বোধহয়

এক জায়গায় আছে। তার বেশি একটিও কথা নেই। আশ্চর্য !

দীনদয়াল আবার কী বলতে যাচ্ছিল, রাজারাম কথা শেষ করতে দিল না ওকে, হাত চেপে ধরল। চোখের ইশারায় রাস্তার দিকটা দেখাল। কে যেন আসছে।

দীনদয়াল দেখল। বলল, "পিনাকীর লোক স্পাই ? চর ?"

"তুমি সরে গিয়ে ওই পাথরের আড়ালে বসো। তোমার স্কুটারটা সরিয়ে নাও। লোকটা আসছে আসুক !"

দীনদয়াল উঠে দাঁড়াল না, নিচু হয়েই সরে গেল খানিকটা—হাত বিশ পঁচিশ। বড় বড় দুটো পাথর খাড়া হয়ে আছে। পাথরের আড়ালে স্কুটারটাকে লুকিয়ে সেও এক পাশে বসে পড়ল।

পাথরের আড়াল থেকে দীনদয়াল লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল না। সে রাজারামকে দেখছিল। রাজারাম একই ভাবে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে। তার কোনো উত্তেজনা নেই। লোকটাকেই দেখছে হয়ত।

দীনদয়াল কিছু বুঝতে পারছিল না।

খানিকক্ষণ পরে রাজারাম ইশারা করল। তারপর বলল, "লোকটা ফিরে যাচ্ছে।"

"এ দিকেই আসছিল ?"

"খানিকটা এল, এসে আবার ফিরে গেল।"

"কেন ?"

"বুঝতে পারছি না।"

"ও কি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ?"

"জানি না।...তুমি আর একটু বসে থাকো। আমি আগে যাব—সাইকেল নিয়ে। যদি দেখি রাস্তায় কেউ আছে, আমি ফিরব না। তুমি চলে যেও।"

"আর যদি কেউ থাকে ?"

"আমায় ফলো করবে—" বলে রাজারাম ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল।

সাইকেলটা তুলে নেবার সময় রাজারাম বলল, "চুনির কথাটা অম্বিকা জানে ? না ? ওর কাছ থেকে শুনে নেব।"

অম্বিকা বলল, "লোকটা কে ?"

রাজারাম মাথা নাড়ল। বলল, "জানি না। জিজ্ঞেসও করিনি।"

"খুব বেশি জখম হয়েছে ?"

"না—"রাজারাম নির্বিকার গলায় বলল, "ডান হাতের ঘাড়ের কাছটার জোড় খুলে যেতে পারে বড় জোর। মাথায় যদি একটু আধটু লেগে থাকে— !"

অম্বিকা অবাক চোখে রাজারামকে দেখছিল। একটা মানুষকে জখম করে এসেও কেমন নির্বিকার সে। কোনো দুশ্চিন্তা নেই, উদ্বেগ নেই।

প্রদীপটা আজ উজ্জ্বল হয়েই জ্বলছিল। যেন গতকাল অম্বিকার মনে খানিকটা সংশয় ছিল, দ্বিধাও ছিল ; সে জানত না, বুঝতেও পারেনি—কী ধরনের লোকের সঙ্গে সে দেখা করতে রাজি হয়েছে। হতে পারে লোকটা ভাল নয়। হতে পারে তার কোনো গূঢ় অভিসন্ধি রয়েছে। অম্বিকা ভাল করে না জেনে, নিজের চোখে না দেখে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। কাল সে যেন খানিকটা অস্পষ্ট থাকতে চেয়েছিল, শুধু নিজেকে নয়, এই সাক্ষাৎ, এই বিশেষ জায়গাটাকেও সে পুরোপুরি স্পষ্ট সহজ করতে চায়নি। আজ তার সংশয় নেই। রাজারামকে সে বিশ্বাস করতে পারে। হয়ত তাই প্রদীপের আলোও কালকের তুলনায় খানিকটা উজ্জ্বল করতে তার বাধেনি।

রাজারাম নিজেই বলল, "আপনি কি পিনাকীর দলের লোকজনদের চেনেন সব ?"

"না।"

"কাকে কাকে চেনেন ?"

"রণধীরকে চিনি, কমল সিংকে চিনি। ওর দু-একজন মোসাহেব বন্ধুকেও চিনি। আর চোখে না চিনলেও—চাক্কুকে চিনি।"

"চাক্কু !" রাজারাম চোখ কুঁচকে অবাক-গলায় বলল, "চাক্কু নামটা তো অদ্ভুত !"

অম্বিকা বলল, "আসল নাম নাগেশ্বর। লোকটা এখানকার সব চেয়ে বড় গুণ্ডা। খুনটুনও করেছে। ও বন্দুক পিস্তল চালাতে পারে, তবে ছোরাছুরিতে ওর হাত আরও ভাল। লোকে তাই চাক্কু নাম দিয়েছে।...চাক্কু গুণ্ডা। পিনাকী যদি তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে হাত করে— ।"

রাজারাম যেন মজাই পেল কথাটায়। হেসে বলল, "পিনাকী বাছা বাছা লোক

রেখেছে দেখছি। ভাল... ! তা এই লোকটা, যাকে আমি কায়দা করে টানতে টানতে এনে সাইকেল চাপা দিয়েছি—সে চেহারায় তাগড়া নয়, রং কালো, বেঁটে মতন দেখতে। হাতাহাতি করতে পারে বলেও মনে হল না।"

অম্বিকা বলল, "হাত ভেঙে গেলে হাতাহাতি করবে কেমন করে !"

"তা ঠিক। বেচারির এখন ভোগ আছে হাত নিয়ে।"

"লোকটাকে আমি চিনি না। অন্যদেরও চোখে সামান্য চিনি। ওদের কথা শুনেছি। শুধু কমলকে অনেক দিন ধরে দেখছি। আগে কথাও বলতাম। এখন আমি রাজবাড়িতে যাই না।"

"কত দিন যান না ?"

"বছর দুই তিন হবে।"

"এর মধ্যে এক দিনও যাননি ?"

"তা গিয়েছি। দু-একবার।...যেতে হয়েছে বাবার সঙ্গে। পুজো পার্বণে,..."

"সামাজিকতা !"

"তাই।"

"রাজবাড়ির কেউ আপনার কাছে আসে না ?"

অম্বিকা মাথা নাড়তে গিয়ে থেমে গেল। তারপর বলল, "কে আসবে— ?"

রাজারাম হাসল না। "কান্তিলাল আসত।"

অম্বিকা কোনো জবাব দিল না। চোখ সরিয়ে নিল।

সামান্য অপেক্ষা করে রাজারাম আবার বলল, "রাজবাড়ির চুনিকে আপনি চেনেন ?"

অম্বিকা চমকে তাকাল। দেখল রাজারামকে। চুনির নামে যেন ভীষণ বিরক্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে। মাথা নেড়ে না বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। বলল, "চিনব না কেন ? ওকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। ও রাজবাড়ির লোক।"

রাজারাম পকেট হাতড়ে খইনির মতন কী বার করে ঠোঁটের তলায় গুঁজল। হেসে বলল, "গোপীজির লছমন ভাল খইনি বানায়। কড়া খইনি।...চুনিকে আপনার কেমন লাগে ? কেমন মেয়ে !"

অম্বিকা যেন বুঝতে পারল রাজারাম কী বলতে চাইছে। তীক্ষ্ণভাবে সে তাকিয়ে থাকল। কান্তিলাল কি তার খাতায় চুনির কথা কিছু লিখেছে ? অম্বিকা জানে না। তার সন্দেহ হচ্ছিল। বলল, "চুনির কথা কেন ?"

"দীনদয়ালের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।"

"ও !"

"দীনদয়াল যা বলল—তাতে..., আপনি কি জানেন কিছু... !"
"জানব !...না !" মাথা নাড়ল অম্বিকা, চোখ সরিয়ে নিল।
রাজারাম বুঝতে পারল, অম্বিকা চুনির প্রসঙ্গে বিরক্ত। সে কিছু বলবে না। কথা ঘুরিয়ে বলল, "ওর বয়েস কত ?"
"আমার চেয়ে ছোট। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ...।"
"এতকাল ও রাজবাড়িতেই আছে ?"
অম্বিকা কী বলবে ! সে তো এক ইতিহাস ! গোপন এবং, নোংরা ইতিহাস। চুনির মা রাজবাড়ির পরিচারিকা ছিল। দাসী বলে তাকে কেউ ভাবত না। তার প্রতাপ ছিল—স্বাধীনতাও ছিল—অন্যদের যা ছিল না। রাজবাড়ির রামসীতা মন্দির আর অতিথিশালার তদারকি ভার ছিল তার ওপর। অন্দরমহলের মধ্যে থেকেই তাকে এ-সব করতে হত। দেখতেও ভাল ছিল। বড় রানীর লোক ছিল সে। রাজা যশদেব এই দাসীর মোহে পড়েন। দাসী গর্ভবতী হয়। ঘটনাটা চাপা দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তাকে রাজাদের বেনারসের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বছর দুই আড়াই কি তারও পরে দাসী ফিরে আসে আবার। বিধবার বেশে। চুনি তার কোলে। এই গোপন ইতিহাস দু-এক জন মাত্র জানে। দেওয়ান জানতেন। আর অম্বিকা জেনেছে অনেক পরে। ঘটনাচক্রে।
রাজবাড়ি থেকে কেউ আর সেই দাসীকে সরাতে পারেনি। সাহস করেনি। সে যেন এমন এক কলংক নিজের মধ্যে নিয়ে বসে ছিল যা প্রকাশ পেলে রাজপরিবারের মানমর্যাদা ধুলোয় লুটোবে।
বড় রানীও কী কারণে যেন দাসীকে সরাতে চাননি। সে মারা গেল। তার মেয়ে থেকে গেল রাজবাড়িতেই। সাধারণ দাসদাসীর মতন নয়। চুনির জন্যে মহল না থাক—তার নিজস্ব থাকার ঘরদোর আছে। ওকে কেউ অবহেলা করে না।
রাজারামের কাছে এই কলংক কাহিনী বর্ণনা করতে অম্বিকা পারে না। কিন্তু সে বুঝতে পারছে, দীনদয়ালদাদা চুনির কথা গোপন রাখেনি রাজারামের কাছে।
রাজারাম আবার বলল, "ও রাজবাড়িতেই আছে ?"
অম্বিকা বলল, "রাজবাড়িতেই থাকে।"
"ওর বিয়ে-থা হয়নি ?"
মাথা নাড়ল অম্বিকা। বলল, "ও একবার আগুনে ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল। হাতে পায়ে দাগ আছে। গলার কাছেও।"
"পুড়ে গিয়েছিল ?"

"চুনির কথাও জড়ানো।"
"বরাবর ?"
"না। আগুনে পোড়ার পর থেকেই...।"
"বেচারি !"
অম্বিকা চুপ করে থাকল। ভাবছিল কিছু। পরে বলল, "আপনি চুনির কথা জানতে চাইছেন কেন ?"
রাজারাম সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিল না। সামান্য চুপ করে থাকল। মাথার চুল ঘাঁটল। তারপর অন্যমনস্কভাবে প্রদীপের কাছে সরে গেল। একটা ছায়া যেন ছড়িয়ে গেল মেঝেতে, ভাঙা, বিকৃত।
অম্বিকা দেখছিল রাজারামকে। সে অবাক হচ্ছিল। কান্তিলাল আর রাজারামের চেহারার মধ্যে কী আশ্চর্য মিল, ধরা যায় না, বোঝা যায় না। হঠাৎ অম্বিকার মনে হল, কান্তিলালের দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কেমন আনত ভাব ছিল, রাজারাম সোজা দাঁড়িয়ে, তার পিঠ মেরুদণ্ড একটুও নুয়ে পড়েনি।
এই লোকটা যদি এখন প্রদীপ নিভিয়ে দেয় !
মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে অম্বিকা বিরক্ত হল। সে কি পাগল ? প্রদীপ নেভাবার কথা তার মনে আসে কেমন করে !
রাজারাম বলল, "আমি রাজবাড়ির মধ্যে একটা খুঁটি চাইছি। পা রাখার জায়গা। দীনদয়াল বলছিল, চুনি..."
সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল অম্বিকা। "না।"
"না কেন ?"
"চুনি নয়। তার ওপর ভরসা করলে বিপদ হতে পারে।"
"কিন্তু দীনদয়াল বলছিল, চুনি রাজবাড়ির ওপর খুশি নয়। সে ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে মরছে।"
অম্বিকা বলল, "হতে পারে। জানি না !...তবু আমি ওই মেয়েটাকে এ সব কাজে ভরসা করতে পারি না।"
রাজারাম প্রদীপের কাছ থেকে সরে গেল। ছায়াটাও আর সেখানে নেই। খুব ধীরে পা ফেলে ফেলে রাজারাম ঘরের দরজার কাছে গেল। দরজা নেই। পথটুকু আছে। বাইরের দিকে উঁকি মারল একবার। আবার ঘুরে দাঁড়াল। অম্বিকাকে দেখছিল। অম্বিকার সেই একই রকম বেশ। গাঢ় খয়েরি শাড়ি—কালোই দেখায়, গায়ে কালো চাদর। ডান হাতটা চাদরের আড়ালে রয়েছে। বাঁ হাত দেখা যাচ্ছিল। হাতে দু গাছা সরু চুড়ি। অম্বিকার মুখ যেন

আজ আরও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর দেখাচ্ছিল।

রাজারাম একটু হাসল। বলল, "ভরসা করার মতন কে আছে?"

মাথা নাড়ল অম্বিকা। "কেউ নয়!...আমি তো দেখি না।"

"একজনও থাকবে না—এমন হতে পারে না। চোর গুণ্ডার দলেও কথা ফাঁস করার লোক থাকে। একজনকে অন্তত আমার দরকার।"

অম্বিকা চুপ করে থাকল সামান্য। তারপর বলল, "চুনিই যদি হয়—তার সঙ্গে আপনি দেখা করবেন কেমন করে? ওরা কেউ বাইরে বেরোয় না।"

"আপনি কিছু করতে পারেন না? চুনির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় এমন কোনো উপায় বলতে পারেন না?"

মাথা নাড়ল অম্বিকা। "না।"

"আপনার বিশ্বাসী কোনো লোক যদি থাকে যে..."

কথা শেষ করতে দিল না অম্বিকা। "না না। আমার কোনো লোক নেই।"

"আপনার বাবা?"

"বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন!"

"ওঁর সঙ্গে এখন পর্যন্ত আমার দেখা হয়নি। আমি চেষ্টাও করছি না। উনিও বোধহয় চাইছেন না। সন্দেহটা ওঁর ওপরেই বেশি। নজরও বোধহয় বেশি করে রাখা হচ্ছে।"

অম্বিকা মাথা হেলালো। বলল, "আজ দুপুরে আমি বাবার কাছে গিয়েছিলাম। আমি থাকতে থাকতেই বাবার কাছে রাজবাড়ি থেকে লোক এল। চিঠি নিয়ে এসেছিল। বড় রানী বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।"

রাজারাম কৌতূহল বোধ করল। "বড় রানী দেখা করতে চেয়েছেন?...কেন?"

"বড় রানীই জানেন।"

"চিঠিতে লেখেননি কিছু?"

"বাবা বলল না। বলল, রানীজি একবার রাজবাড়িতে যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন।"

"অনুরোধ?"

"রাজপরিবারের দেওয়ানগিরি বাবা অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে।" সামান্য শক্ত গলায় বলল অম্বিকা।

রাজারাম বুঝতে পারল। প্রতাপচাঁদজি যে আর রাজপরিবারের কর্মচারী নয়—এই কথাটা জানিয়ে দিল অম্বিকা। কর্মচারী হলে আদেশ চলত, এখন

অনুরোধ করা বিনা গতি নেই।

রাজারাম বলল, "রানী কী চান?"

"তিনিই জানেন।"

"আজ যে-লোকটা আমার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—সে এতক্ষণ হয় কোথায় কে জানে! ডাক্তারখানায় কিংবা বাড়িতে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে! যেখানেই থাকুক—আমার মনে হয়—ঘটনাটা পিনাকীলালের কানে পৌঁছে গিয়েছে।"

অম্বিকা তাকিয়ে থাকল। যেন বলতে চাইল, গিয়েছে হয়ত; কিন্তু তাতে কী?

রাজারাম নিজেই বলল, "আজই প্রথম পিনাকীলালরা জানতে পারল, কান্তিলাল শুধু এ-শহরে এসে লুকিয়ে নেই, হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিয়ে ভয়ই দেখাচ্ছে না, সে পিনাকীলালের লোকজনদের জখমও করছে।" বলে হাসল রাজারাম, "ধাপে ধাপে আমি এগুচ্ছি, কী বলেন! এবার আমি আরও দু একটাকে জখম করব। তারপর হয়ত কান্তিলাল হয়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ব।...আপনি আমাকে রাজবাড়ির রাজপরিবারের কথা যা জানেন যতটা জানেন বলুন।"

অম্বিকা বলল, "এখনকার কথা ভাল জানি না। আসা-যাওয়া নেই। পুরনো কথা বলতে পারি। তাতে আপনার লাভ হবে না। তবে আপনার জন্যে আমি ক'টা ছবি জোগাড় করে রেখেছি। ফটো। সেই ছবিতে রাজবাড়ির অনেককেই আপনি দেখতে পাবেন।"

"ছবিগুলো কোথায়?"

"এনেছি সঙ্গে করে।"

"দিন।"

অম্বিকা চাদরের তলায় হাত রেখে ঘাঁটল সামান্য, তারপর একটা খাম বার করে রাজারামের দিকে এগিয়ে দিল।

রাজারাম খামটা নিল।

অম্বিকা বলল, "ছবির পেছনে লেখা আছে কার কী পরিচয়।"

"ভাল করেছেন..."

"আপনি রাজবাড়িতে যাওয়া ঠিক করে ফেলেছেন?"

"করিনি এখনও। সরাসরি হাজির হলে ধরা পড়ে যাব। চেহারায় যদি বা চোখে ধুলো দিতে পারি, স্বভাবে পারব না। কান্তিলাল একটা মানুষ। সে

যেভাবে চলাফেরা করত, কথাবার্তা বলত লোকজনের সঙ্গে, তার খাওয়া-দাওয়া, তার অভ্যেস স্বভাব মুদ্রাদোষ—আমি নকল করব কেমন করে। আমি জানি না। মানুষের বাইরেটা নকল করা যায়, ভেতরটা যায় না।...এই যে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে—আপনার নকল এক 'জিজি'-কে হয়ত খুঁজে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া গেল। সে কি আপনার মতন দাঁড়াবার ভঙ্গি করে দাঁড়াতে পারবে ? আপনার চোখের পাতা কম পড়ে, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের আঙুলের ডগা বেঁকান, আবার সোজা করেন ; আপনি যখন কিছু ভাবেন মন দিয়ে—আপনার অভ্যেস আছে বার বার নিজের হাতের আঙুলের নখ দেখা।" রাজারাম হাসল। অম্বিকা কতটা অবাক হয়েছে বোঝার চেষ্টা করল, আবার বলল, "তবু আপনার নকলকে শিখিয়ে পড়িয়ে আপনার এই অভ্যেসগুলো রপ্ত করানো গেল ; কিন্তু সেই নকল জিজি আসল জিজির গলায় কথা বলতে পারবে না, তাকাতে পারবে না ; আপনার ভেতর থেকে আপনি উঠে আসছেন আপনার চরিত্র মন মনের ভাব উঠে এসেছে। নকল জিজি এসব কোথায় পাবে ? কেমন করে পাবে ! মানুষ থিয়েটারের চরিত্র নয়। কান্তিলাল আপনার কাছে যা, নকল জিজির কাছে তা নয়।"

অম্বিকা বড় অবাক হয়ে দেখছিল রাজারামকে। শেষের কথায় চোখ সরিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। অম্বিকা যেন চাপা নিশ্বাস ফেলল। হাতকয়েক তফাতে প্রদীপ। প্রদীপের শিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

পরে আচমকা বলল, "বাবার কাছে আপনার কথা বলিনি এখনও। খারাপ করছি ?"

"বলবেন।"

"এইবার বলব।"

"...রাত হয়ে যাচ্ছে... !"

"চলুন। রাত ছাড়া আমার মতন নিশাচরের বাইরে ঘোরার উপায় নেই..." হাসল রাজারাম।

প্রদীপ নেভাবার আগে আর-একবার রাজারামকে দেখে নিল অম্বিকা।

অন্ধকারে বাইরে এল দু জনে। কোনো সাড়া শব্দ নেই। আকাশে অজস্র নক্ষত্র।

পাথরের উঠোন পেরিয়ে আসতে আসতে অম্বিকা বলল, "আপনি খুব সাবধানে থাকবেন। গোপীজির হাভেলি অনেক দূর। আসা-যাওয়ার সময়..."

রাজারাম হঠাৎ বলল, "আপনার এই ভাঙা মঠ-মন্দিরের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকা যায় ?"

অম্বিকার পা যেন থেমে গেল। দেখবার চেষ্টা করল রাজারামকে। অন্ধকারে যেন এক ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল রাজারামকে।

অম্বিকা পা বাড়াল। নীরব।

রাজারাম বলল, "অপরাধ করলাম ?"

অম্বিকা কী বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল ; তারপর বলল, "যদি তেমন বিপদ ঘটে—আশ্রয় পাবেন।"

রাজারাম যেন কৃতজ্ঞতাবশে অম্বিকাকে স্পর্শ করতে গেল। গিয়েও স্পর্শ করল না।

অম্বিকা বোধহয় অনুভব করতে পেরেছিল। কিছু বলল না।

নীরবে আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে অম্বিকা বলল, "রাজবাড়িতে আমার কেউ নেই। নন্দার একজন ছিল— ।...আমি খোঁজখবর নেব। চুনিকে আমি বিশ্বাস করি না।"

রাজারাম কিছু বলল না।

রাজবাড়ির আমন্ত্রণ

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন প্রতাপচাঁদ। সুজনকুমার তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিল। গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।

সুজনকুমারই কথা বলছিল। প্রতাপচাঁদ শুনছেন কি শুনছেন না—বোঝা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে সাড়া দিচ্ছিলেন।

গরজ বড় বালাই। রানীর গরজেই আজ রাজবাড়ি থেকে গাড়ি গিয়েছিল প্রতাপচাঁদকে আনতে। সকালের দিকেই। প্রতাপচাঁদ আসবেন জানিয়েছিলেন। তবে ভাবেননি সাত সকালে গাড়ি আসবে। তৈরি হয়ে আসতে খানিকটা সময় লাগল।

এখন ফিরছেন। বেলা এগারোটা বেজে গেছে। কাল সারা বিকেল বৃষ্টি হয়েছিল। মাঝ রাতেও। আজ বৃষ্টি নেই। আকাশে দু চার খণ্ড মেঘ জমে থাকলেও মেঘলা ছিল না। রোদ বেশ উজ্জ্বল। সূর্যও জ্বলজ্বল করছে। আষাঢ়ের এই সময় রোদে যতটা তাত থাকার কথা ততটা নেই। কালকের বৃষ্টির

দরুন বাতাস খানিকটা ঠাণ্ডা।

প্রতাপচাঁদ হঠাৎ সুজনকে বললেন, "তুমি যাও ; আমি নিজেই চলে যাব।"

সুজন বলল, "আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিই।"

প্রতাপচাঁদ মাথা নাড়লেন। বললেন, "না, তুমি যাও। পিনাকীকে দেখতে পাচ্ছ ? দাঁড়িয়ে আছে। ওর গাড়ির কাছে।"

সুজনকুমার দূরে পিনাকীলালকে দেখতে পেল। পিনাকী তার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন মাটিতে বসে তার গাড়ির চাকা পালটাচ্ছে।

সুজন বলল, "আপনার গাড়ি এপাশে।"

"দেখতে পাচ্ছি। তুমি যাও। ...পিনাকী হয়ত আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবে। তুমি যাও।"

সুজন দু দণ্ড দাঁড়িয়ে চলে গেল।

প্রতাপচাঁদ হাতের ছড়ি দিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা একটা পাথরের টুকরো সরিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

রাজবাড়ির ঢালু রাস্তা নেমে এসে প্রতাপচাঁদ একটু দাঁড়ালেন। তাকালেন চারপাশ। এই রাজবাড়ির আলাদা এক সৌন্দর্য আছে। টিলার ওপর মস্ত প্রাসাদ। দুর্গের মতন দেখতে অনেকটা। সামনের দিকটা অর্ধচন্দ্রাকারের ছাঁদে তৈরি। রাজপ্রাসাদের গাড়িবারান্দা থেকে দু পাশে দুই পথ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। নুড়ি-ছড়ানো রাস্তা। নেমে এসে ফটকের কাছে মিশেছে। পুরনো ফটক বেশ বড়। পুরো ফটক খোলার দরকারও করে না—একদিকের পাল্লা খুলে রাখলেই যথেষ্ট।

রাজপ্রাসাদের সামনের দিকে বিরাট বাগান ছিল রাজার আমলে। নানা ধরনের গাছ, হরেক রকম ফলফুলের বাগিচা। ফোয়ারা ছিল, ছিল পাথরের মূর্তি। টালির ছাদ দেওয়া গোলঘর। এখন এর অনেক কিছুই নেই, যা আছে তাও তাকিয়ে দেখার মতন নয়। রাজবাড়ির পিছন দিকে যে তালাও ছিল—তার নাম ছিল রানী তালাও। টিলার ঠিক নিচে। তালাওয়ের মাঝমধ্যিখানে ছাদ-ঢাকা এক সিঁড়ি পথ সুড়ঙ্গের মতন নেমে গিয়েছিল বিশ তিরিশ ধাপ। রানীদের শখ হলে তালাওয়ে স্নান করতে আসতেন। অবশ্য পরব-পার্বণের দিন। ওদিকের সবটাই ছিল জেনানাদের জন্য। এমনকি বাগান পর্যন্ত। এখন নাকি সবই জঙ্গল। তালাও শুধু শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদে ভরতি।

প্রতাপচাঁদ এই রাজবাড়ির খানিকটা শোভা একসময়ে দেখেছেন বইকি। রাজবাড়িতে ঘোড়া ছিল, আস্তাবল ছিল, ঘোড়ায় টানা রাজকীয় গাড়ি ছিল। এক

জোড়া হাতিও ছিল। রাজা যশদেবের আমলের শেষের দিকেই হাতি-ঘোড়াও চলে গেল। সবই একে একে চলে যাচ্ছিল—যাবারই কথা, রাজা তখন নামেই রাজা, প্রতাপ প্রতিপত্তি ঘুচে গেছে, বৈভব-সম্পদও হাতছাড়া হয়েছে অনেক।

রাজা যশদেব অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। দুঃখও করতেন না। বলতেন, কত হাতি গেল তল তো আমাদের মতন ছোটখাট রাজা-রাজড়া ! যা আছে, যে কদিন আছি—তাই নিয়েই কাটিয়ে দেব।

রাজা যশদেব মানুষ ভাল ছিলেন। কিন্তু বিলাসী। কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল এবং বাস্তব বোধ-বুদ্ধিহীন হওয়ায়—অপব্যয় করেছেন বেশি। প্রতাপচাঁদ সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন রাজাকে আগলে রাখতে। কখনো সফল হয়েছেন, কখনো বিফল।

প্রতাপচাঁদ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

জোড়া-ফোয়ারার সামনে পিনাকীলাল তার গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। চাকা পালটানো হয়ে গিয়েছে। যে-লোকটা চাকা পালটাচ্ছিল সে চলে যাচ্ছে।

পিনাকীলাল এগিয়ে এল। "মামাজি ! ...নমস্তে।"

প্রতাপচাঁদও হাত ওঠালেন। শত হলেও তিনি রাজবাড়ির কর্মচারী ছিলেন, আর পিনাকীলাল রাজা যশদেবের ছোট ছেলে।

পিনাকীলাল ঠাট্টার গলায় বলল, "মামাজি রাজবাড়িতে ?"

"রানী তলব করেছিলেন।

"আচ্ছা !" পিনাকীলাল এমন একটা ভঙ্গি করল যেন কথাটা শুনে অবাক হয়েছে। "রানী আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?"

প্রতাপচাঁদ হাসলেন মুখে। পিনাকীকে বোঝাতে চাইলেন,কী আর করা যাবে বলো, রানী যখন ডাকলেন না এসে উপায় কী !"

পিনাকীলাল বলল, "বাড়ি ফিরবেন তো ?"

"হ্যাঁ।"

"চলুন পৌঁছে দিই আপনাকে।"

প্রতাপচাঁদ ছাড় দিয়ে ঝাউ গাছগুলোর দিকটা দেখালেন। "রাজবাড়ির গাড়ি আমায় পৌঁছে দেবে। দাঁড়িয়ে আছে।"

পিনাকীলাল হাসল। "মামাজি, আমার গাড়িও রাজবাড়ির।"

"তুমি যে কোথায় বেরোচ্ছিলে !"

"আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।"

"তা বেশ। চলো।" প্রতাপচাঁদ পা বাড়ালেন, তারপর ঠাট্টার গলায় বললেন,

"তুমি কি এখনও আগের মতন গাড়ি চালাও ! ...এই বুড়ো বয়েসে তোমার রেস আমার সইবে না। ধীরে চালাবে।"

পিনাকীলাল হেসে ফেলল। বলল, "মামাজি, আমার অনেক দুর্নাম আছে, গাড়ি আমি খারাপ চালাই না।"

প্রতাপচাঁদ মাথা নাড়লেন। বললেন, "জানি।"

পিনাকী দরজা খুলে দিল প্রতাপচাঁদকে।

প্রতাপচাঁদ উঠলেন। সামনের সিটে।

পিনাকীলাল ঘুরে এসে নিজের দিকের দরজা খুলল। একবার দেখে নিল তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল। প্রতাপচাঁদ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

রাজবাড়ির বাইরে এসে পিনাকীলাল বলল, "মামাজির শরীর ভাল ?"

প্রতাপচাঁদ বুঝতেই পারছিলেন এ-সবই প্রস্তাবনা। পিনাকীলালকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। কিন্তু অনেকদিন পর পিনাকীকে দেখে তাঁর দুঃখ হচ্ছিল। এখন আর এদের সঙ্গে নিয়মিত দেখাশোনা হয় না। কদাচিৎ হয়। পিনাকীলালের মুখে কেমন একটা ছাপ পড়ে গিয়েছে। অত্যধিক মদ্যপান আর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে হয়ত। তবে পিনাকীর চোখে মুখে যে উদ্বেগ আর তিক্ততার ভাব দেখছেন—এমনটা আগে দেখা যেত না। প্রতাপচাঁদ বুঝতে পারলেন, পিনাকীর মনে নানা অশান্তি রয়েছে।

সিগারেট ধরিয়ে প্রতাপচাঁদ হালকাভাবে বললেন, "বুড়ো মানুষের শরীর। আছি একরকম। তুমি কেমন আছ ?"

পিনাকীলাল ঘাড় ফেরালো না। গাড়ি চালাতে চালাতেই বলল, "আপনি যেমন রেখেছেন !"

"আমি ?"

"মামাজি, আপনি রাজবাড়ির নিমক খেয়েও নিমকের দাম দিলেন না। ...না, দিয়েছেন। তবে কাদের দিয়েছেন ? ছোট রানী আর কান্তিভাইকে।"

প্রতাপচাঁদ বললেন, "তুমি ঠিক বলছ না, পিনাকী !"

"আমি মিথ্যে বলছি না। রাজার নিমক যখন আপনি খেতেন—তখন কি আপনার মনে হয়নি, দু' তরফেই আপনার সমান কর্তব্য ছিল ! রাজা কি আপনাকে শুধু ছোট রানী আর তার ছেলের জন্যে দেওয়ান করে রেখেছিল ? ওদের নিমকই আপনার কাছে নিমক, আর আমরা..."

"পিনাকী... !"

"আপনি ভাল করেই জানেন, অন্যায় আপনি করেছেন, দোষ আপনার। রাজবাড়ির মধ্যে ঝগড়া গণ্ডগোল আপনি লাগিয়েছেন..."

প্রতাপচাঁদ বললেন, "আমাকে তুমি অন্যায় ভাবে দুষছ পিনাকী !"

"না। আমি ঠিকই বলছি। ...আপনি বলুন, আমার মা রাজার ধর্মপত্নী ছিলেন কি ছিলেন না ? আমি রাজার ছেলে, না, ছেলে নয় ? বড় রানীর ছেলে হয়েও আমি কেন 'রাজা' খেতাব পাব না। কান্তিভাইকে ওই খেতাবটা দেবার জন্যে আপনি অত উঠে পড়ে লেগেছিলেন কেন ?"

প্রতাপচাঁদ স্বাভাবিক গলায় বললেন, "আমি লাগার কে ! যে লাগার সে লেগেছে। তা ছাড়া ওটা তো এখন আদালত আর সরকারের ব্যাপার। আদালত যা করবে তাই।"

"মামাজি, আপনি সাফসুফ হবার চেষ্টা করবেন না। আদালত আপনি দেখিয়েছেন। সরকারের কাছে আর্জি আপনি করিয়েছেন।"

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলেন প্রতাপচাঁদ। খানিকটা পথ তাঁরা চলে এসেছেন। নিমপুরার মোড় পেরিয়ে রাস্তাটা এখন সরু। দু পাশে আম আর নিমের গাছ। প্রায় ফাঁকা রাস্তা। এখানে হালে একটা ছোট কারখানা গড়ে উঠছে। দূরে কারখানার কাজকর্ম চলছে।

পিনাকীলাল নিজেই ঝোঁকের মাথায় বলল, "মামলায় আপনারা হারবেন।"

"আমি নয়, কান্তিলাল।"

"আ-পনারা। রাজার প্রথমা স্ত্রীর অধিকার আগে মানা হবে। তার অধিকার যদি মানা হয়, তবে তার সন্তান চার মাস কি ছ মাস পরে জন্মাল—তা নিয়ে মাথা ঘামানো চলে না। কান্তিভাই আমার আগে জন্মালেও সে ছোটরানীর ছেলে।"

প্রতাপচাঁদ কিছু বললেন না। এই অদ্ভুত মামলাটার ফয়সালা কী হবে তিনি নিজেও জানেন না। বছর দেড়েক ধরে চলছে মামলাটা। কতকাল চলবে কে জানে ! কান্তিলালের অবর্তমানে তাঁকেই লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর নিতে হয়। শহরে লোক পাঠিয়ে উকিল ব্যারিস্টার করা সহজ কথা নয়।

পিনাকীলাল বলল, "একটা কথা আপনি জেনে রাখবেন, মামাজি ! আমি আমার অধিকার ছাড়ব না। জান থাকতে নয়।"

প্রতাপচাঁদ হঠাৎ বললেন, "পিনাকী, গণ্ডগোলটা তো শুধু 'রাজা' খেতাব নিয়ে নয়।"

"না। খেতাব যে পাবে তার হাতে আরও অনেক অধিকার বর্তাবে।"

"তুমি তো সেগুলো ছাড়তেও নারাজ।"

"হ্যাঁ।"

"বড় রানীজি অন্য কথা বললেন।"

পিনাকীলাল ঘাড় ঘুরিয়ে প্রতাপচাঁদকে দেখল। অবাক হল। বলল, "কী বললেন বড় রানীজি!"

সামান্য অপেক্ষা করে প্রতাপচাঁদ বললেন, "তিনি এখনকার মতন একটা মিটমাটে আসতে চান।"

পিনাকীলাল গাড়ি থামাল না, আস্তে করে নিল। বলল, "সমঝতা!" বলেই সে হাসল। "মামাজি, মা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল আমি খবর পেয়েছি। আপনাদের মধ্যে কী কথা হয়েছে—তা আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে ডেকে পাঠাবার কারণ? আপনি জানেন কান্তিভাই কোথায় আছে।"

মাথা নাড়লেন প্রতাপচাঁদ। "না, আমি জানি না।"

"আপনি জানেন না কান্তিভাই কোথায়! অথচ মা আপনাকে সালিসী করতে বলছে! অবাক কথা আপনি বলছেন, মামাজি!" বলে পিনাকীলাল হাসতে লাগল।

প্রতাপচাঁদ বললেন, "আমার কাছেও অবাক লেগেছে। ...আমি রানীজিকে বলেছি, কান্তিলালের কথা আমি শুনেছি। সে এখানে এসেছে—এই গুজবও আমার কানে গেছে। কিন্তু তাকে আমি দেখিনি। আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই।"

ব্যঙ্গের গলায় পিনাকীলাল বলল, "কী বললেন রানীজি?"

"উনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না।"

"আপনার সঙ্গে কান্তিভাইয়ের যোগাযোগ নেই—এ-কথা মা কেমন করে বিশ্বাস করবে!"

"সত্যিই নেই।"

পিনাকীলাল গাড়ি জোর করল। কথা বলল না কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "মামাজি, কাল আমার একজন লোক আপনাদের মহল্লা থেকে একজনকে আসতে দেখে। সে সাইকেলে করে আসছিল আমার লোক সাইকেলঅলার পিছু নেয়। এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে সাইকেলঅলা বোট ক্লাবের কাছে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। আমার লোক তার পিছু ছাড়েনি। ...তারপর কী হয়েছে জানেন?"

প্রতাপচাঁদ পিনাকীলালকে দেখছিলেন। অবাক হয়ে বললেন, "না। কী হয়েছে?"

"আমার লোক জোর ঘায়েল হয়েছে। তার গলা, হাত, মুখ, পিঠ কে যেন চাকু দিয়ে চিরে দিয়েছে। জানোয়ার নখ দিয়ে আঁচড়ালে যেমন হয়—সেই ভাবে চিরে চিরে গর্ত করে দিয়েছে।"

খানিকটা যেন স্তম্ভিত হয়ে প্রতাপচাঁদ বললেন, "তোমার কোন লোক?"

"রণধীর!"

"রণধীর?" প্রতাপচাঁদ যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। রণধীর নিজেই ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষ। পাকা শয়তান। তার ক্ষমতাও আছে। সে জানোয়ারের মতন হিংস্র। লোকে তাকে ভয় পায়। রণধীরকে ঘায়েল করা সহজ কথা নয়।

"আমার আরও একটা লোক দুদিন আগে জখম হয়েছে। তাকেও জখম করেছে এক সাইকেলঅলা। রাস্তায় ফেলে দিয়ে এমনভাবে জখম করেছে যে তার হাত ভেঙে গেছে। মাথায় চোট পেয়েছে। কান দিয়ে রক্ত পড়েছে সারা রাত।"

প্রতাপচাঁদ সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "কে ওই সাইকেলঅলা?"

"আপনি জানেন না?"

"না।"

"আপনারই জানবার কথা মামাজি। সাইকেলঅলা কান্তিভাই!"

"কান্তিলাল! ...কী বলছ তুমি?"

"আমি রণধীরকে দেখতে যাচ্ছি। সে হাসপাতালে যায়নি; বাড়িতেই আছে। ...তার সঙ্গে দেখা হলে আমি জানতে পারব—সাইকেলঅলা..."

"পিনাকী, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না ...."

"আমিও পারছি না, মামাজি! কান্তিভাইয়ের বন্দুকের নিশানা ভাল ছিল। ভাল শিকারী। সে। কিন্তু খুনজখমে সে ওস্তাদ ছিল না কোনোকালেই। ভীতু গোছের মানুষ সে। আমিও বুঝতে পারছি না—তার এত সাহস কেমন করে হল? স্বভাব কি পালটে গিয়েছে কান্তিভাইয়ের?"

প্রতাপচাঁদ কোনো কথা বললেন না।

আরও খানিকটা এগিয়ে প্রতাপচাঁদের বাড়ি। বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল পিনাকীলাল। প্রতাপচাঁদ নিজেই দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালেন।

পিনাকীলাল বলল, "মামাজি, আমাকে আপনি চেনেন। ওকে বলে দেবেন, ওর কপাল ভাল, নৌকো ঘরের সামনে ঝিলে ওর লাশ কাল ভাসেনি; এবার কিন্তু আপনার কান্তিলালের গলার নলি উড়ে যাবে।"

পিনাকীলাল আর দাঁড়াল না, চলে গেল গাড়ি চালিয়ে।

প্রতাপচাঁদ অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর বাড়ির ফটকের দিকে পা বাড়ালেন।

অম্বিকা এল বিকেলে।

প্রতাপচাঁদ নিজের ঘরে ছিলেন। গদিপাতা আর্মচেয়ারে শুয়ে ছিলেন তিনি। মেয়েকে দেখে পিঠ সোজা করলেন। "এসো।"

'তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে' ?

'হ্যাঁ।'

"কী হয়েছে ?"

"বসো তুমি ; বলছি।"

অম্বিকা বাবার কাছে চেয়ারে বসল। বাবার মুখ দেখে সে অনুমান করতে পারছিল কিছু ঘটেছে। এমনিতে বাবা নিজে তাকে বড় একটা ডেকে পাঠায় না। শরীর-টরীর খারাপ হলে খবর দেয়। অম্বিকাকে ডেকে পাঠাবার দরকারও করে না বাবার। মেয়ে নিজেই দু তিনদিন অন্তর এসে খোঁজখবর করে যায় বাবার। গত পরশুও সে বাবার কাছে এসেছিল।

"কী হয়েছে ?" অম্বিকা বলল।

প্রতাপচাঁদ বললেন, "আজ সকালে আমি রাজবাড়ি গিয়েছিলাম।"

"আজই ?"

"রানী গাড়ি আর লোক পাঠিয়েছিলেন।"

"তুমি বলেছিলে, রানী দেখা করতে চাইছেন। ...কী বললেন রানী ?"

প্রতাপচাঁদ হাত বাড়ালেন। পাশেই তাঁর জল আর সিগারেট কেস রাখা ছিল। জলের গ্লাস তুলে নিয়ে জল খেলেন। বললেন, "রানী কী বললেন সেটা পরের কথা। পিনাকীর সঙ্গে আমার দেখা হল রাজবাড়িতে। সে তার গাড়ি করে আমায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল।"

"এত খাতির ?"

প্রতাপচাঁদ বললেন, "খাতির নয়, হুঁশিয়ার করে দিল।"

অম্বিকা তাকিয়ে থাকল বাবার দিকে।

"কাল রাত্রে একটা লোক সাইকেল করে আমাদের মহল্লা থেকে ফিরছিল।" প্রতাপচাঁদ বললেন, "রণধীর এদিকেই কোথাও ছিল। লোকটাকে দেখে রণধীরের সন্দেহ হয়। সাইকেলঅলার পিছু নেয় সে। এদিক ওদিক ঘুরে

লোকটা নৌকো ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। রণধীরও তার পিছু ধাওয়া করে। নৌকোঘরের সামনে রণধীরকে ভীষণভাবে জখম করে সাইকেলঅলা পালিয়ে যায়।"

অম্বিকা চুপ। চোখের পাতা পড়ছিল না। বাবা তার দিকে কেমন যেন চোখ করে তাকিয়ে আছে। সন্দিগ্ধ চোখে।

"রণধীরকে দেখতে গেল পিনাকী। বলছিল, ছুরি দিয়ে চিরে দিলে যেমন হয়—সেইভাবেই নাকি রণধীরের গাল গলা ঘাড় হাত চিরে দিয়েছে সাইকেলঅলা।"

অম্বিকা বোধ হয় ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠেছিল।

প্রতাপচাঁদ বললেন, "দিন দুই আগে পিনাকীদের আরও একটা লোক জখম হয়েছে। সেটাও সাইকেলঅলার কীর্তি।"

অম্বিকা কোনো কথা বলল না।

প্রতাপচাঁদ হঠাৎ বললেন, "রাজারাম কাল তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

অম্বিকা চমকে উঠল না। সে বুঝতেই পারছিল, বাবা যা অনুমান করার—ঠিকই করে নিয়েছে।

মাথা নাড়ল অম্বিকা। "হ্যাঁ।"

"তোমার কাছে সে কি গতকালই এসেছে।"

"না। আরও একদিন এসেছে। দু তিনদিন আগে।"

"ও কেমন করে তোমার কাছে এল ?"

"দীনদয়ালদাদার বউ রাধাবউদি আমার কাছে এসে বলেছিল... ।"

"তুমি আমায় বলোনি কেন ?"

অম্বিকা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "বলতাম। ...আমি রাজারামকে তোমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে বলেছি। ও বলছিল, দেখা করবে ; কিন্তু সুযোগসুবিধে করে উঠতে পারছে না। ওর ধারণা, তোমার বাড়ির ওপর পিনাকীর লোকেদের নজর বেশি। ধরা পড়ে যেতে পারে। ...আমার বাড়িতে আসার ঝুঁকি কম। ও কিছু খোঁজখবর করতে আসে।"

প্রতাপচাঁদ কথা বললেন না। মেয়েকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর হাত বাড়িয়ে সিগারেট কেস উঠিয়ে নিলেন।

"রাজারাম আছে কোথায় ?"

"গোপীজির হাভেলিতে", অম্বিকা বলল।

"হুঁ ! ...জায়গাটা দূরে । লুকিয়ে থাকবার পক্ষে ভাল । তা ছাড়া গোপীজিকে লোকে খেপাটে ভাবে । কিন্তু আর তো সে লুকিয়ে থাকতে পারবে না । পিনাকীর লোকজন এখন শিকারী কুকুরের মতন তাকে খুঁজে বেড়াবে।"

অম্বিকা বলল, "রণধীর ওকে কেমন করে দেখল ?"

"জানি না..., পিনাকী বলেনি । হয়ত আচমকাই দেখে ফেলেছে ! কিংবা আমাদের এদিকে ওদের নজর আরও বেড়েছে। ...তা কী করে দেখে ফেলল—সেটা বড় কথা নয় । দেখে একদিন ফেলতই । আজ না হয় কাল । দেখার দরকারও ছিল । পিনাকীর কাছের লোকদের গায়ে হাত পড়ছে বলেই ওরা আজ আরও ভয় পেয়েছে।"

অম্বিকা সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না । বাবার সিগারেট ধরানো দেখল । বাবা খানিকটা অন্যমনস্ক ।

"পিনাকী তোমায় সাবধান করে দিয়ে কী বলল ?"

"পিনাকী... !" প্রতাপচাঁদ যেন প্রথমে কথাটা খেয়াল করেননি । পরে করলেন । বললেন, "পিনাকী বলল, কয়েকদিনের মধ্যেই নৌকো ঘরের সামনের ঝিলে একটা লাশ ভেসে উঠবে। সেটা ওই সাইকেলঅলার— ।"

অম্বিকা এবার কেমন চমকে গেল ।

প্রতাপচাঁদ বললেন, "নকল কান্তিলালের, মানে রাজারামের লাশ ।"

অম্বিকা শুনল । চুপ করে থাকল । দেখল বাবাকে । চোখ ফিরিয়ে নিল । তার ভাল লাগছিল না ।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ। প্রতাপচাঁদ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট খাচ্ছিলেন । শেষে বললেন, "রানী বলছিলেন, কান্তিলাল যদি এখানে ফিরে এসেই থাকে—সে রাজবাড়িতে তার মহলে গিয়ে উঠছে না কেন ! রানী চান, কান্তিলাল তার নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকুক ।"

"...তারপর !"

"তারপর কান্তিলাল খুন হবে। ...রানী ভাবছেন, হাতের নাগালের মধ্যে পেলে কাজ যত সহজে হয়, নাগালের বাইরে থাকলে তত সহজে হয় না । উনি জানেন আমি বোকা নই । আমি জানি উনিও বোকা নন ।" প্রতাপচাঁদ আর কিছু বললেন না ।

খোঁচা খাওয়া পশুর মতন ছটফট করছিল পিনাকীলাল। ক্ষিপ্ত হিংস্র দেখাচ্ছিল তাকে।

রুকমিনী দেবী বললেন, "তুমি কতকগুলো অকর্মণ্য খোশামুদে লোক পুষে রেখেছ । তারা তোমার পয়সায় খায়-দায় ফুর্তি করে আর তোমার মোসাহেবি করে !"

পিনাকীলাল রুক্ষভাবে বলল, "রণধীর যদি অকর্মণ্য হয় তা হলে কে কাজের লোক—আমি জানি না ।"

"কাজের লোক !...তোমার কাজের লোকরা এত দিনে একটা মানুষকে খুঁজে বার করতে পারল না ! এই শহরটা কি কলকাতা বোম্বাই !"

পিনাকীলাল বলল, "শহর বলতে তুমি এই জায়গাটা দেখছ ! শহরের বাইরে লোক থাকে না ? ঘরবাড়ি নেই ? তোমার ধারণা চাঁদিগিরি আগের মতন আছে । এখন এই শহর কত বেড়েছে তুমি জান ? দিন দিন বাড়ছে । কত লোক বাড়ছে তোমার ধারণা নেই ।"

রুকমিনী দেবী ছেলের সঙ্গে অকারণ তর্ক করলেন না । তিনি জানেন, সেই আগের চন্দ্রগিরি আর নেই । ছেলে তাঁকে এই জায়গার সম্পর্কে কী শেখাবে ! রুকমিনী দেবী যখন রাজবাড়ির বধূ হয়ে আসেন তখন চন্দ্রগিরি ছিল পার্বত্য জনপদ । প্রকৃতির হাতে গড়া স্বাভাবিক এই বাগিচার মতন সুন্দর ছিল দেখতে । পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে এই বাগিচাটাকে কেউ নিশ্চয় গড়ে দেয়নি, তবু মনে হত কে যেন গড়েই গিয়েছে । তখন মানুষজন আর কত ? শহরটাই বা কী এমন ! সেই চন্দ্রগিরি যে রুকমিনী দেবীর চোখের সামনেই পালটাতে শুরু করল—তা কী তিনি দেখেননি বা জানেন না ? ছেলে তাঁকে শেখাবে !...তবে হ্যাঁ—হাল আমলের চন্দ্রগিরি সম্পর্কে রুকমিনী দেবীর ধারণা হয়ত খানিকটা অস্পষ্ট । তিনি কানে অনেক কিছু শোনেন, রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নিজের চোখে দেখে আসা হয় না । তিনি রানী, রাজবাড়ির মাথা, অন্তঃপুরচারিণী । রাজবাড়ির আভিজাত্য এবং মর্যাদা তাঁকে রক্ষা করতে হয় । তবু, রুকমিনী যে বছরে এক-আধবার রাজবাড়ির বাইরে বেরোন না এমন নয়— । অবশ্য তিনি পথে নামেন না । রাজপরিবারের বধূদের পথে নামা, প্রকাশ্যে দেখা দেওয়া একসময়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল । রাজা যশদেবের আমলের শেষের দিকে সে-নিষেধ শিথিল হয়ে গিয়েছিল । রাজা কেশরীদেব তাঁর স্ত্রীর নামে যে স্কুল

করে দিয়েছিলেন মেয়েদের জন্যে 'রানী মহেশ্বরী গার্লস স্কুল'—সেই স্কুলের কাজেকর্মে অনুষ্ঠানে রুক্মিনী দেবীকে যেতেই হত। এখনও যান। ছেলেদের জন্যে করা 'রাজ স্কুলটা' আরও পুরনো। তার খবর রাখার অধিকার ছিল রাজা যশদেবের। তিনি নিজে কিছু করতেন না, তাঁর বন্ধু—রাজবাড়ির ডাক্তার—উপাধ্যায়জির ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর দেখত ওই দেওয়ান প্রতাপচাঁদ।

রুক্মিনী দেবী খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর হুঁশ ফিরল। বললেন, "যাক—ভিড়ের মধ্যে খুঁজে যখন পায়নি তখন আর খুঁজতে হবে না।"

পিনাকীলাল বুঝল, মা তাকে ব্যঙ্গ করছে।

"আমি দেওয়ানজিকে বলেছি—কান্তিলালকে রাজবাড়িতে ফিরিয়ে আনতে—।" রুক্মিনী বললেন, "সে আসুক।"

পিনাকীলাল অবাক হল। মা দেওয়ানজির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে—এই কথাটা সে কমল আর ম্যানেজার সুজনকুমারের মুখে শুনেছিল আগেই। দেওয়ান আজ সকালে যখন আসেন পিনাকীলাল খবর পেয়েছিল। আর দেওয়ান যখন ফিরে যান—তখন তো সে নিজেই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে। পিনাকীলাল অবশ্য দেওয়ানজির মুখে মিটমাটের কথাটা শুনেছে কিন্তু জানত না, মা কান্তিভাইকে রাজবাড়িতে এনে তোলার কথা ভাবছে।

পিনাকীলাল অবাক হয়ে বলল, "তুমি কান্তিভাইকে এখানে ডাকছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"তুমি বুঝতে পারছ না ?"

"না।...আমি তো শুনলাম, মামাজি বললেন, তুমি একটা মিটমাট করতে চাইছ!"

"তোমাদের ক্ষমতায় যখন কিছুই কুলোচ্ছে না—তখন মিটমাট করার কথা ভাবতে হবে বইকি!...যত দিন যাচ্ছে ততই লোকে জেনে যাচ্ছে কান্তি এখানে ফিরে এসেছে অথচ তার বাড়িতে ঢুকছে না। লোকে কী ভাবছে তুমি বুঝতে পার না ?"

পিনাকীলাল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল, "এ-কাজটা তা হলে আগে করলে না কেন! এত রকম ঘটনার পর আজ তুমি মিটমাটের কথা বলছ! কিসের মিটমাট ? আমি কোনো মিটমাটের মধ্যে যাব না।"

রুক্মিনী বললেন, "তুমি অনেক সুযোগ পেয়েছ পিনাকী, কিছুই করতে

পারনি। কতকগুলো অপদার্থ তোমায় যা বুঝিয়েছে, তুমি বুঝেছ। তাদের পরামর্শ মতন কাজ করেছ। কত ভুল তুমি করেছ তুমি জান!...আমি তোমায় বার বার বলেছিলাম, রেলগাড়িতে ও-ভাবে আগুন লাগিয়ো না। যদি কোনো রকমে কান্তি বেঁচে যায়, তোমার বিপদ হবে। তোমরা আমার কথা শুনলে না। আগুন তো লাগালেই, যখন আগুনের হাত থেকে কান্তি বেঁচে গেল—তখন তোমরা বন্দুক থেকে গুলি চালালে। তাতেও কিছু হল না।...তোমাদের বুদ্ধির দোষে রাজবাড়ির মান-সম্মান গেল, হাজার হাজার টাকা গেল মুখ বন্ধ করতে। পুলিস যদি তোমায়, তোমাদের না ছাড়ত..."

"মা!" পিনাকীলাল বাধা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

"তোমাদের বুদ্ধির কথা আমায় বলবে না—"রুক্মিনী হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে বাধা দিলেন, "তোমার বাবার বুদ্ধি ছিল না, তিনি অন্যের পরামর্শে চলতেন—সবই ঠিক, কিন্তু রাজা কখনো নিজেকে চালাক করার চেষ্টা করেননি। তুমি নির্বোধ, তোমার সাঙ্গপাঙ্গরাও নির্বোধ, ওরা তোমার বিপদের সময় সরে যাবে। তুমি চালাক হবার চেষ্টা করো না।"

পিনাকীলালের আর সহ্য হচ্ছিল না। অধৈর্য হয়ে বলল, "আমি তোমার মিটমাটের কথার মধ্যে নেই। তা ছাড়া তুমি কেমন করে জানলে—তুমি আসতে বললেই কান্তিভাই রাজবাড়িতে আসবে! সে জানে না—এ-বাড়িতে এলে তার বিপদ আরও বাড়বে!"

মাথা নাড়লেন রুক্মিনী। বললেন, "সে জানে। সে আসতে রাজি হবে না সহজে। হয়ত আসবে না। কিন্তু দেওয়ান যদি তাকে বোঝাতে পারেন, যদি কান্তিকে বুঝিয়ে দেন—রাজবাড়ির মধ্যে তার প্রাণ গেলে—আমাদেরই বেশি বিপদ হবে—তা হলে হয়ত সে রাজি হতে পারে।"

পিনাকীলাল বিদ্রূপের গলায় বলল, "কান্তিভাইকে তুমি রাজবাড়িতে এনে বাঁচাতে চাইছ ?"

"না।"

"তবে ?"

"তাকে আমি চোখের সামনে রাখতে চাইছি।" রুক্মিনী শক্তগলায় বললেন। "যে পালিয়ে বেড়ায় তার গায়ে আঁচড় কাটা যায় না।"

পিনাকীলাল বলল, "তোমার কি ধারণা মামাজি কান্তিভাইকে রাজবাড়িতে ফিরিয়ে আনবে ?"

"বলতে পারছি না। টোপ দিয়েছি। যদি গিলে নেয়..."

"মামাজিই তা হলে কান্তিভাইকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে— ?"
"তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"
পিনাকীলাল হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। চঞ্চলভাবে দু পা এগিয়ে আবার ফিরে এল। বলল, "তুমি বলো, আমার লোকরা অকর্মণ্য। তুমি কি জানো, কাল যে-লোকটার পিছু নিয়েছিল রণধীর, সেই লোকটা মামাজিদের মহল্লা থেকে সাইকেল করে ফিরছিল ?"
"তুমি তো একটু আগে বললে ?"
"হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলিনি। মামাজির বাড়ি থেকে যে-রাস্তায় আসা-যাওয়া করে লোকে—সেই রাস্তা ধরে লোকটা আসছিল না। সে ঘড়িঘরের রাস্তা ধরে আসছিল। ওই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে অম্বিকার বাড়ি।"
রুকমিনী ছেলের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলেন। পরে বললেন, "কান্তিকে মেয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রাখার মতন কাজ দেওয়ানজি করবেন না। অন্য কোথাও রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। তা যেখানেই করুন, তিনিই যখন কলকাঠি নাড়ছেন—তখন আমার কথায় যদি রাজি হন ভালই..."
"না হলে ?"
"কেমন করে বলব, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে!"
পিনাকীলাল চুপ করে দাঁড়িয়ে মাকে দেখতে লাগল।
সামান্য পরে রুকমিনী বললেন, হঠাৎ, "তখন ভাল করে শুনিনি। রণধীরকে কেমন দেখেছ ?"
পিনাকীলাল চোখ বুজে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করল। মাথা নাড়ল। "দেখব কী! সারা মুখেই প্রায় ব্যান্ডেজে জড়ানো। হাতেও ব্যান্ডেজ। চোখ-টোখ ফুলে গেছে ভীষণভাবে। জ্বর এসেছে রণধীরের। হুঁশই ছিল না। ওরই মধ্যে ইশারায় আর ভাঙা ভাঙা কথায় বলল, লোকটার মুখে দাড়ি ছিল, কপালে একটা ফট্টি বাঁধা ছিল কালো। তার হাতে কী ছিল রণধীর জানে না; তবে এমন কোনো অস্ত্র ছিল যা দিয়ে আঁচড়ে মানুষ মারা যায়। প্রথমেই ও রণধীরের চোখের পাশে গালের কাছে থাবা বসিয়েছিল। রণধীর নিজেকে সামলাতেই পারেনি।"
রুকমিনী বললেন, "তাকে চিনতে পারেনি রণধীর ?"
"অন্ধকারে আচমকা অ্যাটাক করেছিল। ভাল করে দেখতে পায়নি। যেটুকু দেখেছে তাতে কান্তিভাই বলেই মনে হয়েছে।"
"রণধীর শুধুই মার খেয়েছে না— ?"

"চেষ্টা করেছে। পারেনি। চোখের কাছে লাগার পর সে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। চোখ খুলে দেখতেও পাচ্ছিল না।"
রুকমিনী কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "কান্তির গায়ে এত জোর আছে জানতাম না!"
"এত সাহসও বা তার কোথা থেকে হল ? রণধীরের মতন মানুষকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না—কান্তিভাই ভাল করেই জানে! তাকে সে এমনভাবে ঘায়েল করবে বিশ্বাস করা যায় না।"
রুকমিনী কোনো কথা বললেন না।
পিনাকীলাল নিজেই বলল, "আমার আর-একটা লোককে সে জখম করেছে। তার বেলায় এ-রকম বীভৎসভাবে মারেনি। এবারের ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের।"
"রণধীর হাসপাতালে যায়নি কেন ?"
"এখানকার হাসপাতালে কিছু হয় না।....তা ছাড়া ব্যাপারটা জানাজানি হোক—সে চায়নি।"
রুকমিনী একটু হাসলেন, "জানাজানি হলে রণধীরের দুর্নাম হয়ে যাবে। লোকে বুঝে নেবে তার ক্ষমতা কতটুকু!....তোমরা নিশ্চয় থানা পুলিসও করতে চাও না ?"
"না।"
"রণধীর তা হলে এখন বিছানায় পড়ে থাকবে দু-এক মাস।....তা তুমি কী করবে ভেবেছ ?"
পিনাকীলাল হিংস্র গলায় বলল, "ওই নৌকো-ঘরের কাছে কান্তিভাইয়ের লাশ ভাসবে। গলার নলি কাটা।...ও আর এবার পালাতে পারবে না।"

প্রতাপচাঁদ আর রাজারাম

প্রতাপচাঁদ চিনতে পারেননি। চেনার কথাও নয়। দীনদয়াল সঙ্গে ছিল বলে তিনি বুঝে নিলেন, মানুষটি রাজারাম।
প্রতাপচাঁদ কয়েক পলক রাজারামকে দেখলেন। মাথার চুল কাঁচাপাকা, মাঝখানে সিঁথি, চোখে চশমা, গলাবন্ধ কোট। এক হাতে ওয়াটার প্রুফ; ছাতিটা ছড়ির মতন ডান হাতে ধরা রয়েছে। রাজারামকে দেখলে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের

মতনই মনে হয়।

দীনদয়ালকে জিজ্ঞেস করলেন প্রতাপচাঁদ, "রাস্তায় কেউ আটকায়নি ?"

দীনদয়াল বলল, "একটা মাতাল জিপের গায়ে এসে পড়েছিল। রাস্তার মধ্যে মাতলামি শুরু করল। নজর রাজারামের ওপর। যতটা মাতলামি করছিল ততটা মাতলামি করার কথা নয়।"

"লোকটা কে ?"

"কমল সিংয়ের সঙ্গে ঘুরতে ফিরতে দেখেছি। নাম জানি না।"

প্রতাপচাঁদ কথা পাল্টালেন, তাকালেন রাজারামের দিকে। হালকাভাবে বললেন, "বসুন রাজাসাহেব, বসুন," বলে হাসলেন।

রাজারাম সরে গিয়ে চেয়ারে বসল।

দীনদয়াল বলল, "আমি কি বাইরেটা দেখে আসব একবার ?"

মাথা নাড়লেন প্রতাপচাঁদ। বললেন, "কোনো দরকার নেই। দেখার লোক আছে। এখানে কেউ আসতে পারবে না।...আমার বলা ছিল—তুমি আর তোমার সঙ্গে যদি কেউ থাকে—তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে দেবে না।"

দীনদয়াল সামান্য তফাতে গিয়ে বসে পড়ল।

প্রতাপচাঁদ রাজারামের দিকে তাকালেন, তামাশার গলায় বললেন, "চুল পাকলো কেমন করে ?"

রাজারাম চোখের চশমা খুলতে খুলতে মজার গলায় বলল, "থিয়েটার। কলকাতার একটা থিয়েটারে আমি কাজ করেছিলাম। বুকিং কাউন্টারে। কখনো কখনো চাকর-বাকর, রামবাবু শ্যামবাবু হয়ে স্টেজেও নামতে হত।...মিস্টার এক্সট্রা।"

"বাঃ!" প্রতাপচাঁদ হাসিমুখেই বললেন, "তা হলে অনেক কিছুই জানা আছে।"

"আছে একটু-আধটু।"

প্রতাপচাঁদ সামান্য সময় চুপ করে থেকে বললেন, "দেখা করার অন্য কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না। আমার বাড়ি বা অম্বিকার বাড়ি আপনার যাওয়া এখন উচিত হবে না ভেবে দীনদয়ালকে খবর পাঠিয়েছিলাম..."

রাজারাম মাথা হেলিয়ে বলল, "জানি। দীনদয়াল আমায় বলেছে।"

প্রতাপচাঁদও মাথা নাড়লেন। পরে বললেন, "এই গলিটার নাম মধুগলি। এখানে একসময় নকশার কাজ হত। কাঠের ওপর নকশা করত কারিগররা। বাইরে বিক্রি হবার জন্যে চালান যেত। সেই সব পুরনো কারিগর নেই, নকশার

ব্যবসাও মরে গিয়েছে। দু-এক ঘর যারা আছে তারা খেতে পায় না। গলিটা আজকাল পাঁচমেশালি। তবু এখানে দেখা করার ব্যবস্থা করলাম দুটো কারণে। অম্বিকাদের এই বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ির তরফের। গলির শেষে বাড়ি, পাশেই গড়। হালে বাড়িটা বেচে দেবার কথা উঠেছে। দু-একজন খরিদ্দারও আসে। বাড়ি খুব ছোট নয়। ভেঙেও পড়েনি। এখানে কেউ বসবাস না করলেও পাহারাদার রাখা আছে।...আর দেখতেই তো পাচ্ছ—একেবারে ভুতুড়ে হয়েও পড়ে নেই বাড়িটা...বসা-টসার ব্যবস্থা করা আছে..." বলতে বলতে প্রতাপচাঁদ কী ভেবে থেমে গিয়ে বললেন, "রাজাসাহেব, আপনাকে আমি তুমিই বলছি। কিছু মনে করো না।"

রাজারাম হাসল। বলল, "না না, বলুন। আপনি বয়েসে আমার ডবল।"

"তারও বেশি," প্রতাপচাঁদ হাসলেন। পরে বললেন, "আমি দীনদয়ালকে বলেছিলাম—বাড়ি কেনার খরিদ্দার সাজিয়ে তোমাকে এখানে আনতে।"

রাজারাম বলল, "বাড়ি কেনার খরিদ্দার সন্ধেবেলায় আসে না প্রতাপচাঁদবাবু!"

"তা ঠিক। তবে কথা বলতে আসতে পারে। আর তুমি তো বাইরে থেকে আসছ! বৃষ্টিবাদলার দিন...। দীনদয়ালের শ্বশুরবাড়ির তরফের আত্মীয়..."

দীনদয়াল হেসে উঠল। রাজারাম আর প্রতাপচাঁদও হাসলেন।

প্রতাপচাঁদ বললেন, "আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি বেচাকেনার দিকটা আমি দেখি সকলেই জানে।"

রাজারাম কিছু বলল না।

অপেক্ষা করে প্রতাপচাঁদ বললেন, "কাজের কথা হোক।"

"বলুন!"

প্রতাপচাঁদ সিগারেট বার করলেন। ধরালেন। বললেন, "তুমি সেদিন অম্বিকার বাড়ি থেকে ফিরছিলে ? মানে যেদিন রণধীর..."

"হ্যাঁ। রণধীরের নাম আমি শুনেছি। চোখে দেখিনি। একটা লোক আমার পিছু নিয়েছে দেখতে পেয়ে আমি বুঝতে পারলাম, পিনাকীলালের লোক। আমি ওকে এড়াবার চেষ্টা করলাম। চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে চাইলাম। আপনাদের বাড়ির কাছাকাছি কেউ আমাকে দেখে ফেলুক—আমি চাইছিলাম না। কপাল খারাপ। লোকটা আমায় ছাড়ছিল না। চালাক লোক। দেখলাম, ওকে এড়ানো যাবে না। তখন ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠকিয়ে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলাম।..."

"রণধীর জোর জখম হয়েছে তুমি জানো ?"

"হবে। আমি যা দিয়ে ওকে জখম করেছি তাতে ওর মরে যাবার কথা।"

"কী দিয়ে জখম করেছ?"

রাজারাম হাসল। তারপর কোটের পকেট থেকে একটা কৌটো বার করল। বলল, "এর মধ্যে আমার পাঁচটা ইস্পাতের নখ আছে। অস্ত্র। আংটির মতন করে আঙুলে পরতে হয়। চিল শকুনের পায়ের নখ দেখেছেন? এই আংটির নখগুলো সেইরকম। ছুরির ফলার চেয়েও বেশি ধারালো।" বলে কৌটোটা প্রতাপচাঁদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

দেখলেন প্রতাপচাঁদ। বললেন, "সেতারীরা এইরকম কী একটা পরে না আঙুলে!"

"অনেকটা।"

প্রতাপচাঁদ কৌটোটা দীনদয়ালের হাতে দিলেন। দেখল দীনদয়াল। বলল, "শিবাজির বাঘনখের মতন···। আলাদা আলাদা এই যা···।"

প্রতাপচাঁদ রাজারামকে বললেন, "রণধীরের জখম দেখে পিনাকীলাল ভয় পেয়েছে। সে ভাবতে পারছে না রণধীরকে কেউ এ-ভাবে ঘায়েল করতে পারে।"

রাজারাম কোনো জবাব দিল না।

সিগারেট খেতে খেতে প্রতাপচাঁদ বললেন, "আমার বা অম্বিকার বাড়ির দিক থেকে তুমি সেদিন এসেছিলে এটা ওরা জেনে গিয়েছে। ফলে ওদের ধারণা, আমাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে, আমরাই তোমাকে লুকিয়ে রেখেছি।"

রাজারাম মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছে।

প্রতাপচাঁদ নিজেই বললেন, "পিনাকীলালের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, জান তুমি?"

"দীনদয়াল বলছিল।"

"আমাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রয়েছে—ওরা জেনে ফেলেছে। আগে সন্দেহ করত, এখন ওরা নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছে।"

রাজারাম চুপ করে থেকে শেষে বলল, "আমি এখানে এসে পর্যন্ত আপনার সঙ্গে দেখা করিনি। জানতাম, চোখে পড়ে যেতে পারি।"

"দেখা না করলেও ওদের সন্দেহ আমাকেই হয়েছিল। অম্বিকাকে ঠিক সন্দেহ করতে পারেনি। এখন ওরা···"

"আমার কোনো উপায় ছিল না!"

প্রতাপচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে কথা বললেন না। সামান্য পরে বললেন, "তুমি কিন্তু

এবার বেশ বিপদে পড়েছ। পিনাকীলাল আমায় শুনিয়ে দিয়েছে, তোমার গলার নলি কেটে ঝিলের জলে ভাসিয়ে দেবে।"

রাজারাম হাসল না। বলল, "বুঝতেই পারছি।"

সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। নিভিয়ে দিলেন প্রতাপচাঁদ। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললেন, "রানী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জান?"

"শুনলাম। দীনদয়াল বলল।"

"রানী কী বলছেন জান? বলছেন, কান্তি যদি এখানে ফিরে এসেই থাকে—সে রাজবাড়িতে আসছে না কেন? তার নিজের বাড়ি রয়েছে, মহল রয়েছে—সে কেন এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে।"

রাজারাম দীনদয়ালের দিকে তাকাল একবার, তারপর প্রতাপচাঁদের দিকে। "আপনি কী বললেন?"

"আমি যেমন বলতে হয় বললাম। রানীকে বললাম, কান্তির আসার গুজব আমার কানে গেছে, কিন্তু দেখা হয়নি। তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।"

"উনি বিশ্বাস করলেন না!"

"না-করারই কথা।"

"আর কী বললেন রানী?"

"বললেন, কান্তিকে রাজবাড়িতে এনে তুলতে।"

"রানীর উদ্দেশ্য?"

"বুঝতেই পারছ।···" বলে প্রতাপচাঁদ একটু হাসলেন; বললেন, "রাজাসাহেব, রামায়ণ পড়েছ তো! ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করত বলে তার সঙ্গে লড়াই করা মুশকিল হয়ে পড়ত।···তুমি আড়ালে আড়ালে থেকে যা করছ তাতে রাজবাড়ি বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছে। শিকার সামনে পেলে তাদের ফিকির ঠিক করতে পারে।"

দীনদয়াল চুপচাপ ছিল এতক্ষণ; এবার বলল, "রানী কেমন করে ভাবলেন তিনি বললেই কান্তি রাজবাড়িতে যাবে?"

"তিনি তা ভাবেননি," প্রতাপচাঁদ বললেন, "রানী বুদ্ধিমতী, ভেবে-চিন্তে কাজ করেন। তাঁর ধারণা হয়েছে, আমার সঙ্গে কান্তিলালের ভালই যোগাযোগ রয়েছে, আমিই কলকাঠি নাড়ছি, আমার চালেই কান্তি চলছে।···উনি মনে করছেন, আমি কান্তিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজবাড়িতে আনতে পারি।"

"কেন আপনি আনবেন?" দীনদয়াল বলল, "জেনেশুনে সব বুঝেও আপনি কান্তিকে ওদের মুখে ঠেলে দেবেন! রানী এই সামান্য কথাটা বুঝলেন না?"

প্রতাপচাঁদ বললেন, "বেশ বুঝেছেন। বুঝেছেন বলেই তিনি আমায় তাঁর সদিচ্ছা জানিয়েছেন—" বলে একটু হাসলেন। "রানী একটা কাজ-চলা গোছের মিটমাট চাইছেন এখন।"

"মিটমাট ?" রাজারাম অবাক হল।

"আপাতত তাই। রানী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, কান্তি রাজবাড়িতে ফিরে এলে তার ভাল-মন্দর দায়িত্ব তাঁর। কোনো ক্ষতি হবে না কান্তির।....সে আগের মতনই থাকবে। তার প্রাপ্য টাকাপয়সা—যেমন সে আগে পেত তাই পাবে।"

"সম্পত্তি, খেতাব... ! রাজ পরিবারের মাথায় থাকার মান-মর্যাদা, সম্মান... ?"

মাথা নাড়লেন প্রতাপচাঁদ। বললেন, "না। রানী স্পষ্টই বলেছেন, যেখানে যত মামলা-মোকদ্দমা আর্জি ঝুলে আছে—সেগুলোর নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত—যেমন ছিল আগে—তেমনই থাকবে। নিষ্পত্তির পর যা হবে—তাই মেনে নেবেন রানী।"

দীনদয়াল তাকিয়ে থাকল। তার মাথায় ঠিক ঢুকছিল না ব্যাপারটা। বলল, "রানীর মনে যদি এই ছিল—তবে এত গণ্ডগোল পাকানো কেন ? কী দরকার ছিল ?"

প্রতাপচাঁদ বললেন, "রানীর একার বুদ্ধিতে সব হয়নি, ছেলে সঙ্গে ছিল। ছেলের আবার পরামর্শদাতা অনেক। তা ছাড়া অবস্থা বিশেষে মানুষের মত পালটায়।"

রাজারাম বলল, "মত পাল্টাতে পারে, কিন্তু মন ? রানী নিশ্চয় তাঁর সৎ ছেলের মায়ায় জড়িয়ে পড়েননি ! পড়বেনও না।"

প্রতাপচাঁদ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "রানী অতি বুদ্ধিমতী। তিনি ঝোঁকের মাথায় কাজ করেন না। উনি স্ত্রীলোক। ওঁর মনের কথা আমি ধরতে পারছি না। তবে বুঝতেই পারছি, মনে মনে একটা ষড়যন্ত্র তিনি ছকেছেন।"

দীনদয়াল বলল, "কী ষড়যন্ত্র ?"

"কান্তিলালকে সরিয়ে ফেলা ! আর কী হতে পারে !"

"কিন্তু উনি তো বলেছেন, রাজবাড়িতে কান্তিলালের জীবনের দায়িত্ব ওঁর !"

"বলেছেন," প্রতাপচাঁদ মাথা হেলালেন। "মুখের কথা কি সব সময় রাখা যায়, দীনদয়াল ! আর অন্য কথাটাও ভেবে দেখতে হবে। দায়িত্ব নিলেই যে তাকে রক্ষা করা যাবে—এমন তো কথা নেই। মানুষ অনেক ভাবে মরে, অনেকভাবেই তাকে মারা যায়। ধরো কান্তিলালকে এমনভাবে মারা হল—যেটা একেবারে স্বাভাবিক মৃত্যু মনে হবে। তখন ?"

"এ তো ভীষণ ঝুঁকি হবে !"

"হবে। কিন্তু রাজরাজড়ার বাড়ির ব্যাপার। ঝুঁকি না নিয়ে উপায় কী !...আমার বুদ্ধিতে বলে, রানী চাইছেন কান্তিলাল তাঁদের নাগালের মধ্যে এসে ধরা দিক আবার। নাগালের মধ্যে এলে..."

দীনদয়াল বলল, "তিনি কান্তিকে খুন করার প্ল্যানটা ঠিক করে নেবেন।"

"মনে হয় তাই।"

দীনদয়াল এবার রাজারামের দিকে তাকাল। রাজারামকে বিচলিত মনে হল না। নিতান্ত সহজভাবে কথাগুলো শুনছে।

"আপনি কি ঠিক করেছেন ?" দীনদয়াল আবার প্রতাপচাঁদের দিকে তাকাল। প্রতাপচাঁদ অন্যমনস্ক। কিছু ভাবছেন।

সামান্য পরে প্রতাপচাঁদ বললেন, "আমি কিছু ঠিক করিনি," বলে রাজারামের দিকে তাকালেন। "রাজারাম, আমি মনে মনে কী ভেবেছিলাম, কী ছকে ছিলাম—সে-সব কথা এখন বলে লাভ নেই। তুমি নিজেই জানো, কাজটার দায়িত্ব তুমি যখন নিয়েছিলে তখন শর্ত করেছিলে, নিজের মতন করে তুমি ঠিক করে নেবে—কেমন করে কাজটা শেষ করবে। কান্তির সঙ্গে তোমার সেইরকম শর্ত ছিল। আমি নাক গলাতে যাইনি। এখনও যাচ্ছি না। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলি। রানীকে আমি বলে এসেছি, তোমার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ঘটেনি। কাজেই..."

রাজারাম বাধা দিয়ে বলল, "রানীর কথার পর আপনি যোগাযোগ ঘটিয়েছেন—এমন তো হতে পারে।"

"রানীকে আমি সেরকমই বলেছি। বলেছি, আপনি যখন বলছেন—আমি যোগাযোগের চেষ্টা করব।....অবশ্য উনি ধরেই নিয়েছেন—আমি সত্যি কথা বলছি না।"

রাজারাম বলল, "প্রতাপচাঁদজি, আমি রাজবাড়িতে যেতে রাজি !...দীনদয়ালকে আমি নিজেই বলছিলাম... !"

"তুমি রাজবাড়িতে যেতে রাজি !"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আগে কেন যাওনি ?"

"দরকার মনে করিনি। পিনাকীলালদের একটু বাজিয়ে দেখছিলাম—" রাজারাম মৃদু হাসল। "আমি ওদের হাতে সহজে পড়তে চাইনি ; চাইছিলাম—ওরা আমার চালে পড়ুক। বোধহয় আমার চালে খানিকটা কাজ

হয়েছে। তবে, আমি ভাবিনি—রানী হঠাৎ অত দয়ালু হয়ে উঠবেন, রাজবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে দু হাত বাড়িয়ে দেবেন। ভালই হয়েছে।"

প্রতাপচাঁদ কথা বললেন না। রাজারামকে দেখলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন, "তুমি যদি ধরা পড়ে যাও?"

"আপনি যখন আমাকে দেখে কান্তিলালের কথা ভেবেছিলেন—তখন এ-কথা আপনার মনে হয়নি যে আমি নকল রাজকুমার হতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতে পারি! কান্তিলাল যখন আমার কাছে গিয়েছিল—তারও বোঝা উচিত ছিল—আমি ধরা পড়ে যেতে পারি।"

প্রতাপচাঁদ বললেন, "রাজারাম, নৌকোটাকে এখন তুমি জলে ভাসিয়ে দিয়েছ, এখন আর তাকে ঘাটে ভেড়ানো যায় না। তোমার যা মনে হবে—তুমি করবে। তুমি কী করতে চাও?"

"রাজবাড়িতে যেতে চাই।"

"যাও।"

"রাজবাড়ির লোকের সঙ্গে আমি মেলামেশা করতে চাই না। আমি নকল এটা যেন তারা ধরতে না পারে।"

প্রতাপচাঁদ ভাবলেন। বললেন, "কান্তিলালের মহল আলাদা। তার কাজকর্মের লোকজন আলাদা। তুমি না চাইলে—তোমার মহলে কেউ আসতে পারবে না। মনে রেখো, এটা রাজবাড়ি। এ বাড়ির আদবকায়দা আলাদা।"

রাজারাম যেন খুশি হল। বলল, "রানী যদি দেখা করতে চান?"

"দেখা করা না-করা তোমার মরজি।"

"কিন্তু তিনি রানী!"

"হ্যাঁ, তিনি রানী। তাঁকে মান্য করা রাজবাড়ির সহবত। কিন্তু এখানে তুমি অমান্য করলেও বলার কিছু নেই। তুমি না সেই কান্তিলাল যাকে তারা খুন করার চেষ্টা করেছিল। রানীদের ওপর তোমার ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস থাকা স্বাভাবিক। তুমি দেখা না করতে পার।... কিন্তু অত ঘুরপথে যাবার দরকার কী! সোজা একটা পথ রয়েছে।"

"কী?"

"তুমি এমন একটা অসুখ বাঁধিয়ে নাও—যাতে ঘোরাফেরা করা, কথাবার্তা বলা আপাতত বন্ধ।"

রাজারাম হেসে ফেলল। "কী অসুখ?"

"সে ডাক্তার ঠিক করে দেবে। গলার অসুখ, হার্টের অসুখ—যা হোক।

আমার ডাক্তার বিশ্বাসী, নিজের লোক। সে রাজবাড়িরও ডাক্তার। তুমি তাকে বিশ্বাস করতে পার।"

দীনদয়াল বলল, "কিন্তু রাজারাম রাজবাড়িতে ঢুকবে কেমন করে? কে তাকে নিয়ে যাবে?"

প্রতাপচাঁদ বললেন, "দেখো কী করা যায়!..." বলে উঠে দাঁড়ালেন। "রাজারাম, সাপের গর্ত আর রাজবাড়ির মধ্যে তফাত নেই। বরং পরেরটাই আরও ভয়ঙ্কর। তুমি খুব সাবধান।"

নাগেশ্বর

নাগেশ্বরের খোঁজে বেরিয়েছিল রাজারাম।

সিনেমা হাউসের কাছাকাছি নাগেশ্বরের আস্তানা। তার ঘরবাড়ি পিপলি মহললায়। বাড়িতে বিধবা মা আর বড় ভাইয়ের বউ। সেও বিধবা। এক ভাইঝি আছে। একেবারেই বাচ্চা। বছর চার পাঁচ বয়েস।

সিনেমা হাউসের দিকে নাগেশ্বরের কিছু কাজ-কারবার আছে। হালে নাগেশ্বর একটা পুরনো লরি কিনে মেরামতি করিয়ে নিয়েছে। লরিটা ভাড়া খাটায়। পান সরবতের দোকান আছে সিনেমা হাউসের উলটো দিকে। বাহারী দোকান। আয়নায় আয়নায় ছয়লাপ। মহাদেব আর শ্রীকৃষ্ণের বড় বড় বাঁধানো ছবি। তার পাশে রয়েছে নাগেশ্বরের বড় ভাই কামেশ্বরের ছবি। কামেশ্বর মারা গিয়েছে, কিন্তু তার ছবি খুব যত্ন করে টাঙানো আছে পানের দোকানে। মাঝে মাঝেই তাতে মালা চড়ে।

আস্তানাটা নাগেশ্বরের এক ধরনের গদি। এখানে বসে নাগেশ্বর তার ভাড়া লরির কাজকারবার সারে। টাকাপয়সা নেয়, লরি ভাড়ার কথাবার্তা বলে, ড্রাইভার ক্লিনারদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে। দু-চার জন চেলাও জুটে যায় নাগেশ্বরের সন্ধেবেলায়। বাতচিত, চা, পান চলে।

দীনদয়াল নাগেশ্বর সম্পর্কে সমস্ত খবরই দিয়ে দিয়েছিল রাজারামকে। লোকটার নাম নাগেশ্বর প্রসাদ। লোকের মুখে, চাক্কু গুণ্ডা। আড়ালে তাকে চাক্কু বলো ক্ষতি নেই, মুখের সামনে ওই নামটা বললেই বিপদ। নাগেশ্বর খেপে যাবে।

লোকটা খানিকটা অদ্ভুত। বয়েস বেশি নয়, বছর আঠাশ। দেখলে গুণ্ডা বলে মনে হবে না। রং কালো, গায়ে সামান্য ভারি, হাত পা লম্বা লম্বা। ধারালো

চোখ। কথায় বার্তায় খানিকটা রুক্ষ।

নাগেশ্বরের জীবনের একটু ইতিহাস আছে। সে কোনো কালেই গুণ্ডা ছিল না, দু-একটা ঘটনার পর যেন রোখের বশে গুণ্ডা হয়ে গেল। প্রথম ঘটনা তার দাদা কামেশ্বরের খুন হওয়া। কামেশ্বর ছিল এদিককার নাম করা কাবাডি খেলোয়াড়। ছুটছাট খেলাও দেখাতে পারত, লোহার পাত বেঁকাতে পারত ছাতি আর পিঠ দিয়ে, লাঠি খেলতে পারত। কামেশ্বরের বউকে একটা লোক জ্বালাতন করার চেষ্টা করছিল। বিরজুপ্রসাদ। এই নিয়ে ঝগড়া। বিরজুকে মারধোর করেছিল কামেশ্বর। ফলে একদিন কামেশ্বরকে খুন করল বিরজু লোকজন লাগিয়ে। নাগেশ্বর তখন থেকেই ছোরাছুরি ধরল। বিরজু খুন হল পরের বছর। স্টেশনের সামনে। পুলিস নাগেশ্বরকে ধরেছিল—কিন্তু খুনী হিসেবে প্রমাণ করতে পারেনি। পিপলি মহল্লার একটা মেয়েকে চালান করতে গিয়ে আরও একটা লোক—কোলিয়ারির বড়বাবুর শালা নাগেশ্বরের হাতে চাকু খেয়েছিল। সে অবশ্য মরেনি। এবারও পুলিস নাগেশ্বরকে জড়াতে পারেনি।

গুণ্ডা হিসেবে নাগেশ্বরের প্রতিপত্তি তখন থেকেই। ক্রমে ক্রমে গুণ্ডামি সে নিজে যত করুক না করুক তার খ্যাতি রটে যাবার পর নানান লোক নানা কাজে 'চাককু'-র শরণাপন্ন হতে লাগল। দুশো পাঁচশো রোজগারও হচ্ছিল নাগেশ্বরের। তার নামেই ভয়। একটা দলও আছে নাগেশ্বরের। তারাই দাপিয়ে বেড়ায় শহরে।

নাগেশ্বর এখন প্রায় ভদ্রলোক। ভাড়া-লরির কারবার আর সিনেমা হাউসের সামনের পান-সরবতের দোকান থেকে তার ভাল আয় হয়। বাজারে এক রেডিয়োর দোকানও লাগিয়েছে সবে।

মানুষটা বিচিত্র বইকি। বাজে নেশাভাঙ করে না, শুধু পান-জরদা খায়। বিয়েও করেনি। শহরে সে দাদার নামে কাবাডি ক্লাব করেছে। মহাবীর ঝাণ্ডার সময় কাবাডি কম্পিটিশান হয়—কামেশ্বরের নামে। গরিবগুর্বোর দল দায়ে আদায়ে নাগেশ্বরের কাছ থেকে বিশ পঞ্চাশ টাকা খয়রাতিও পায়।

দীনদয়াল বলেছিল, 'পিনাকীলাল তাকে ভাড়া করতে পারে। কিন্তু রাজারাম, দেওয়ানজি যদি লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে দেন—আমার মনে হয় না চাক্কু পিনাকীর হয়ে কাজ করবে।'

'প্রতাপচাঁদজিও তাহলে গুণ্ডা বদমাশ পুষতেন?'

'দেওয়ানগিরি করতে হলে—হাতে লোক রাখতে হয়। ধোয়া তুলসীপাতা হলে রাজত্ব চালানো যায় না। দেওয়ান তুলসীপাতা নন।

'অম্বিকা আমায় তবে কেন চাক্কুর ভয় দেখাল?'

'ভয় দেখিয়েছে পিনাকী'র হাবভাব দেখে। বলা কী যায়। তা ছাড়া দেওয়ানজি কি মেয়ের কাছে নিজের সমস্ত কথা বলবে! রাজ্য চালাতে হলে কত কুকীর্তি করতে হয়—তুমি আমি কী বুঝব?'

'দীনদয়াল, তোমাদের দেওয়ানজি হয়ত রাজা যশদেবের কাছে খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন, মনিবের নুন খেয়ে তার দেনা শোধ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু উনি বোধহয় সব চেয়ে বেশি চতুর, বুদ্ধিমান।...একটা কথা তোমায় বলি দীদদয়াল, তোমাদের দেওয়ানজির সঙ্গে তার মেয়ের...।'

বাধা দিয়ে দীনদয়াল বলল, 'অম্বিকার কথা তুমি কি জানতে পেরেছ?'

'না। আমার মনে হচ্ছে...'

'এখন থাক, রাজারাম। পরে বলব। তুমি নিজেই হয়ত জানতে পারবে সব।'

রাজারাম কথাটা নিয়ে আর এগুলো না। থেমে গেল। সামান্য পরে বলল, 'নাগেশ্বর বা তোমাদের চাক্কু গুণ্ডার সঙ্গে একবার মোলাকাত করে আমি রাজবাড়িতে যেতে চাই।'

'চাক্কুর সঙ্গে দেখা করার দরকার কী?'

'দেখি। মহাপুরুষ দর্শন করে যাই! ...পিনাকী নাকি বলেছে, আমার গলার নলি কেটে ঝিলের জলে ভাসিয়ে দেবে। নলি কাটার লোকটাকে একবার দেখে যাই।' রাজারাম হাসল একটু।

দীনদয়াল বলল, 'আমি কিন্তু তোমায় এখনও বলছি রাজারাম, রাজবাড়িতে তুমি বিপদে পড়বে। খুব সাবধান...।'

রাজারাম কিছু বলল না। মাথা নাড়ল। বিপদটা সে বোঝে।

নাগেশ্বরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়টা সেরে যাবার জন্যেই রাজারাম আজ সন্ধের মুখে মুখে বেরিয়ে পড়েছিল।

সিনেমা হাউসের আশেপাশে খানিকক্ষণ চক্কর মারল। সঙ্গে স্কুটার। দীনদয়ালই জুটিয়ে দিয়েছে।

নাগেশ্বরকে তার আস্তানার কাছে একবার দেখে নিল। লোকটাকে চেনা দরকার। রাজারামের সাজপোশাক মামুলি। শুধু মাথায় এক টুপি। জকি মার্কা টুপি; আর চোখে চশমা।

বৃষ্টি আসার কোনো লক্ষণ কোথাও নেই। আকাশ পরিষ্কার। তারা ফুটে

রয়েছে।

নাগেশ্বর যখন আস্তানা থেকে উঠল তখন সন্ধে উতরে গিয়েছে। তার হল মোটর বাইক।

রাজারাম আড়াল থেকে পিছু নিল নাগেশ্বরের।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে, নাগেশ্বর কোথাও থেমে—কোথাও বা গাড়িতে বসেই এর ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যখন প্রায় ফাঁকায়, একটা রাস্তার মোড়ে, ঠিক তখন রাজারাম হুশ করে কোথা দিয়ে এসে নাগেশ্বরের মোটর বাইকের সামনে পড়ল।

জায়গাটা অন্ধকার মতন। রাস্তায় আলো নেই।

নাগেশ্বর ব্রেক করে ফেলেছিল। পাকা ড্রাইভার। "অ্যাই ! শালা আন্‌ধা !"

রাজারামও গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে।

নাগেশ্বরের বাইকের পেছনে তার এক চেলা ছিল। সে লাফিয়ে নেমে পড়ল নিচে। "আবে স্কুটারোয়া, শালে বুড়বাক কাঁহাকা ! তু মরেগা না কিয়া রে ? বুদ্ধু ! আঁখ হ্যায় ? উল্লু !"

স্কুটার থেকে নেমে পড়েছিল রাজারাম। দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তার স্কুটার। দু-চার পা এগিয়ে এল।

নাগেশ্বরের চেলা আরও পাঁচটা গালাগাল দিতে দিতে কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

রাজারাম যেন তৈরি ছিল। চেলাটা কাছে আসতেই আচমকা একেবারে আচমকা সে এমনভাবে লাথি ছুঁড়ল যে লোকটা ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশে পড়ল। পাশেই কাঁচা নালা।

নাগেশ্বর যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার চেলাকে এভাবে রাস্তার ওপর—তারই চোখের সামনে লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দেয়—এমন স্পর্ধা কার ?

মোটর বাইক থেকে নেমে পড়ছিল নাগেশ্বর।

রাজারাম বুঝতে পারছিল—গণ্ডগোলটা সে বাধিয়ে ফেলেছে। নাগেশ্বরকে একলা পেতে চেয়েছিল সে। কপাল মন্দ, কোত্থেকে এক চেলা জুটে গেল।

"নাগেশ্বর !" রাজারাম ডাকল।

নাগেশ্বর যেন থমকে গেল।

রাজারাম চোখের চশমা আর মাথার টুপি খুলে ফেলল। নাগেশ্বর ! নাগেশ্বর থতমত খেয়ে রাজারামকে দেখতে লাগল। রাস্তায় আলো নেই।

অন্ধকারে যেটুকু চোখে পড়ে।

নাগেশ্বর কেমন স্তম্ভিত। "বড়কুমারজি ?"

"হ্যাঁ।"

"আপ্..."

"তোমার কাছে এসেছি। দরকার আছে।"

নাগেশ্বর বুঝতে পারছিল না কী বলবে ! বড়কুমাজি তার এত কাছে যে কুমারের নাক কান চোখ—সবই সে মোটামুটি দেখতে পাচ্ছিল অন্ধকারেও।

নালার কাছে ছিটকে-পড়া চেলাটা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে রাজারামের দিকে ছুটে এসেছে। মুখে কুচ্ছিত গালাগাল। নাগেশ্বর হঠাৎ হাত তুলে চেলাকে আগলালো, বলল, "রোখ যা !"

রাজারাম কিছু বলল না, দাঁড়িয়ে থাকল।

চেলারও হঠাৎ যেন নজর পড়ল রাজারামের দিকে। নজর পড়তেই সে কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। আরে, সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে তো বড়কুমার। হায় বাপ, সে বড়কুমারকে গালাগাল দিয়েছে, মুখ খারাপ করেছে ? ভয়ে লজ্জায় লোকটা কেমন জড়সড় হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকল।

নাগেশ্বর চেলাকে বলল, "তু ভাগ্।"

চেলাও যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানাল বড়কুমারকে। তারপর পিছু ফিরল। নাগেশ্বর তাকে বারণ করে দিল কিছু বলতে।

চেলা চলে যেতেই রাজারাম বলল, "তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে নাগেশ্বর। এখানে দাঁড়িয়ে কথা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে আসবে ?

নাগেশ্বর আপত্তি করল না।

"তা হলে এসো ; ফাঁকা জায়গায় যাই—।"

"চলিয়ে।"

"ঝিলের কাছে যাবে ?"

"কাহে নেহি।"

"তো চলো।"

রাজারাম ফিরে গিয়ে তার স্কুটারে স্টার্ট দিল। "এসো।"

নাগেশ্বর ফিরে গেল তার মোটর বাইকে।

ঝিল বা নৌকো ঘর এখান থেকে সিকি মাইলটাক। রাস্তা ভাল। নির্জনও। অজস্র জাম-জারুল গাছ দু' পাশে। অন্য গাছও রয়েছে। ঘোড়া নিমের

ডালপালা থেকে কেমন গন্ধ উঠছিল।
ঝিলের কাছে এসে রাজারাম থামল। স্কুটারের স্টার্ট বন্ধ করল। নামল।
নাগেশ্বরও তার মোটর বাইক থামাল।
ঝিলের চারপাশ আগাছায় ভরতি। নৌকো-ঘরটা সামান্য তফাতে।কাঠের বাড়ি। মাথায় টালি। বাড়িটা এখন ভাঙা-চোরা ভূতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
আকাশের তারার আলোয় দু জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর রাজারাম বলল, "নাগেশ্বর, তুমি আমার কথা শুনেছ ? আমি আবার ফিরে এসেছি।"
নাগেশ্বর বলল, সে সবই শুনেছে। বড়কুমার শহরে ফিরে এসেছেন, ফিরে এসে রাজবাড়িতে যাননি, অন্য কোথাও লুকিয়ে আছেন—এ সব খবর সে শুনেছে। এমনকি নাগেশ্বর জানে, ছোটকুমারের লোকজন বড় সরকারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রণধীরবাবু ঘায়েল হয়ে বাড়িতে পড়ে আছে।
রাজারাম বুঝতে পারল, শহরের অনেকের মতন নাগেশ্বর কান্তিলালের প্রত্যাবর্তনের খবরাখবর মোটামুটি সবই জানে।
রাজারাম এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরাল। জোনাকি জ্বলছে ওপাশে—ঝিলের দিকে। বাতাস দিচ্ছিল।
রাজারাম হঠাৎ বলল, "পিনাকীলাল তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিল ?"
"জি।"
"তুমি দেখা করেছ ?"
"জি!"
"কী বলল তোমায় ?"
নাগেশ্বর কথা গোপন করল না। পিনাকীলাল তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চেয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা আর রাজাদের জমি-জায়গা থেকে খানিকটা জমি বিনি পয়সায়। শর্ত কান্তিলালকে খুন করতে হবে। খুন করে ঝিলের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে।
সিগারেট ফেলে দিল রাজারাম। "তুমি রাজি হয়েছ ?
"জি, না।"
"কেন ?"
নাগেশ্বর একটু চুপ করে থেকে বলল, "মায়ের কসম আছে বড়রাজা সাহেব! আমি আর খুনখারাবি করি না।"

"কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা, জমি··· ?"
নাগেশ্বর যেন হাসল। বলল, "পাঁচ সাত হাজার কোই বাত নেহি।" বলে সে বোঝাল, খুনখারাপির মধ্যে গেলে তার অনেক ক্ষতি। পুলিসকে সে দু বার ফাঁকি দিয়েছে—তিনবার পারবে না। এমনিতেই পুলিস তাকে নজরে রাখে। তারপর যদি বড়কুমার খুন হয়ে যান—পুলিস নাগেশ্বরকে ছাড়বে না। চাক্কুতো কত লোক চালাতে পারে, কিন্তু নাগেশ্বরের চাক্কু চালাবার ধরনটা জানে পুলিস।
রাজারাম কী ভেবে বলল, "পিনাকীলাল তোমাকে ছেড়ে দিল ?"
"ডাঁটলো। পাগলা মাফিক বাতচিত···"
"নাগেশ্বর!" রাজারাম হঠাৎ বলল।
নাগেশ্বর কিছু বোঝার আগেই রাজারাম তার প্যান্টের বাঁ পায়ের লুকোনো পকেট থেকে একটা সরু ছোরা বার করল। দেখাল তাকে। বলল, "আজ যদি তুমি চাক্কু চালাতে চাইতে— আমি তোমার সঙ্গে খেল্ করতাম—" বলে হাসল, "এটা বিলাতি চাক্কু। পাত্তি। দু ধারে সাফ্, শান।···আমিও থোড়া-বহুত চাক্কু শিখেছি নাগেশ্বর। দেখবে ?" বলে রাজারাম চোখের পলকে তার সরু ধারালো ছোরাটা মোটর বাইকের সিটের দিকে ছুঁড়লো। ছোরাটা গিয়ে গিঁথে গেল সিটে।
নাগেশ্বর স্তম্ভিত। সে ভাবতেই পারেনি, এমন হতে পারে। এখানে আলো নেই। আকাশের তারার আলোই যেটুকু আলো করে রেখেছে। মোটর বাইকটা অন্তত হাত দশ পনেরো দূরে। ওই রকম ঝাপসার মধ্যে কেউ দশ পনেরো হাত দূরে জিনিস তাক করে চোখের পলকে ছুঁড়তে পারে—এ যেন তার কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।
মনে মনে নাগেশ্বর বাহবা দিল রাজারামকে। ভয়ও পেল।
"কী ?" রাজারাম হাসল। "ঠিক আছে ?"
নাগেশ্বর বলল, "জি! সাফ্ হাত।"
"তুমি আমার হয়ে দুটো কাজ করবে ?"
"খুন-খারাবি ?"
"না।"
"কী কাম ?"
"আমাকে রাজবাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবে।"
নাগেশ্বর অবাক হয়ে বলল, "জি, আপ ক্যায়সা বাত···"
"আমি তোমায় বলছি। আমাকে তুমি রাজবাড়ির মধ্যে ধরে নিয়ে যাবে।

ব্যাস্।" বলে রাজারাম ঝিলের দিকে পা বাড়াল। "আমি বলছি, তুমি কেমন করে আমাকে পাকড়াও করে রাজবাড়িতে নিয়ে যাবে।"

দ্বিতীয় পর্ব : রাজঅন্তঃপুর

রাজারামের কথা

প্রবেশ-কথা

এ জগৎ বড় অদ্ভুত। মানুষ আজ যা, কাল হয়ত তা নয়; কাল যা পরশু বোধহয় তাও থাকবে না।

নিজেকেই আমি দেখছি। কোথায় শুরু হয়েছিল, আর কোথায় চলেছি। আমি কেমন অবাক হয়ে যাই, নিজের অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। রাজারামের জন্মের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই—এই কথাটা আমাকে তেমন অবাক করে না। বেওয়ারিশ কুকুর বাচ্চার মতন শয়ে শয়ে বেজন্মা বাচ্চা আমাদের দেশে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। আমিও তাদের একজন। এদের কারও কারও মতন আমি আস্তাকুঁড় থেকে অনাথালয়ে বদলি হতে পেরেছিলাম—কপাল জোরে। মহিষপাড়ার অনাথালয়ে সবাই আমার মতন, যেন এক টুকরি পচা ডিম। কেউ বুঝি ডিমের আড়ত থেকে টুকরি সরিয়ে মহিষপাড়ায় রেখে দিয়েছিল। একদিন এক পাদ্রিবুড়োর আলখাল্লা ধরে আমি অনাথালয় ছাড়লাম। বুড়ো আমায় নিয়ে গেল তার চা-বাগানের ডেরায়। পাদ্রিবাবা ছিল আমার বাপ-মা। বাবা আমায় মানুষ করবে ভেবেছিল, কিন্তু মরে গেল কালাজ্বরে না ম্যালেরিয়া জ্বরে। আমি পালিয়ে এলাম শিলিগুড়ি, মুকুন্দ বলে একটা ছেলের সঙ্গে। শিলিগুড়ি রেল স্টেশনের কাছে এক চায়ের দোকানে কাজ করতাম। মুকুন্দ চলে গিয়েছিল আসামের দিকে। শিলিগুড়ি থেকে 'নানাজি' আমাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। 'নানাজি' আমার গুরু। অন্নদাতা, শিক্ষাদাতা। নানাজির কাছেই আমি মানুষ। যেটুকু লেখাপড়া শেখার, সভ্যভব্য হবার শিক্ষা পেয়েছি নানাজিই আমাকে শিখিয়েছেন। সেই সঙ্গে শিখিয়েছেন সংসারে বেঁচে থাকার জন্যে অবস্থা বুঝে লড়তে। নানাজি চলে যাবার পর আমি অনেক কিছুই করেছি। চাকরি, দালালি, টুরিস্ট বাসের ড্রাইভারি, দাদা ক্লাসের লোকের বডি গার্ড হয়েছি, মারদাঙ্গা করেছি টাকা খেয়ে। লোফার লোচ্চা যাকে বলে সেই জাতের লোক হয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতার এক থিয়েটারের মেয়ে আমাকে তার বাড়িতে বছর খানেক রেখেছিল। তার ইজ্জতের পাহারাদার করে।

সে থাকত দোতলায়, আমি একতলায়। মাঝে মাঝে আমাকে ঠাট্টা করে বলত—'ওরে আমার পেঁয়াজ-কুচি।' এই ভাবে এখানে ওখানে কখনো মাথা ডুবিয়ে কখনো ভাসতে ভাসতে অনেকটা পথ চলে এসে কেমন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। ভবঘুরের মতন কাটছিল। ভাবছিলাম—কিছুদিন ঘুরে ফিরে মেজাজ খুশ করে আবার কলকাতায় ফিরে যাব।

এমন সময় দেওয়ান প্রতাপচাঁদজির সঙ্গে আচমকা দেখা। কোথা থেকে এক নাটক হয়ে গেল। আমি যখন থিয়েটার হলে কাজ করতাম, কেষ্টদা বলত—'তোর হাতে রাজযোগ আছে। যাত্রার দলে চলে যা—আজ না হয় কাল—তুই শালা মদন অপেরায় রাজার পার্ট করবি।' বলে দিশি-খাওয়া মেজাজে হাসত হে হে করে।

কেষ্টদার কথা খানিকটা ফলে গেছে। আমি এক রাস্তার ছোকরা রাজারাম, আজ রাজকুমার কান্তিলাল, চন্দ্রগিরির বড় রাজকুমার। আজ তিন দিন হল আমি রাজবাড়িতে নিজের মহলে, তোফা আরামে আছি। আমার শোবার ঘর দেখলে মনে হয়—শালা এ যেন বোম্বাই সিনেমার কোনো রাজপ্রাসাদের ঘর, একটা রাজকীয় সেট্। নিজেরই হাসি পায়। যে লোক সারা জীবন মামুলি বিছানায় শুয়ে এসেছে তার ভাগ্যে এ কী পালঙ্ক। আরব্য রজনীর শাহন্‌সা বোধহয় এমন পালঙ্কে শুতো।

শুধু শোবার ঘর কেন—কান্তিলালের মহলের অন্য ঘরগুলোও আমার কাছে সাজানো ছবির মতন মনে হয়। যদিও বোঝা যায়—আগে যেখানে দশ আনা শোভা ছিল—এখন সেখানে ছ আনাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাজবাড়ির পড়ন্ত বেলায় জীর্ণতার ছোঁয়া। ক্ষয় ধরেছে নানা জায়গায়। কিন্তু রাজারামের কাছে এই তো অনেক, তার কল্পনার বাইরে।

রাজবাড়িতে আমার প্রবেশটা যেমন যেমন ছকে রেখেছিলাম—অবিকল সেইভাবে ঘটেছে। সামান্য ভুলচুক উলটো-পালটা যা ঘটে গিয়েছে তা চোখে পড়ার মতন নয়।

নাগেশ্বরকে যেমনটি বলেছিলাম, বুঝিয়ে দিয়েছিলাম—ও ঠিক সেইভাবে কাজ করেছে। বরং নিজেও একটু আধটু বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাপারটা পাকা করে ফেলেছিল।

নাগেশ্বরকে আমি বলেছিলাম, চকের কাছে চাঁদি পট্টিতে গুলাববাবুর সরাবখানায় গলা পর্যন্ত মদ খাবে কান্তিলাল। খেয়ে মাতোয়ালা হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে হইচই লাগাবে। লোকজন জুটে যাবে চারপাশে। কান্তিলাল বেহুঁশ

হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করবে যখন—তখন যেন নাগেশ্বর সেখানে হাজির থাকে। তার কাজ হবে, 'বড়কুমারজি বড়কুমারজি' করে চেঁচানো, তারপর তার চেলাচামুণ্ডাদের দিয়ে সোরগোল তুলে কান্তিলালকে রাজবাড়িতে এনে পৌঁছে দেওয়া।

নাগেশ্বরের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। চন্দ্রগিরির বড় রাজকুমার—যে মানুষ শহরে ফিরে এসেও লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—সেই রাজকুমারকে যদি সে রাস্তায় মাতাল হয়ে গড়াগড়ি করতে দেখে—তবে রাজবাড়িতে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে।

নাগেশ্বর কেন, চন্দ্রগিরির অন্য কেউ এমন দৃশ্য দেখলে স্বাভাবিকভাবেই বড় রাজকুমারকে রাজবাড়িতে পৌঁছে দেবারই কথা। সরাবখানার গুলাববাবুও পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু কান্তিলাল সে-সুযোগ দেবে না। দোকানের মধ্যে থোড়া আঁধারি খেলবে। রাস্তায় নয়।

দীনদয়াল আমার সাজানো ছকের কথা শুনে বলেছিল, 'নাগেশ্বরকে হাজির থাকতে বলছ কেন তবে?'

'অন্য কেউ যদি কান্তিলালকে তুলে নিয়ে যায়—সে যে পিনাকীলালের লোক হবে না—কেমন করে বুঝব।'

'আচ্ছা!'

'নাগেশ্বর তার চেলাদের দিয়ে তুলিয়ে নিলে কেউ কিছু বলতে সাহস করবে না।...ও সরাসরি রাজবাড়িতে ঢুকে পড়তেও পারবে। পিনাকীলালের লোকরা আটকাতে পারবে না।'

'তারপর?'

'তারপর বেহুঁশ কান্তিলালকে তার মহলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা। রাস্তার অতগুলো লোকের মাঝখানে যে কান্তিলালের সশরীরে আবির্ভাব ঘটবে—তাকে হটিয়ে ফেলা মুশকিল। নাগেশ্বর আর তার চেলারা শুধু সাক্ষী নয়, অনেকেই চোখের সামনে তাদের বড় রাজকুমারকে নিজের চোখে দেখবে। রানী আর পিনাকীলাল এই ঘটনাটা উড়িয়ে দেবে কেমন করে।'

'মাতাল না হয়েও তো এটা করা যেত।'

'না। কান্তিলাল যেন মাতাল হয়ে বেহুঁশ অবস্থায় নিজেকে চিনিয়ে ফেললো বোকার মতন। তা ছাড়া সে রাস্তায় পড়ে চোট পাবে—। মাথার কোথাও জখম হবে। রাজবাড়িতে গিয়ে সে ঠিক মতন কথা বলতে পারবে না, লোক চিনতে পারবে না; তাকে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। তাকে বিশ্রাম ও আরাম

দিতে হবে পুরোপুরি।'

'ও! তুমি চাইছ—একেবারে আলাদা হয়ে নিজের মহলে থাকতে। কেউ যেন না তোমার কাছ ঘেঁষতে পারে।'

'হ্যাঁ। আপাতত নয়।...তুমি প্রতাপচাঁদজিকে বলবে—তাঁর সেই ডাক্তার যেন বুঝেসুঝে গুছিয়ে কাজ করেন। উলটো-পালটা কিছু করে না ফেলেন।'

দীনদয়াল মাথা নাড়ল। সে প্রতাপচাঁদজিকে যা বলার বুঝিয়ে বলে দেবে।

আমি বলব-না বলব-না করে শেষে বললাম, 'দীনদয়াল, একটা কথা। আমি, জানি না কী হবে শেষ পর্যন্ত। আমার একটা খবর তুমি যদি অম্বিকাকে পৌঁছে দাও।'

দীনদয়াল মাথা নাড়লো। দেবে।

আমি বললাম, 'প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যদি তার কাছে গিয়ে পড়ি কোনোদিন—অন্তত একটা দিনের জন্যে যেন আশ্রয় পাই।

দীনদয়াল বলল, 'খবর পৌঁছে দেব। কিন্তু রাজারাম, তেমন হলে আমি কি কাজটা করতে পারব না?'

'পারবে। কিন্তু তোমাকে দিয়ে অন্য কাজ করাব। তুমি রাজবাড়িতে আমার কাছে যাবে। যেন বন্ধুকে দেখতে যাচ্ছ, খোঁজ খবর করতে যাচ্ছ! তুমি হবে আমার চর—ইনফরমার। প্রতাপচাঁদজির সঙ্গে কান্তিলালের...'

'বুঝেছি। যা বলছ, তাই হবে। তবু আবার বলছি রাজারাম, তুমি বাঘের গুহায় মাথা গলাচ্ছ! সাবধানে থেকো। আমি কান্তিলালের বন্ধু ঠিকই, তবু তুমিও আমার বন্ধু!'

'দীনদয়াল, আমি রাজকুমার কান্তিলাল নই, ভাড়া-খাটা গুণ্ডাবদমাস। টাকার লোভে যে-কাজটা করতে এসেছি—সেটা শেষ করে চলে যাব। অবশ্য যদি বরাত খারাপ না হয়।' আমি হাসলাম।

দীনদয়াল হাসল না। চুপ করে থাকল। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার আফসোস হচ্ছে, রাজারাম। কান্তিলাল যদি...' বলে থেমে গেল; দু—মুহূর্ত পরে আবার বলল, 'থাক্। চলো উঠি। উইশ্ ইউ লাক্।'

রাজবাড়িতে আসার নাটকটা ঠিক ঠিক ঘটে গেল। গুলাববাবুর সরাইখানায় আমি মদ খেয়েছিলাম আমার মাপমতন। মদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক দিনের। সহজে ডুবে যাই না। নিজেকে আমি বেহুঁশ করতেও চাইনি। বলা তো যায় না, হিসেবের ভুলচুক হলে কিংবা কোথাও যদি কিছু গোলমাল হয়ে

যায়—নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে তৈরি থাকতে হবে। গুলাববাবুর পানশালায় আমি যত না মদ খেয়েছি—তার চেয়ে নষ্ট করেছি বেশি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গ্লাস উলটে—দশ আনা মদ ফেলেই দিয়েছি। আমাকে একটু সাজ ফেরাতে হয়েছিল। চোখের চশমা আমি খুলিনি। চশমার কাচ ছিল ধোঁয়া রঙের। আমার চোখ কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। পরনে জিন্‌স্। কলকাতার হগ বাজারের দরজির তৈরি। তার নানা জায়গায় পকেট, ছোট বড়, চৌকো, লম্বা। এই পকেটগুলো নানা কাজে লাগে। আমার তো লাগেই। পিস্তলটা ছিল প্যান্টের তলার দিকে, ভেতরে, কোমরের আর পেটের কাছে। অন্য অস্ত্রগুলোও সাবধানে এ-পকেট ও-পকেটে রেখেছিলাম। আমার গায়ে ছিল ভেস্ট। একটা রুমাল ঘাড়ের কাছে গুঁজে গলা পর্যন্ত টেনে নিয়েছিলাম। আমার এক হাতে ঘড়ি, অন্য হাতে এক খবরের কাগজ, ইংরিজি। টুপিও ছিল এক। কাপড়ের টুপি। রোদ বাঁচাবার জন্যেই যেন। টুপিটা টেবিলে পড়ে ছিল।

গুলাববাবুর মদখানা মাঝারি। কলকাতার ছোটখাট নিচু ধরনের বার-এর মতন সাজানো। খানিকটা আড়ালে বসে আমি মদ খেতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে কাগজ দেখছিলাম। আমাকে দেখলে মনে হবে, বাইরে থেকে কোনো ব্যবসায়িক কাজকর্ম নিয়ে এখানে এসেছিলাম। এসে সুবিধে করতে পারিনি। মদখানায় ঢুকে পড়েছি।

শেষ বিকেলে আমি গুলাববাবুর পানশালায় ঢুকেছিলাম। সন্ধের মুখে মুখে আমি মাতাল।

নাগেশ্বরের সঙ্গে সেইরকম কথা ছিল। সাড়ে ছয় থেকে পৌনে সাতের মধ্যে আমি রাস্তায় নেমে পড়ব।

মাতলামির মাত্রা চড়ল ছ'টা নাগাদ।

গুলাববাবুর দোকানের লোকজন বুঝে নিল: শালা এক বাজে মাতাল তাদের হিমসিম খাইয়ে দিচ্ছে। ইংরিজি, বাংলা, ভাঙা হিন্দি—কতরকম বুলি যে বেরোতে লাগল মুখ দিয়ে।

শেষে রাস্তায় নামলাম।

রাস্তায় নেমে এমন মাতলামি শুরু করলাম যে লোক জুটতে লাগল। অটো রিকশা গায়ে পড়তে পড়তে পাশ কাটাল। টাঙা আর সাইকেলঅলারা থেমে গেল।

নাগেশ্বরকে দেখতে পেয়েই আমার পতন ঘটল রাস্তায়।

নাগেশ্বর যে একটা ভ্যান-গাড়ি তৈরি করে রাখবে আড়ালে জানতাম না।

মায় এক ট্রাফিক পুলিস।

হায় হায়! ইয়ে তো বড়া রাজকুমার, কান্তিলাল-ভাই, বড়া সরকার।

রাস্তায় যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকে।

নাগেশ্বর তার চেলাদের দিয়ে আমায় ভ্যানে তুলল। তারপর সোজা রাজবাড়ি।

সন্ধের শেষাশেষি আমি রাজবাড়িতে এলাম।

খানিকটা নেশা আমার ছিল। বেহুঁশ বাস্তবিকই ছিলাম না। গন্ধটা যেভাবে প্যান্টজামা থেকে বাতাসে ভেসে উঠছিল তাতে মনে হতে পারে—আমাকে কেউ মদের চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে এনে রাজবাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।

রাজারাম, রানী ও পিনাকী

রাজবাড়িতে পৌঁছে যাবার পর আমাকে নিয়ে খানিকক্ষণ হট্টগোল হল। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে কান্তিলাল রাজবাড়িতে হাজির হবে কেউ বোধহয় ভাবতে পারেনি। আর নিছক হাজির হওয়া নয়, তাকে মাতাল বেঁহুশ অবস্থায় ভ্যানগাড়ি চাপিয়ে প্রাসাদে আনতে হবে—এমন কল্পনাই বা কে করেছিল! যে-কান্তিলাল এত দিন হল চন্দ্রগিরিতে ফিরে এসেও লুকিয়ে লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে হঠাৎ এমন করে ধরা পড়ে যাবে কে জানত! নেশা মানুষকে সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দেয়—তার কাণ্ডজ্ঞান বোধবুদ্ধি লোপ করে। শুধু মদের নেশা কেন— যে কোন নেশাই তার সর্বনাশ ঘটাতে পারে। কান্তিলালেরও ঘটাল। অন্তত এই সাজানো নাটকে। আমি রাজারাম, এখন যে নকল কান্তিলাল, বুঝতে পারছিলাম না—নাটকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল কি উঠল না? অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না আমার, অপেক্ষা করা এবং সতর্ক হওয়া।

আজ তিনদিনে আমি একে একে অনেকই দেখলাম। রানী রুকমিনী, পিনাকীলাল, ম্যানেজার সুজনকুমার, কমল সিং, ডাক্তারবাবু। দেখলাম কান্তিলালের মা ছোট রানী বিন্দুমতীর খাস দাসী গঙ্গাকে। চুনি কিন্তু এল না।

রাজবাড়ির বাইরে থেকে এসেছিলেন ডাক্তারবাবু। তাঁরই প্রথম আসার কথা। এসেও ছিলেন। কান্তিলালের মহলে আমার জায়গা হবার পর পরই তাঁর কাছে খবর গেল। ডাক্তারবাবু আমাকে দেখতে এলেন। বুঝলাম—তিনি

প্রতাপচাঁদজির কাছে টোপ খেয়ে এসেছেন। দীনদয়ালকে আমার সেইভাবে বলা ছিল—বলা ছিল প্রতাপচাঁদজি যেন দরকারী ব্যবস্থাগুলো করে রাখেন। ডাক্তারবাবু তখনকার মতন এক আধটা ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন পরের দিন সকালে এসে ভাল করে রোগী দেখবেন।

পরের দিন এলেন প্রতাপচাঁদজি। রাজবাড়ি থেকেই তাঁকে খবর পাঠানো হয়েছিল। অবশ্য না-পাঠালেও তিনি যথাসময়ে খবর পেয়ে যাবার কথা। বিকেলে এল দীনদয়াল। আমি কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলিনি। ওই দু-একটা কথা। যা বলার ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। বিকেলে এল নাগেশ্বর। সে যে এত তাড়াতাড়ি আসবে বুঝিনি। তার সঙ্গে চোখে চোখে যা কথা হল—তাতে বুঝলাম—নাগেশ্বর জানতে চাইছে, আমার প্যান্টের লুকনো পকেটে, জুতোর শুকতলা আর হিলের মধ্যে যেখানে যা ছিল—সব ঠিকমতন পেয়েছি কিনা! ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম, পেয়েছি। নাগেশ্বর খুশি হল। চলে যাবার সময় নাগেশ্বর জানিয়ে গেল—ওকে দরকার মতন পেতে অসুবিধে হবে না।

বাইরে নিয়ে আমার চিন্তা ছিল না, ছিল ভেতর নিয়ে।

রাজবাড়ির দুটি লোকই আমার কাছে আসল। রানী রুকমিনী আর পিনাকীলাল।

রানী রুকমিনী নিজে রোজ কান্তিলালকে দেখতে এবং তার খোঁজখবর নিতে কুমার মহলে আসবেন—এটা আশা করা যায় না। রাজবাড়ির এবং রাজপরিবারের সহবত হয়ত অন্যরকম। আমার তেমনই মনে হয়েছিল। কিন্তু রানী পর পর দু দিন এসেছিলেন। প্রথম দিন, রাজকুমারের প্রত্যাবর্তনের নাটকীয় খবর পেয়ে—এবং পরের দিন।

রানীকে দেখে আমি অবাক না হয়ে পারিনি। এখন তিনি প্রবীণা, প্রায়-বৃদ্ধা। রানীর সৌন্দর্য এই বয়েসে নষ্ট হয়ে যাবার কথা। হয়েছে যে তাও স্পষ্ট। তবু অনুমান করা যায়—রানী তাঁর কম বয়সে, যৌবনে অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। বোধহয় সে-সৌন্দর্য তাঁর সহজে ম্লান হয়নি। এখনও অবশিষ্ট টুকু অনুভব করা যায়। রাজা যশদেব যে কেন এমন সুন্দরী স্ত্রীকে ক্ষুব্ধ করেছিলেন বোঝা মুশকিল। অবশ্য রানীর সন্তানাদি দীর্ঘকাল হচ্ছিল না, এবং হবে না—এটা ধরে নিয়েই রাজা যশদেব দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর প্রতি মোহ তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। পারলে রাজার দ্বিতীয় স্ত্রী রাজপুরীতে আসার পরও যশদেব প্রথমা স্ত্রীকে সঙ্গ দান করতেন না আর রানী রুকমিনীও সন্তান-

সম্ভবা হয়ে উঠতেন না। যশদেব—উভয় স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলেন—এটা বোঝা যায়। কিন্তু বোঝা যায় না, কোন স্ত্রীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। সন্তানের আশায় যাকে পরে এনেছিলেন সেই স্ত্রী, নাকি যে-স্ত্রী সদ্য তরুণী অবস্থা থেকেই রাজার প্রথম যৌবনের সঙ্গী হয়েছিলেন!

কান্তিলাল বা প্রতাপচাঁদজি এ-বিষয়ে আমাকে বিশেষ কিছু বলেনি। বললেও তা বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। নিজের কোলে ঝোল টানার স্বভাব মানুষ মাত্রেরই থাকে।

প্রথম দর্শনে পুরোপুরি না হোক—পরের দিন রানীকে দেখার পর আমি স্বীকার করে নিলাম, ওঁর ব্যক্তিত্বকে অমান্য করা যায় না। রানীর মুখ চোখ, দৃষ্টি, তাঁর কথা বলা, দাঁড়ানো—সব কিছুর মধ্যেই এই ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট। দুটি চোখ এবং কপালের কয়েকটি রেখা যেন বলে দিচ্ছিল—রানী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, জেদি, সাহসী চতুর। উনি সন্দেহ-প্রবণ এবং কৌতূহলী স্বভাবের মহিলাও। কিন্তু কোথাও যেন আমার খটকা লাগছিল। রানীর চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে অলস, স্থির হয়ে যাচ্ছিল। উনি কি প্রায়শ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন? ওঁর কি কোনো অসুস্থতা আছে ভেতরে?

রানী আমায় অনেকক্ষণ ধরেই তীক্ষ্ণভাবে দেখছিলেন।

আমি বিরক্ত হবার ভান করলাম। যেন আমার কাছে তাঁর আসাটাই পছন্দ হয়নি আমার। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে দেখছেন যে—এটাও ভাল লাগছে না।

রানী আমায় কখনো কখনো দুচারটে কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি হয় কোনো জবাব দিচ্ছিলাম না, না-হয় বিরক্ত হয়ে রুক্ষভাবে জবাব দিচ্ছিলাম।

উনি আমার কাছে জানতে চাইছিলেন—ট্রেনের দুর্ঘটনার পর আমি কেন পালিয়ে গিয়েছিলাম, অন্যদের সঙ্গে রাজবাড়িতে ফিরে আসিনি কেন? কোথায় আমি ছিলাম, কেমন করে আমার চলত? চন্দ্রগিরিতে ফিরে আসার পরও কেন নিজের বাড়িতে এসে উঠিনি? কোথায় আমি লুকিয়ে ছিলাম?

এসব কথার জবাব আমি দিইনি—না দিয়ে এমন বিতৃষ্ণা ও উদাসীনতার চোখে তাঁকে দেখছিলাম—কি উপেক্ষা করছিলাম— যাতে মনে হয়, আমি বলতে চাইছি—এ-সব প্রশ্ন কেন? কে তুমি? কদাচিৎ দু একটা কথার জবাবে যে-উত্তর দিয়েছি তার থেকে কিছুই বোঝা যায় না। বরং বোঝা যায়, রানীদের আমি অবিশ্বাস করি, ঘৃণা করি। ওঁদের কাছে আমার কিছু বলার নেই। আমি বলতে চাই না।

রানী চাইছিলেন আমি ওঁর কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করি। আমি চাইছিলাম—তাঁকে ঘর থেকে হটিয়ে দিতে।

উনি শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন।

পিনাকীলাল প্রথম দিন দেরিতে এসেছিল। রাজপুরীতে যখন নিখোঁজ রাজকুমারের অভাবনীয় প্রত্যাবর্তন নিয়ে হট্টগোল উঠেছে—তখন ও বাড়িতে ছিল না। ক্লাবে খানা-পিনা সেরে কোথাও ফুর্তি করতে গিয়েছিল। খবর পেয়েই চলে এসেছে।

পিনাকীলালকে আমি যেভাবে দেখলাম, ইচ্ছে করেই, বেহুঁশ হবার ভান ছিল তখন— তাতে ওকে প্রায় লক্ষ্যই করলাম না।

পিনাকীলাল আমার কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে এমন করে আমাকে দেখছিল—যেন আমি সত্যিই কান্তিলাল না তার ভূত, অথবা আমি আসল না নকল সেটা ঠাওর করার চেষ্টা করছিল। তার ডান পায়ের দিকটা কাঁপছিল। বোধহয় সে আমাকে একটা লাথি কষাতে চাইছিল মনে মনে। রাগে ঘেন্নায় তার মদ-খাওয়া ভাঙা জড়ানো গলায় সে কয়েকটা মন্তব্য করল। কিন্তু কোনোটাই কুৎসিত নয়। মনে হল, কোথাও যেন একটা মাত্রা আছে।

হয়ত রাজপরিবারের কোনো সহবত তার রক্তে বয়ে যাচ্ছে বলেই সে কুৎসিত কিছু বলতে পারল না। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। রাজত্বের লোভে ভাইকে খুন করতে আটকায় না, কিন্তু সামনা সামনি তাকে খারাপ ভাষায় গালমন্দ করতে আটকায়!

পিনাকীলাল আমাকে দেখল খানিকক্ষণ, তারপর চলে গেল।

পরের দিন পিনাকীলাল আবার এল। সকালের দিকে, একটু বেলা করে।

আমি রাজারাম নির্বোধ নই। নানাজি—আমার গুরু বলতেন, জন্তু জানোয়ারের নাক আর কান হল তার আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। গন্ধ আর শব্দে সে তার বিপদ বুঝতে পারে। মানুষের হল অনুমান, বুদ্ধি আর চোখ। আমি জানতাম, আগের দিন যা ঘটেছে সেটা সামান্য ব্যাপার। আসল পরীক্ষা পরের দিন থেকে। রানী, পিনাকীলাল কেউ আমাকে সহজে ছেড়ে দেবে না। ওরা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করবে, জানতে চাইবে অনেক কিছু; হয়ত আমাকে বিপর্যস্ত করার ফন্দি এঁটেই হাজির হবে।

আমি তৈরি ছিলাম।

কান্তিলালের ঘরের পোশাক—যা সে পরত—তার ঘরেই যা ছিল—তা থেকে বেছে বেছে একটা পাজামা আর চুড়িদার পাঞ্জাবি পরে, উস্কোখুস্কো চুলে,

চোখে সান্ গ্লাস এঁটে শোবার ঘরেই বড় সোফায় আধ-শোয়া হয়ে বসেছিলাম। কান্তিলালের আলমারি, ওয়ার্ডরোব, ডেস্ক, ড্রয়ারের চাবি না পেলেও আমার পক্ষে তা খুলে ফেলা অসম্ভব ছিল না।

কান্তিলালের খাস ভৃত্যটির নাম গিরিধারী। লোকটা বুড়ো গোছের। সে আমার তদারকি করছিল। লোকটাকে বললাম, সিগারেট এনে দিতে।

মহলে আরও একজন কাজের লোক ছিল। কান্তিলাল এতদিন তার বাড়িতে ফেরার পর লোকটা ঘরদোর সাফসুফ ঝাড়মোছ নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

এমন সময় পিনাকীলাল এল।

আমি শোবার ঘরে রয়েছি, পিনাকীলাল কোনো খবর না দিয়ে সেখানে এসে পড়ায় আমি যেন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছি—এইভাবে তার দিকে তাকালাম।

পিনাকীলাল ঘরটা একবার দেখল। তারপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে একদিকের জানালার ভারি পর্দা সরিয়ে দিল টান মেরে।

পিনাকীলাল আমাকে স্পষ্ট করে দেখতে চাইছিল।

আমি প্রথমটায় কিছু বললাম না, তারপর ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম— আলো আমার ভাল লাগছে না, চোখে লাগছে, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

'সকালের আলো...'

মাথা নাড়লাম।

'তোমার এই আলোও চোখে লাগছে?'

'মাথা চোখ...'

'আচ্ছা! কী হয়েছে?'

'ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো।'

'তুমি নেশাটেশা কম করতে বরাবর...'

'এখন বেশি করি।'

'আচ্ছা!...তোমার—'

পিনাকীলালকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি উঠলাম। হাই তুললাম। হাই তোলার পর জামাটার হাতা গুটিয়ে নিলাম। আর ইচ্ছে করেই আমার বাঁ হাতটার আস্তিনটা তুলে দিলাম বেশি করে। রাজসন্তানদের পারিবারিক ও আচরণীয় সেই বজ্রচিহ্ন আঁকা উলকিটি যেন পিনাকীলালের নজরে পড়ে।

পিনাকীলাল নজর করল কিনা বুঝতে না পেরে আমি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত তুললাম। আলোয় ও নজর করল চিহ্নটি।

পরদা টেনে দিয়ে আমি জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। কান্তিলাল

যে-ভাবে দাঁড়াত আমি লক্ষ করেছিলাম, সামান্য ঝুঁকে, ডান পা সামান্য এগিয়ে। আমি সেভাবে দাঁড়ালাম না। বরং কোমরের কাছে হাত দিয়ে পিছন দিকে বেঁকে দাঁড়ালাম সামান্য।

পিনাকীলাল আমায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আমি বললাম, 'ট্রেন থেকে গড়িয়ে পড়ার পর আমার শিরদাঁড়ায় লেগেছিল...ব্যথা হয় এখনও।'

বুঝতে পারেনি, আমি প্রথমেই ট্রেনের কথা তুলব। সে থতমত খেয়ে গেল বুঝতে পারল। চুপ।

সোফায় ফিরে এলাম আবার। 'তোমার কোনো দরকার আছে?'

অল্পক্ষণ চুপ করে থাকার পর পিনাকীলাল বলল, 'আমাকে চলে যেতে বলছ?'

'আমার শরীর ভাল নয়।'

'আমি এখন যাচ্ছি। পরে আবার আসব।'

'কেন?'

'তখন বলব।'

পিনাকীলাল আর দাঁড়াল না। তার মুখে যেন কেমন এক হাসি লক্ষ করলাম। সে কি আমার চালাকি ধরতে পারল! কে জানে!

পিনাকীলাল চলে যাবার পর আমি সোফায় প্রায় শুয়ে পড়লাম। পিনাকীলালের কথাই ভাবছিলাম। এক একজন মানুষের চেহারায় গিল্টি-দেওয়া থাকে। ঝকঝক করে। পিনাকীলালের চেহারায় সেটা আছে। আমার চোখে, পিনাকীলালকে অনেক সুপুরুষ মনে হল। কান্তিলাল তার ভাইয়ের তুলনায় সুন্দর বলা হয়ত যাবে না। আমি জানি না—মায়ের জন্যেই পিনাকীলাল অমন চেহারা পেয়েছে কিনা! পিনাকীলালকে খানিকটা চঞ্চল, ছেলেমানুষ ধরনেরও মনে হল আমার। শান্ত, স্থির নয়। ওর মধ্যে কোনো উত্তেজনা রয়েছে যেন। বোধহয় নির্বোধ। তবে পিনাকীলাল যে হিংস্র প্রকৃতির, অসহিষ্ণু—সেটা আন্দাজ করা যায়। অনুমান করা যায়—পিনাকী অত্যাচারী। এই বয়েসেই সে নিজেকে নষ্ট করেছে। রাজারাজড়ার ছেলে, উচ্ছৃঙ্খলতা যেন মজ্জাগতভাবে তাতে বর্তেছে। কান্তিলালকে আমার তা মনে হয়নি। কান্তিলাল শান্ত ধরনের। তার মধ্যে দুর্বলতা এবং আত্মগোপনতার চেষ্টা লক্ষ করেছি। পিনাকীলালকে দৃঢ় সাহসী মনে হল। তবে কান্তিলালকে একেবারে অপদার্থ বলেও আমার মনে হয়নি।

গিরিধারী সিগারেট নিয়ে এল।

সামান্য পরেই এলেন ডাক্তারবাবু।

আমাকে দেখলেন। নিয়মমাফিক দেখা।

'কেমন লাগছে আজ?'

'মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে একটা। চোখ জড়িয়ে আসছে।'

'ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার কী হয়েছে?' আমি যেন সত্যিই রোগী, স্বাভাবিক রোগীর মতনই বললাম।

ডাক্তারবাবু তাঁর ব্যাগ গুছোতে গুছোতে বললেন, 'রেস্ট নাও, ঠিক হয়ে যাবে।' বলে চারপাশ তাকালেন। ঘরে কেউ ছিল না। নিচু ফিসফিস গলায় বললেন, 'মেন্টাল শক্, ফিজিক্যাল ইনজিউরি···ফর দি লাস্ট সিক্স সেভেন মান্থস্···এখন একটা ইমোশানাল ডিস্টারবেন্স চলছে। তার সঙ্গে ফিজিকাল ফেটিগ্··· । ঠিক হয়ে যাবে। খাও, দাও, ঘুমোও, বেড়াও···। বাইরে যেয়ো না—এখানেই ঘোরাফেরা করো।'

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন, ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন লোক দিয়ে।

প্রতাপচাঁদজির সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে—এটা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না, দেওয়ানজি আমার আসল পরিচয় ডাক্তারবাবুকে জানিয়েছেন কিনা!

রানী রুকমিনী এলেন আরও বেলায়।

তিনি যে নিজের মহল ছেড়ে অন্য মহলে যান না জানতে আমার অসুবিধে হল না। প্রয়োজনে তিনি তলব করেন। রাজবাড়ির রীতি-নীতি সেই রকমই। তবে তেমন কিছু ঘটে গেলে রানীকে মহল ছেড়ে নেমে আসতেই হয়। রানী স্বেচ্ছায় পর পর দুদিন বড় রাজকুমারের মহলে এসে হাজির হবেন—গিরিধারী যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

রানী আমার ঘরে এলেন, পিছনে তাঁর দাসী। তিনি কোনো রকম ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন না। স্বাভাবিক উদ্বিগ্নতাবশেই যেন আমার শরীরের খোঁজ-খবর নিলেন। ডাক্তারবাবুর কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল না, তিনি কোনো রকম সন্দেহ করছেন। অথচ আমি বুঝতে পারছিলাম, তাঁর চোখ যেন আমায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে দেখছিল। আমার নড়াচড়া, বসা, আমার বিরক্তি, ক্লান্তি—সবই লক্ষ করছিল।

রানী আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থা কিংবা বিমূঢ় অবস্থায় ফেলার আগে আমিই

তাঁকে বিপন্ন করে তুললাম।

'তুমি ওকে নিয়ে আমার ঘরে কেন এসেছ? নর্মদাকে যেতে বলো।'

রানী নিশ্চয় অপমান বোধ করলেন। আমি এই সব নর্মদা-টর্মদার খোঁজখবর আগেই নিয়েছিলাম। কান্তিলালের খাতাতেই ছিল কিছু। অম্বিকাও বলে দিয়েছিল।

রানী নর্মদাকে চলে যেতে বললেন।

নর্মদা চলে গেলে রানীকে আমি বললাম, 'ডাক্তারবাবু আমায় চুপচাপ থাকতে বলেছেন। যত বেশি বিশ্রাম নিতে পারব···, শান্তভাবে থাকতে পারব···'

'তোমার শরীরের খোঁজ নিতেই আমি এসেছি।'

'দরকার নেই।'

'লেগেছে কোথাও? মাথায়?'

'অনেক আগেই লেগেছে।···পিনাকীরা যখন···' আমি হঠাৎ থামলাম। চোখের চশমাটা যেন ঠিক করে নিচ্ছি, চশমায় হাত রেখে বিদ্রূপের গলায় বললাম, 'রেল লাইনের পাশ দিয়ে গড়াতে গড়াতে একশো সোয়াশ ফুট। জঙ্গল, পাথর···। জখম না হবার মতন লোহার শরীর আমার নয়।···ওই ঠাণ্ডায় সারা রাত নদীর পাড়ে, পাথরের তলায় পড়েছিলাম অজ্ঞান হয়ে। মাথা দিয়ে কম রক্ত পড়েনি। গলা দিয়ে শব্দ বেরোয়নি ছ' সাত দিন। গলাটাও গিয়েছে।' কান্তিলালের সঙ্গে আমার গলার স্বরের সামান্য তফাতটা যদিবা রানীর কানে ধরা পড়ে থাকে—সেটার কার্য-কারণ সম্পর্কটা যেন বুঝিয়ে দিলাম। 'আমার পিঠের শিরদাঁড়া···উঃ।'

রানী বোধহয় ভাবেননি যে, আমি তাঁকে তাঁদের কুকীর্তির কথাটা এইভাবে সামনাসামনি তুলব। তিনি কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রানী বললেন, 'আগুন থেকে বেঁচে গেছ—এই রক্ষে। না হলে···'

'পুড়ে গেলে একটা মাংসের তাল হয়ে যেতাম—কেউ চিনতেও পারত না···'

'ছিছি! ···ও-সব কথা এখন থাক।'

'থাক্। ···একটা কথা বলছি, বড়মা।···তোমরা আমার কাছে এখন এসো না। আমায় একলা থাকতে দাও। আমার ভাল লাগছে না।'

রানী যেন সামান্য অবাক হলেন। কান্তিলালই তাঁকে বড়মা বলত বরাবর। আর কেউ বলে না।

'আমি আসছি।···কেমন থাকো তোমার লোক দিয়ে মাঝে মাঝে খবর

পাঠিয়ো।' রানী চলে গেলেন।

রানী চলে যাবার পর আমার কেমন মনে হচ্ছিল, উনি আপাতত আর আমার ঘরে আসবেন না।

বিকেলে এলেন প্রতাপচাঁদজি।

বেশিক্ষণ থাকলেন না। কথাবার্তা বললেন সাবধানে। তিনি এমনভাব করলেন যেন, কান্তিলালের রাজবাড়িতে ফিরে আসার খবর পেয়ে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। যাবার সময় বললেন, তিনি একবার রানীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

উনি চলে যাচ্ছিলেন, একটু দাঁড়িয়ে এক টুকরো কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'পুড়িয়ে ফেলো।'

প্রতাপচাঁদজি চলে যাবার পর কাগজটা আমি দেখলাম। 'এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। সাবধানে থাকবে। ডাক্তার জানে তুমি কান্তিলাল। তাকে বার বার ডাকবে না।'

এরপর একে একে এল দীনদয়াল আর নাগেশ্বর।

খুব সাবধানে ইশারায় কথা হল। ওরা অল্পক্ষণই থাকল।

সারা দিনে রাজবাড়ির আশ্রিত আরও এ ও এল। উঁকি মেরে গেল। এল কমল সিং। তাকে হাত নেড়ে তাড়িয়ে দিলাম। এল গঙ্গা। ছোট রানী বিন্দুমতীর খাস দাসী। বুড়ি হয়ে গেছে। কাঁদল।

আমি চুনির অপেক্ষা করছিলাম।

সে এল না।

কেন এল না চুনি ? তার কি কিছু হয়েছে ? কান্তিলালের ফিরে আসার খবর পেয়ে রাজবাড়ির সবাই যখন মুখ বাড়িয়ে দেখে গেল তাকে, তখন চুনির না-আসা যেন বেমানান। অম্বিকা বলেছিল, চুনি কোথাও বেরোয় না। চুনি একবার আগুনে পুড়েছিল। তার হাত-পায়ে পোড়া দাগ আছে। সে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে আজকাল। সেই লজ্জায় কি এল না ! কিন্তু এ তো পুরনো ঘটনা। কান্তিলালের জানা। তা হলে লজ্জার কী আছে ?

তবে কি মেয়েটার শরীর খারাপ ?

চুনির কথা কাউকে জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। কান্তিলালের পক্ষে সেটা হয়ত উচিত হবে না। সে যখন রাজবাড়ির কারও কথা জিজ্ঞেস করেনি, যখন সে লোকজন আসায় বিরক্ত হচ্ছে—কথাও বলছে না—তখন অত লোকের মধ্যে চুনির খোঁজ করতে যাবে কেন ?

কান্তিলাল নিজেও চুনির কথা বলেনি। তার খাতাতেও চুনির নামমাত্র এক জায়গায় আছে। তাও নিতান্ত মামুলি ব্যাপারে।

দীনদয়াল না বললে আমি চুনির কথা জানতেও পারতাম না। অম্বিকাও চুনির কথা এড়িয়ে যাচ্ছিল। মনে হয়, তাকে পছন্দও করে না। কেন ?

রাজবাড়ির মধ্যে

রাজবাড়িতে আমার সাত আটটা দিন কেটে গেল।

আমি যে খুব নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছিলাম তা নয়। আমার চারপাশে কী ঘটছে—আমি চোখে না দেখতে পেলেও বুঝতে পারছিলাম। রানী আর পিনাকীলাল আমাকে নজরে রেখেছে। তাদের অনুচররা কে কোথায় কীভাবে আমাকে নজর করছে ধরা মুশকিল। তবে ঠিক এই মুহূর্তে যে রানী বা পিনাকীলাল আমাকে—মানে কান্তিলালকে— খুন করার চেষ্টা করবে না—এটা ধরা যেতে পারে। তাতে তাদের বিপদ। অবশ্য ওরা যদি জানতে পারে আমি কান্তিলাল নই—তার নকল—তবে যেকোনো মুহূর্তে আমাকে খুন করতে পারে, পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারে— যা-খুশি করতে পারে।

আমি কান্তিলাল, না অন্য কেউ—নকল কান্তিলাল—এ ব্যাপারে রানীদের দ্বিধা থাকতে পারে—কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা এমন কোনো প্রমাণ পায়নি যাতে আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলবে। সন্দেহ হয়ত তারা করে। চেষ্টাও যে না করে সত্য-মিথ্যা জানার এমন নয়। এখন পর্যন্ত তাদের চেষ্টা বিফলে গিয়েছে।

সেদিন সুজনকুমার এসেছিল আমাকে দিয়ে একটা কাগজ সই করাতে। রানী কিংবা পিনাকীলাল কেউ হয়ত পাঠিয়েছিল—আমি জানি না। জানতেও চাইনি। কাগজে সই করার মতন বোকা আমি নই। কান্তিলালের হাতের লেখা আমি ভাল করেই চিনি। আমার লেখার সঙ্গে কোনোভাবেই সেটা মিলবে না। সুজনকুমারকে আমি বললাম, এখন আমি কোনো কাগজপত্র সই করব না। কোনো রকম কাগজেই নয়। আমার অবর্তমানে কী হয়েছে না-হয়েছে আমি জানি না। যতদিন না আমার তরফের উকিল কিছু বলছেন আমি কিছু দেখব না, সই করব না।

সুজনকুমার চলে গেল। সে দু-তরফের লোক। তবু আমি তাকে বিশ্বাস করিনা। দু তরফের লোক দাড়িপাল্লার মতন, ওজন বুঝে তারা কোন দিকে হেলে পড়বে কেউ জানে না।

গতকাল সামান্য বেলায় কমল সিং এসে হাজির, সঙ্গে নর্মদা। নর্মদার হাতে এক রুপোর ট্রে।

কমল এসে বলল, 'রানীমা পাঠিয়েছেন।'

জিনিসটা কী আমি জানি না। ইশারা করে নামিয়ে রাখতে বললাম।

নর্মদা ট্রে নামিয়ে রাখল। নামিয়ে রেখে রেশমের কাপড়টা সরিয়ে দিল।

সামান্য দাঁড়িয়ে থাকল দু-জনে, তারপর চলে গেল।

ওরা চলে যাবার পর আমি জালি-করা ঢাকনাটা তুলে দেখলাম, ট্রে-র মধ্যে তিনটি ছোট ছোট বাটি সাজানো। সোনার বাটি। বাটিতে চন্দন, মধু আর সুগন্ধী। একপাশে একটি ফুলের মালা। একমুঠো ফুল। আর সেকেলে একটি মোহর।

রানী এগুলো কেন পাঠিয়েছেন, কী এর অর্থ—আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কোনো শুভ ব্যাপারে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই শুভ-ব্যাপারটি কী—কেমন করে জানব। গিরিধারীকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারি না। যদি এমন হয়—এটা রাজবাড়ির কোনো রীতি ও অনুষ্ঠানের অঙ্গ—তবে কান্তিলাল তা ভাল করেই জানত, তাদের পারিবারিক আচার। গিরিধারীকে জিজ্ঞেস করা মানে—তার মনে খটকা লাগানো।

রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়েছি যখন তখন গঙ্গাবুড়ি এসে আমাকে বাঁচাল।

সে আমায় দেখতে এসেছিল। হাতে মিঠাই নিয়ে এসেছে। প্রসাদী ফুলপাতাও।

বুঝতে পারলাম, কান্তিলালের আজ জন্মদিন। রানী তাঁর আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। সঙ্গে প্রসাদী।

বুড়ি আমার কপালে চন্দন মাখিয়ে দিল, মধু দিল জিভে, কানে সুগন্ধী ছুঁইয়ে দিল, মালা পরিয়ে দিল গলায়। যাবার সময় বলল, জিনিসগুলো সে রানীর ঘরে পৌঁছে দেবে।

রানী বিমাতা হলেও কান্তিলালের মা। বুড়িকে বললাম, রানীকে আমার প্রণাম জানিও। বলো, আমি নিজে যেতে পারছি না।

বুড়ি চলে গেল।

এই ঘটনার পর—কাল থেকেই আমি বড় বিচলিত হয়ে উঠেছি। যতই সতর্ক থাক না কেন—অনেক তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার থেকে আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। এই যে কান্তিলালের জন্মদিন—আমি কি তার খোঁজ রাখতে গিয়েছি। কান্তিলাল কি আমায় বলে দিয়েছিল ?

প্রতাপচাঁদজি এলেন বিকেল বেলায়।

আমরা কিছু কথা বললাম

প্রতাপচাঁদজিকে আমি বললাম, আমাব পক্ষে এভাবে রাজবাড়িতে পড়ে থাকা এখন অর্থহীন এবং অকারণ মনে হচ্ছে। আমি যে কী ধরনের বিপদের মধ্যে রয়েছি—বুঝতে পারছি না। কান্তিলাল হিসেবে এখানে পড়ে থাকলে—বিপদ এক ধরনের, আর নকল বা জাল কান্তিলাল হিসেবে থাকার বিপদ অন্য রকম।

প্রতাপচাঁদজি বললেন, তাঁর ধারণা—রানী এখন পর্যন্ত কিছু ধরতে পারেননি। পিনাকীও পেরেছে বলে তিনি জানেন না। তবে এরা সবাই সন্দিগ্ধ এবং সতর্ক।

'আমি এখানে আর বেশিদিন থাকতে চাই না।'

'কিন্তু...'

'পিনাকীলালের কথা বলছেন ?'

'আর কে ?'

'বুঝেছি।...প্রতাপচাঁদজি, আমি এখন পর্যন্ত মানুষ খুন করিনি...'

প্রতাপচাঁদজি আমাকে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে একসময় বললেন, 'তুমি এখন কোন্ অবস্থায় আছ—ভেবে দেখেছ ? এখন কি আর তুমি পিছোতে পারবে ? এই রাজবাড়ির মধ্যে থেকে তোমার পালানো মুশকিল। তা ছাড়া তুমি নকল—, আসল নও।'

আমি প্রতাপচাঁদের চোখের দিকে তাকালাম। ওঁর চোখের দৃষ্টি শক্ত, স্থির। অদ্ভুত এক নিষ্ঠুরতাও রয়েছে দৃষ্টিতে।

আমরা দু' জনে দু' জনকে আজ এই প্রথম অত্যন্ত স্পষ্ট করে অনুভব করলাম।

প্রতাপচাঁদজি উঠে পড়লেন। বললেন, 'এখন যাই। পরে আসব।...আগুনে হাত দেবার পর আর হাতের চিন্তা করে লাভ নেই।...'

প্রতাপচাঁদ চলে গেলেন।

মানুষটিকে আজ আমি প্রথম ঘৃণা করলাম। কোনো সন্দেহ নেই, দেওয়ান শুধু চতুর বুদ্ধিমান নয়, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধরনের মানুষও।

আমার ভাল লাগছিল না।

রাত্রের দিকে পিনাকীলাল এল। মত্ত অবস্থায়। হাহা করে হাসছিল। বলল, 'কান্তিভাই! হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ...হ্যাপি বার্থ ডে...' বলতে বলতে এক বোতল

হুইস্কি আমার সামনে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

মাঝরাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙার পর দেখি, বৃষ্টি নেমেছে। শব্দ হচ্ছিল। আকাশে মেঘের ডাক। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

খোলা জানলা দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি আসছিল। উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করার সময় আমার যেন হঠাৎ কোনো মোহ ধরে গেল। রাজবাড়ির এপাশে কোথাও কোনো আলোর রেখা নেই। ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে যেন ঝলসে উঠছিল খানিকটা অংশ। বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। রাজবাড়ির গাছপালা মাঠ জলের ধারায় যেন ডুবে রয়েছে।

অন্ধকার আর বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার মনে হল, আমি—রাজারাম যদি এই মুহূর্তে রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাই ক্ষতি কিসের? ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাজারামের পথ হারানোর কোনো কারণ নেই। তার সারা জীবনই অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে কেটেছে। আমি এখন কি চলে যেতে পারি না? পারি। এই রাজবাড়ির কোথাও না কোথাও পাহারাদার আছে, হয়ত দু-তিনজন, হয়ত রাজবাড়ির ফটক বন্ধ, ফটকের সামনে পাহারাদার তার ঘরে ঘুমোচ্ছে—তা সত্ত্বেও আমি অনায়াসে চলে যেতে পারি। আমায় বাধা দেবার চেষ্টা করে লাভ হবে না।

জলের ছাট আমার মুখ-গাল-গলা ভিজিয়ে দিল। পিনাকীর দেওয়া হুইস্কি খানিকটা খেয়েছিলাম। নেশা ছিল সামান্য। জলের ঝাপটা আর ঠাণ্ডায় চোখের ঘুম, নেশার ভাবটাও ফিকে হয়ে আসছিল।

আমি কি চলে যাব?

মনে হবার পরই আমার খেয়াল হল, কান্তিলালের মহলে ঢোকার সদর দরজাটাই বন্ধ। বিশাল সেই দরজা। ওপর নিচে বড় বড় তালা। মাঝখানে 'ডোর লক'। চাবি গিরিধারীর কাছে।

ব্যবস্থাটা বরাবরের। বোধহয় সব মহলেই একই ব্যবস্থা। আমি এই ব্যবস্থাটা আমার পক্ষে ভালই মনে করেছিলাম। রাত্রে আমার ঘরে কেউ আসুক—আমার পছন্দ নয়।

এখন, এই মুহূর্তে বন্ধ, তালা-দেওয়া দরজার কথা মনে পড়ায়—আমি হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। আমি কি আমার চোরা চাবি দিয়ে সব তালা খুলতে পারব!

রাজারাম কি সত্যিই তবে রাজপুরীতে বন্দী হয়ে পড়ল?

আপাতত আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। উচিতও হবে না। অন্তত দু-একটা দিন।

পরের দিন দীনদয়াল এল। বিকেলে।

আমি রাজবাড়িতে আসার পর দীনদয়াল বার দুই তিন এসেছে মাত্র। ও এমনভাবে আসত যেন ছেলেবেলার বন্ধুর খোঁজ-খবর করতে এসেছে। বেশিক্ষণ থাকত না। আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলাম আগে থেকেই। তাকে কেউ সন্দেহ করুক, সেই সঙ্গে আমাকে—এটা আমরা চাইনি। দেখা সাক্ষাৎটা স্বাভাবিক ধরনের হলেই ভাল।

দীনদয়াল যখন এল তখন আমি বাইরের দিকের ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বিকেল মরে গিয়েছে। বৃষ্টি নেই, বাদলা বাতাস রয়েছে; মেঘও জমে আছে আকাশে। ঝাপসা অন্ধকার হয়ে আসছিল।

দীনদয়াল আসামাত্র আমি তাকে নিয়ে বাগানে নেমে গেলাম। এখন খানিকটা পায়চারি করা আমার উচিত। কান্তিলাল যে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে—এটা বোঝানো দরকার।

পায়চারি করতে করতে আমি দীনদয়ালকে কালকের ঘটনার কথা বললাম। সুজনকুমার যে আমাকে দিয়ে কিসের এক কাগজ সই করাতে এসেছিল— সে-ঘটনাও জানালাম।

দীনদয়াল বলল, 'আমি তো বরাবরই তোমায় বলেছি—ছোটখাট কখন কী ঘটে যাবে তুমি জান না, ধরা পড়ে যেতে পার।

'আমি জানি। বড় সামলানো যায়, সাবধানও হওয়া যায়, ছোটখাট ব্যাপারে কিছু করার নেই। তুমি একটা মানুষের নকল হয়ে দু দশ দিন কাজ চালাতে পার—কিন্তু তুমি তার জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কেমন করে জানবে! ...অসম্ভব।'

খানিকটা চুপচাপ থেকে দীনদয়াল বলল, 'এখন কী করবে?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিলাম না। পরে নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'পালিয়ে যেতে চাই।'

দীনদয়াল আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'আর আমার ভাল লাগছে না। রাজকুমার সেজে থাকার ইচ্ছেও আমার নেই।...কিন্তু দীনদয়াল, আমি নিজের হাতে নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়েছি। এখন সেটা খুলে ফেলাও মুশকিল।' বলে সামান্য চুপ করে থাকলাম; তারপর

আবার বললাম, 'পিনাকীলালকে না সরিয়ে আমার যাবার উপায় নেই। তোমাদের দেওয়ানজি এসেছিলেন। তাঁর কথাবার্তা স্পষ্ট। আমাকে বলে গেলেন, যে-কাজের জন্যে আমি এসেছি—সেটা শেষ না করে দিয়ে আমার রাজবাড়ি ছেড়ে পালাবার রাস্তা নেই।'

'মানে, পিনাকীলালকে খুন না করে—'

'হ্যাঁ।...খুন করার শর্ত নিয়েই আমি এসেছিলাম। অবশ্য পিনাকীরা যদি হার মেনে নিত...তা হলে... ?'

দীনদয়াল চারপাশ তাকাল ; তারপর নিচু গলায় বলল, 'এ-কাজ তুমি করো না, রাজারাম ! তুমি বড় বেশি ঝুঁকি নেবে। ...পিনাকী তার ভাই কান্তিলালকে খুন করার চেষ্টা করেছিল—ঠিকই। সে শয়তান, বদমাশ, তার অসাধ্য কিছুই নেই। তবু কান্তিলালকে খুন করার পেছনে তার স্বার্থ আছে। তোমার কী স্বার্থ ! স্বার্থ শুধু টাকা।'

'টাকা !'

'ধরে নিলাম টাকা তুমি পাবে, পিনাকীকে খুন করলে। তারপর... ? তোমার পেছনে পুলিস তাড়া করবে। তুমি খুনের মামলার আসামী হবে। কী করবে তখন টাকা নিয়ে ?'

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আকাশ আরও কালো হয়ে আসছিল। কী ভাবছিলাম জানি না। মাথা নাড়লাম। বললাম, 'আমি বরাবরের আসামী। ক্রিমিন্যাল। পুলিসের তাড়া আমি খেয়েছি। পরেও খাব।...কিন্তু পিনাকীকে খুন করে আমি... ! যাক্ গে, একটা কথা বলো ? নাগেশ্বরকে দেখতে পাও ?

'একদিন দেখেছি।'

'তুমি তাকে বলো, আমি একবার দেখা করতে চাই।'

'খবর দেব।'

'আর তুমি একটু খোঁজ নাও, প্রতাপচাঁদজির খবর।...আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, দেওয়ান তাঁর হাতের শেষ তাস ফেলার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। মানুষটি কিন্তু যত ধূর্ত ততই ভীষণ।...লোকটিকে এখন আমার আর সহ্য হয় না। ঘেন্না হয়। আমি ওঁকে বুঝতে ভুল করেছিলাম।...আর তোমার কান্তিলালকেও আজ আমার ঘেন্না হয়।...আমি বোধহয় বিরাট ভুলই করেছি, দীনদয়াল। কেন করলাম কে জানে !'

দীনদয়াল কিছু বলল না।

চুনি

কে যেন বলল শ্রাবণ মাস পড়ে গিয়েছে।

দিন দুই প্রবল বৃষ্টি হল। আকাশ ভেঙে জল নেমেছিল। পরের দিন শুকনো গেল। নাগেশ্বর এসেছিল দেখা করতে। নাগেশ্বরের আসাটা রাজবাড়ির লোকের চোখে পড়ার কথা। হয়ত পড়েছিল। প্রতাপচাঁদজিও এলেন একবার। তিনি আমায় কী মনে করিয়ে দিতে এসেছেন আমি বুঝতে পেরেও কিছু বললাম না। তিনিও বললেন না। তাঁর মনের কথা চোখের দৃষ্টিতেই ফুটে উঠছিল। আমি একটু হাসলাম—অন্যমনস্কভাবে। যেন বলতে চাইলাম, অত ব্যস্ত কেন—ধৈর্য ধরুন।

ধৈর্য ধরার দিন যে প্রতাপচাঁদজিদের ফুরিয়ে আসছে—আমি বুঝতে পারছিলাম। শ্রাবণ মাস পড়ে গেল। মংলা'র দিন এই শ্রাবণ মাসেই। অবশ্য কেউ জানে না কার কপালে মংলা-র রাজটিকা পড়বে ? কান্তিলাল না পিনাকীলালের কপালে ? সরকার আর আদালত কার ওপর সদয় হবে কে জানে ! কিন্তু আকাশে যেমন একটিমাত্র চাঁদ ভাসে—সেই রকম রাজা যশদেবের উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি মাত্র সন্তান থেকে গেলে—তার ভাগ্যই প্রসন্ন হবে।

আমার নিজেরও আর ভাল লাগছিল না। আমি ক্রমশই হতাশ আর বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। কেমন যেন ফাঁকা লাগছিল। এই রাজপুরী ছেড়ে আমাকে পালাতেই হবে। কিন্তু কেমন করে ?

রানী আর আমার মহলে আসেননি। কিন্তু তাঁর লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর নেন প্রায় প্রত্যহ। আমি বুঝতে পারি, তাঁর নজর আছে আমার ওপর।...পিনাকীলাল আরও দু-একবার এসেছে। সে আসে আচমকা, চলেও যায় হঠাৎ। কথাবার্তা বড় একটা বলে না। কিন্তু তার চোখে কিসের যেন হাসি ফুটে থাকে। কৌতুকের না অবজ্ঞার, নাকি কোনো উল্লাসের আমি বুঝতে পারি না। তেমন করে বোঝার চেষ্টাও বোধহয় করি না। তার তরফে কমল একটা কুত্তার মতন আমাকে আড়ালে পাহারা দেয়।

আমার এখন একমাত্র চিন্তা আত্মরক্ষা।

সারাটা দিনই শুকনো যাওয়ায় বিকেল বেশ মনোরম হয়ে উঠেছিল আজ। বৃষ্টি না থাকুক বাদলার আবহাওয়া ছিল। বাতাস ভিজে। আকাশ জুড়ে হালকা

মেঘ ভেসে যাচ্ছিল। রাজবাড়ি যেন অনেক সবুজ হয়ে উঠেছে।

বিকেলের পর আমি ঘুরতে ঘুরতে রাজবাড়ির পেছনের দিকে চলে গিয়েছিলাম। জায়গাটা দেখতে ভাল লাগে। গড় থেকে যেন ঢালু হয়ে মাঠ নেমে গিয়েছে। গাছপালার অভাব নেই। এমনকি কদমগাছেরও। বড় বড় ঘাস। সবুজ জাজিম যেন। পেছনে একটা ঝিল। রানী ঝিল। ঝিলের এক জায়গায় এক সুড়ঙ্গর মতন কী একটা নেমে গিয়েছে। মনে হয় মাথায় কোনো আচ্ছাদন আছে। দূর থেকে জল দেখা যাচ্ছিল না। তবে বোঝা যাচ্ছিল বর্ষার জলে ঝিল ভরে উঠেছে— লতাপাতা জলজ উদ্ভিদে ভরতি।

ঝিলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। জায়গাটা একেবারেই নিরিবিলি। ভাঙা একটা সাঁকোও রয়েছে। এই জায়গাটা এত নির্জন, চুপচাপ—যে চেষ্টা করলে এখান থেকে বাইরে যাবার একটা পথ কি পাওয়া যায় না! যদি পাওয়া যায়—রাজপুরী থেকে আমি কি পালাতে পারি না?

ঝিলের কাছাকাছি গিয়ে আমার মনে হল, ও-পাশে ঝিলের শেষে উঁচু পাঁচিল, গাছপালা, গাছপালার ওপর আকাশ নেমেছে। মেঘভরা আকাশ।

সামান্য দাঁড়িয়ে ফিরে আসছিলাম—হঠাৎ কী নজরে পড়ল। কমল নাকি? না কমল নয়, চোখে পড়ল একটি মেয়ে—আচমকা কোন আড়াল থেকে এসে পড়েছিল—এখন ফিরে যাচ্ছে। বোধহয় আমাকে দেখতে পেয়েই।

আমি তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। কে ও? কেন এসেছে এখানে? আমাকে কি নজর রাখছিল? রানীর চর।

কাছাকাছি আসতেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মুখোমুখি হওয়ামাত্র মেয়েটি কেমন সন্ত্রস্ত ভীত হয়ে তার শাড়ির আঁচলের তলায় হাত লুকিয়ে নিল।

আমি তাকে কয়েক মুহূর্ত দেখলাম। তার লুকোনো হাতের দিকে তাকালাম।

'চুনি।'

চুনি আমার দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল।

আমার চোখের পাতা যেন আর পড়ছিল না। এই চুনি! বিশ্বাস করা যায় না। ভ্রম বলে মনে হয়। চুনি এত সুন্দর দেখতে! গড়নে মুখটি লম্বা; পাশ ছোট ডাগর দুটি চোখ, সুন্দর, নাক, ধবধব করছে রং। মাথার চুল কোনো রকমে ঘাড়ের কাছে জড়ানো। এমন একটি স্নিগ্ধ কোমল মুখ আমি আর দেখিনি বুঝি!

মুখটি কেমন অসহায়, করুণ, সুন্দর; অথচ তার দু চোখে যেন কিসের বিতৃষ্ণা ঘৃণা ফুটে উঠেছে।

'চুনি?'

চুনি কোনো কথা বলল না। আমাকে দেখছিল।

'তুমি এখানে কী করছিলে?'

চুনি জবাব দিল না। তার ঠোঁট দুটি জুড়ে আছে। আমার মনে হল, কথা বলার সময় তার জিব জড়িয়ে আসে বলেই কি সে চুপ করে আছে।

চুনির হাতের দিকে তাকালাম। আঁচলের তলায় হাত। পোড়া হাতের দাগ আড়াল করেছে। লুটোনো শাড়িতে পায়ের পাতাও যেন ঢাকা। ওর গলার পাশে খানিকটা চামড়া কোঁচকানো, কালো হয়ে আছে। ধবধবে রংয়ের পাশে ওই কালো বড় বিশ্রী লাগে।

এই চুনি! কে বলবে, রাজবাড়ির দাসীর মেয়ে! এমন সুন্দর দেখতে!

নিজের কথা মনে পড়ল। ভাগ্যের কথা। আমিই বা কোন্ দাসীর গর্ভজাত ছিলাম কে জানে!

'তুমি কথা বলছ না কেন?'...আমি নরম গলায় বললাম। পরিচিত জনের মতন হাসলাম। তারপর অবাক হবার মতন করেই বললাম, 'চুনি, আমি ফিরে আসার পর রাজবাড়ির সবাই আমাকে দেখতে গিয়েছিল। তুমি যাওনি।'

চুনি কথা বলল না, মাথা নাড়ল।

'কেন?'

ঠোঁট আর গালের কাছটায় কুঁচকে গেল চুনির। তারপর জড়ানো-জিবে বলল, 'স—বা—ই গিয়েছিল।

'তুমি যাওনি।'

'না।'

'কেন?'

'এমনি।'

'তুমি এখানে কী করছিলে?'

'না...কি—ছু না।' চুনির জিব বোধহয় স্বচ্ছন্দে নড়াচড়া করতে পারে না, শব্দগুলো জড়িয়ে আসে।

চুনিকে যতই ভাল করে দেখছিলাম, আমি যেন ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছিলাম।

মেয়েটি যুবতী। বছর পঁচিশ ছাব্বিশই হবে বয়স। হালকা গড়ন। মাথায় মাঝারি। প্রায় নিখুঁত পিঠ বুক গলা। ও একটা ছাপা শাড়ি পরে ছিল। আকাশী

গোছের রং শাড়িটার, বড় বড় ফুলের ছাপ, মেটে লাল আর হলুদ মেশানো। তার শাড়ি পরার ধরনটি ঘরোয়া। আলগা। গায়ের আঁচল এলোমেলো হয়ে আছে। দু কানে দুটি ফুল। গলায় বুঝি একটা সরু হার। কালো-লাল পুঁতির।

চুনির চেহারায় এমন একটা অনাবৃত আকর্ষণ আছে যা মেয়েদের উজ্জ্বল করে তোলে। কিন্তু ওর সৌন্দর্যের মধ্যেও আশ্চর্য এক রুক্ষতা ছিল। মনে হচ্ছিল, ওর চোখের দৃষ্টিতে যে বিতৃষ্ণা তা বড় গভীর। অথচ মুখটি বিষণ্ণ।

আমি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি, গভীর করে তাকে দেখছিলাম—লক্ষ করে সে চোখ সরিয়ে নিল।

মেঘলা আলো ফুরিয়ে এসেছিল অনেকক্ষণ। হালকা ছায়ার মতন এক অন্ধকার ক্রমশই ঘন হয়ে আসছিল। আকাশে মেঘ ভেসে চলেছে। বৃষ্টি নেই। বাদলা বাতাস দিচ্ছিল দমকে দমকে। শ্রাবণের সন্ধ্যা বুঝি ঘনিয়ে আসছিল।

চুনি চুপ করে আছে দেখে আমি আবার বললাম, 'তুমি কি এদিকে বেড়িয়ে বেড়াও ?'

মাথা নাড়ল চুনি। 'এক—একদিন।'

'আজ বেড়াতে এসেছিলে ?'

'ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিলাম।'

'আমায় দেখতে পেয়ে চলে যাচ্ছিলে কেন ?...রাজবাড়ির বড়কুমার ফিরে আসার পর তুমি তাকে দেখতে যাওনি। আজ তাকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে ! বোধহয় তুমি আমাকে সম্মান...'কথাটা শেষ করার আগেই দেখি, দমকা এক বাতাসে চুনির গায়ের আঁচল খসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। চুনি তাড়াতাড়ি আঁচলটা তুলে নেবার চেষ্টা করছিল, ঠিক মতন পারছিল না ; তার দুটি হাতে যেন ততটা জোর নেই, খানিকটা আড়ষ্ট। আর দুটি হাতই প্রায় বীভৎস। পোড়ার দাগে কালো হয়ে আছে, চামড়া কোঁচকানো। আঙুলগুলো কালো, বাঁকা।

'ইস। এই ভাবে...। কেমন করে দুটো হাতই এভাবে পোড়ালে ?'

চুনি আঁচল তুলে নিয়েছিল। আমার কথা শেষ হওয়া-মাত্র সে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আমাকে দেখছিল। তার চোখের পাতা পড়ছিল না। বিস্ময়, কৌতূহল, ভয়—সব যেন মিলেমিশে তার মুখ অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ঠোঁট দুটিও ফাঁক হয়ে গিয়েছে। দৃষ্টি স্থির, বিমূঢ়।

হঠাৎ, যেন সে বিমূঢ় বিভ্রান্ত। ভীত, সতর্ক। আচমকা বলল, 'আপনি কে ?...কে আপনি ?'

আমি সামান্য চমকে উঠেছিলাম, 'আমি— ! তুমি..., কী হয়েছে তোমার ? তুমি নিজের বড়রাজকুমারকে চিনতে পারছ না ! আশ্চর্য !...আমি কান্তিলাল...'

'না। না।' চুনি মাথা নাড়তে লাগল। জোরে জোরে। 'না, না।'

আমার সর্বাঙ্গ কেমন কেঁপে গেল। অদ্ভুত এক ভয় যেন বুকের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। চুনিকে আমি দেখছিলাম। আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলছিলাম। 'কী বলছ ? তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছে ! চেনা লোক চিনতে পারছ না ! আমি কান্তিলাল।'

চুনি মাথা নাড়ছিল। 'না, আপনি বড়কুমার নন। আপনি কান্তিলাল নন। কে আপনি ?'

আমার মাথায় কিছু আসছিল না। স্বর আড়ষ্ট। কথা ফুটছিল না মুখে। অদ্ভুত এক আতঙ্ক যেন আমাকে নির্বাক করে রাখল।

চুনি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যেতে লাগল। সে ভয় পেয়েছে। পালিয়ে যাচ্ছে। এখন ছায়া আরও ময়লা, কালো হয়ে আসছিল চতুর্দিক। চুনি পালিয়ে যাচ্ছে।

ভয় আমাকে যেন কয়েক মুহূর্তে আড়ষ্ট করে রাখল। তার পরই মনে হল, 'সব কিছুই শেষ হয়ে গেল। আমি ধরা পড়ে গেলাম। চুনি রাজবাড়িতে পৌঁছতে যেটুকু সময়—তারপর সে জানিয়ে দেবে—কান্তিলাল নয়, কান্তিলাল সেজে অন্য একটা লোক রাজবাড়িতে এসে বসে আছে। আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। চুনিরই কাছে। এই মেয়েটার সাহায্যই না আমি চাইছিলাম। অথচ এত চোখের মধ্যে সে-ই আমাকে ধরে ফেলল। নকল আর আসল কান্তিলাল সে বুঝল কেমন করে।

মানুষ নিজের বিপদ বোঝার পর আর অপেক্ষা করতে পারে না। আমি বুঝতে পারছিলাম—চুনির রাজবাড়িতে পৌঁছবার আগেই আমাকে কিছু একটা করতে হবে। যা হোক কিছু একটা। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। কিন্তু কী করব। চুনিকে আটকাতে হবে। ওর মুখ বন্ধ করতে হবে যেমন করেই হোক। নয়ত আর খানিকটা পরে সমস্ত রাজবাড়ি নকল কান্তিলালকে ধরার জন্যে ছুটে আসবে। আসবেন রানী। আসবে পিনাকীলাল। তার সেই হাসি আর উল্লাস যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

চুনির দিকে তাকালাম। সে অন্তত ত্রিশ চল্লিশ গজ এগিয়ে গেছে। গাছের আড়াল। উঁচু জমিতে উঠতে শুরু করেছে চুনি।

রাজারাম আর বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আমি ছুটতে শুরু

করলাম। চুনিকে ধরতে হবে। আটকাতে হবে। ভীত আতঙ্কিত বেপরোয়া মানুষের মতন আমি ছুটতে লাগলাম। ক্রমশই সেই নিষ্ঠুর নির্দয় রাজারাম—যার মধ্যে পশুত্ব আর হিংস্রতার অভাব নেই—নিজের কাঠিন্য রূঢ়তা অনুভব করছিল। ছোটার সময় আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো শিকারের পিছনে ছুটে যাচ্ছি। শিকার পালিয়ে গেলেই আমার আর করার কিছু থাকবে না। আশ্চর্য এখন আমার কাছে কিছুই নেই, শুধু একটা ছুরি। একেবারে ফাঁকা পকেটে আমি ঘোরাফেরা করি না। ছুরিটা অবশ্য মামুলি নয়, অনায়াসে তিন-চার ইঞ্চি ঢুকে যেতে পারে মাংসের মধ্যে।

চুনিকে আমি ধরে ফেললাম। পাশেই একটা গাছ। কালো হয়ে আছে জায়গাটা।

আমার হাতের টানে চুনি মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পিঠ নুয়ে গিয়েছে। শাড়ির আঁচল আলগা।

মেয়েটাকে আমি দেখলাম। সে যেন কোনো পশুর থাবার মধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছে। আর্ত, অসহায়, বিহ্বল দুটি চোখ আরও বড় করুণ দেখাচ্ছিল। তার ঠোঁট দুটি এখন আর জোড়া নয়, দাঁত দেখা যাচ্ছিল, কাঁপছিল দুটি ঠোঁট।

আমি চুনিকে এমনভাবে ধরেছিলাম—সে পালাবার চেষ্টা করেও আমার হাত ছাড়াতে পারল না।

'চুনি। আমি কান্তিলাল নই। তুমি ঠিকই ধরেছ।' আমার গলা কঠিন কিন্তু হিংস্র নয়।

'আমাকে ছেড়ে দিন!'

'না। তোমাকে ছাড়লে আমি ধরা পড়ব। মরব।...'

'আপনার পায়ে পড়ি আমায় যেতে দিন...'

'না।...তুমি শুধু বলো কেমন করে তুমি বুঝলে আমি কান্তিলাল নই?'

চুনি কথা বলল না। তারপর দেখি সে কাঁদছে।

'চুনি!...কে, তোমাকে বলেছে আমি কান্তিলাল নই! কেমন করে তুমি বুঝলে আমি অন্য লোক।'

চুনি এবার আর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না। সামান্য চুপ করে থাকল। তার গলা কান্নায় ভরা। শেষে বলল, 'আপনি জিজ্ঞেস করলেন—আমি কেমন করে পুড়লাম।

'হ্যাঁ।'

'যে আমাকে পুড়িয়েছে—সে জানে না—আমি কেমন করে পুড়লাম?'

আমি কেমন চমকে উঠলাম। কথাটা আমার খেয়াল হয়নি। চুনির পোড়ার খবর তো কান্তিলালের রাখার কথা। তার তো জানার কথা কেমনভাবে চুনির গায়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। কিন্তু চুনি ও-কথা বলছে কেন—যে আমায় পুড়িয়েছে...।'

'যে তোমাকে পুড়িয়েছে—। মানে? কে তোমাকে পুড়িয়েছে?'

'কান্তিলাল।'

'কান্তিলাল।' আমার একটা হাত পকেটে ছুরির গা ছুঁয়ে ছিল। মনে হল, হাতটা ঘামছে। চুনির মুখের ভয়-আতঙ্ক যেন ক্রমশই বিদ্বেষ আর ঘৃণায় মেশামিশি হয়ে যাচ্ছিল। কী তিক্ত তার মুখ!'কান্তিলাল তোমায় পুড়িয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

চুনি তার একটা হাত আলগা করতে চাইছিল। তাকে সামান্য আলগা দিলাম। সে অদ্ভুত এক শব্দ করল। করে গায়ের একপাশের আঁচল যেন মাটিতে লুটিয়ে দিল। বলল, 'বড়রাজকুমার আমার এসব রাখতে দেয়নি। একদিন আমাকে সে নিজের মহলে মিথ্যে কথা বলে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ...আমাকে সে জোর করে—আপনি যেভাবে আমাকে ধরে রেখেছেন... সেইভাবে...তার চেয়েও ভীষণভাবে...খারাপ ভাবে...। কান্তিলাল আমাকে নষ্ট করেছিল।...আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছিল শয়তানটা।'

আমার গলা যেন বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্বাস প্রশ্বাসও বন্ধ। বোধশক্তি লোপ পেল। কান্তিলাল এই মেয়েটিকে—রাজবাড়িতে যে আশ্রিত, কোন্ ছেলেবেলা থেকে যে এখানে রয়েছে, যে-মেয়ে দাসীর গর্ভজাত, রাজা যশদেবের জারজ কন্যা...! চুনি কি সত্যি কথা বলছে?

'নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আমি সেদিন গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরতে গিয়েছিলাম। পারিনি। ধরা পড়ে যাই।'

চুনির হাত আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। স্তব্ধ, অসাড়। কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। এও কি সম্ভব? কান্তিলাল—যে-মানুষ স্বভাবে ভদ্র, সভ্য, নরম—সেই মানুষ...রাজবাড়িতে কী সবই সম্ভব!

'তুমি কার মেয়ে তুমি জান?'

'কেন জানব না! আমার মায়ের নাম সুভদ্রা।'

'সুভদ্রা!'

'আমার মা রাজবাড়িতে ছিল। বড় রানীমায়ের কাছে মা এসেছিল।'

'তোমার মা রাজবাড়ির অতিথিশালা আর রামসীতার মন্দির দেখাশোনা করত ?'

'আপনি কেমন করে জানলেন !'

'তুমি কাশীতে জন্মেছিলে !...তোমার মা কাশীতে দু-চার বছর ছিল। তারপর রাজবাড়িতে ফিরে আসে।'

'আপনাকে কে বলল ?'

'তোমার বাবাকে তুমি দেখেছ ?'

'দেখেছি।'

'মনে আছে ?'

'সে এখনও বেঁচে আছে।'

'বেঁচে আছে !'...আমি অবাক। কী বলছে চুনি ? 'কোথায় আছে তোমার বাবা ?'

চুনি একটু সময় চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, 'দেওয়ান।...ওই দেওয়ান আমার বাবা।'

আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। মনে হল আমি ভুল শুনলাম। 'দেওয়ান !'

চুনি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। চুনি কি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে ! সমস্ত শরীর ঘেমে উঠছিল। পকেটের ছুরিটা আমার হাতের ঘামে ভিজে গিয়েছে।

'রাজা যশদেব...'

চুনি যেন অদ্ভুত এক শব্দ করেই নিজের মুখে হাত চাপা দিল। 'মিথ্যে কথা।...মা আমাকে সব বলে গিয়েছিল। তখন আমি ছোট। ন দশ বছরের মেয়ে। তবু আমি বুঝতে পেরেছিলাম। মা, বড়রানীমা, আর দেওয়ান ছাড়া—এ-কথা কেউ জানে না।...দেওয়ান রাজাকে অন্ধ করে রেখেছিল। তাঁকে নিজের খুশি মতন চালিয়েছে। রাজার সমস্ত দোষ দেওয়ান জানত।...সে মিথ্যেবাদী, অমানুষ, শয়তান। সে সব করতে পারে...।'

আমার যেন আর কিছু বলার ছিল না। এমন ঘটনা কি সম্ভব। প্রতাপচাঁদকে আমি কি কিছুই চিনতে পারিনি ! কান্তিলালও আমার কাছে অচেনা থেকে গেল। তার সেই শ্বেতাচারী সাধুর বেশ, তার নম্রতা,—সবই মিথ্যে ! মানুষও কি বাইরে এতটা নকল হতে পারে ! দীনদয়ালই বা কেন আমায় মিথ্যে কথা বলল। সে কি সত্যটা জানে না !

অন্ধকার হয়ে আসছিল।

'চুনি !'

'আমায় ছেড়ে দিন।'

'দিচ্ছি।...তুমি সত্যি বলছ কিনা আমি জানি না। হয়ত বলছ।...তুমি ঠিকই ধরেছ, আমি কান্তিলাল নই। আমি রাজারাম। কান্তিলাল সেজে এখানে এসেছিলাম। কেন এসেছিলাম, জান ? কে আমায় এখানে এনেছিল বুঝতে পার... ?'

চুনিকে আর দাঁড় করানোর দরকার ছিল না। তাকে এগিয়ে দিতে দিতে বললাম সবই—সংক্ষেপে ; ধর্মশালা থেকে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে।

চুনি শুনল। একটাও কথা বলল না।

শেষ পর্যন্ত আমরা দাঁড়ালাম। এখানে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। গাছগাছালির ঝোপ।

'চুনি ?...তুমি আমাকে একটা দিন সময় দাও। আমি কাল যেমন করেই হোক পালিয়ে যাব। আমার কথা তুমি কাউকে বলবে না। একটা দিন

'বলব না।'

'যদি বলো— ?'

'না। আমার মায়ের নামে বলছি বলব না।' বলে দু মুহূর্ত চুপ করে থাকল চুনি। তারপর চাপা গলায় বলল, 'আপনি নিজে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না। আমি আপনাকে রাজবাড়ির বাইরে যাবার লুকনো রাস্তা দেখিয়ে দেব। পার করে দেব।'

'দেবে ?'

'দেব।...' বলে থামল, মাথা নাড়ল, তারপর হঠাৎ বলল, 'আপনি যাবার সময় আমাকে নিয়ে যাবেন ?...আমি বাইরে যাবার পথ চিনি। কিন্তু সাহস হয়নি পালাবার। আমি মেয়ে, আমার হাত-পা পোড়া। আমার হাতে জোর কম...। আপনি আমায় নিয়ে যাবেন। নিয়ে গিয়ে কোনো অনাথ মেয়েদের জায়গায় রেখে দেবেন। এই রাজবাড়িতে আর আমি পারি না।...এ বড় খারাপ জায়গা। নোংরা জায়গা। কেউ ভাল নয়। পাপে পাপে ভরা। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন ?'

আমি রাজারাম, নোংরা লোভী বেজন্মা নিষ্ঠুর একটা মানুষ যেন জীবনে এই প্রথম এমন একজনকে দেখছিলাম—যে আমারই মতন; কিন্তু আমি ভিখিরি নই, আমার হাত-পা পোড়া নয়, আমি অসহায় নই ; আর ওই চুনি যেন ভিখারিনীরও অধম, অসহায়, অক্ষম।

কী হল আমার কে জানে ! চুনির হাত ধরলাম, পোড়া কালো হাত। বললাম, 'নিয়ে যাব। একসঙ্গে যাব আমরা। তুমি আমাকে রাস্তাটা চিনিয়ে দিও।'

আকাশে মেঘ জমেছে। সব যেন কালো হয়ে এল। চুনিকে নিয়ে আর আমি এগুলাম না। সে একাই এগিয়ে গেল।

শেষ কথা

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি নেমেছিল। এখন আর বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। জানলা দিয়ে এলোমেলো বাদলা বাতাস আসছিল। ঘরে একটা পতঙ্গ ঢুকে পড়েছিল কখন, এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছেনা। আমি চুপ করে বসেছিলাম। পিনাকীর দেওয়া হুইস্কির বোতলে সামান্য তলানি পড়েছিল। সেটুকু শেষ করার পর আমার মনে হচ্ছিল, আরও খানিকটা থাকলে মন্দ হত না। অনেকগুলো সিগারেট খাওয়াও হয়ে গিয়েছে। জিবের ডগা বিস্বাদ লাগছিল।

'নানাজি'র কথা আমার মনে পড়ছিল বার বার। নানাজি বলতেন, পশুদের গায়ের চামড়া একরকম। তাদের মুখও একই রকম। বাঘ বাঘই, গণ্ডার গণ্ডারই, হরিণ হরিণই। তার মুখ বলো শরীর বলো গায়ের চামড়া বলো—কোনো হেরফের হবে না। মানুষ তা নয়। মানুষের গায়ের চামড়া তিন রকম। জন্মকালে মানুষ যে গায়ের চামড়াটা নিয়ে জন্মায়—সেটা তার প্রথম। সেখানে ফাঁকি নেই। তারপর ধীরে ধীরে তার গায়ে আরও দুটো চামড়া এঁটে বসে। একটা দিয়ে সে নিজের আসলটাকে ঢাকে, অন্যটা দিয়ে সমাজকে ঠকায়। মানুষকেও। তার মুখও নানা রকম। কখন কোন্ মুখোশ তার মুখের সঙ্গে মিশে থাকে বোঝা যায় না। যে-মানুষ এই মুহূর্তে মুখে সাধু, মনের তলায় সে সেই মুহূর্তে চরম অসাধু। মুখ মানুষ চেনায় না। মানুষকে ঠকায়।

নানাজি-র সব কথা আমি কোনোদিনই বুঝিনি। আজও বুঝি না। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছিল, আমি মানুষ চিনতে ভুল করেছি। প্রতাপচাঁদজিকে আমি চিনতে পারিনি। কান্তিলালকেও নয়। ওরা ওদের যেভাবে চেনাতে চেয়েছে—আমি সেইভাবে তাদের চিনেছি।

আমার এই মূর্খতার জন্যে আজ আমার আফসোস হচ্ছিল। নিজের সম্পর্কেই আর আমার আস্থা থাকছিল না। কেন আমি এই বোকামি করলাম ? টাকার লোভে। পকেট ভরতি টাকা না হলেও রাজারামের দিন চলে যেত। আমি কি

তবে চটকদারি সাহস দেখাবার জন্যে এখানে এসেছিলাম ? নাকি, আমার মনে হয়েছিল, কয়েকটা দিন একটু মজার খেলা খেলে আসি ! আসলে আমি হঠকারিতা করেছি।

পায়ের শব্দ হল।

মুখ তুলে দেখলাম কে যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কে ? চোখের ঠিক ছিল না যেন। অন্যমনস্ক ছিলাম। দু মুহূর্ত পরেই চমকে উঠলাম। এ কী ! রানী নিজে আমার এই বসার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন ! বিশ্বাস হচ্ছিল না। নেশার চোখে কি রানীকে দেখছি।

চোখ রগড়ে তাকালাম। রানীই এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরটা কেঁপে উঠল। ভয় আর ত্রাস যেন আমাকে বোবা করে ফেলেছিল। চুনি তাহলে সব বলে দিয়েছে রানীকে। ওই মেয়েটাকে অসহায় ভেবে আমি মায়া করেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম তার কথায়···। চুনিও আমাকে ঠকালো !

রানী কথা বললেন, 'এখানে কেউ নেই। কেউ আসবে না।'

আমি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম।

রানী ইশারা করলেন। 'বোস।'

আমি বসলাম।

রানী সামান্য সময় দেখলেন আমাকে। তারপর হাত কয়েক তফাতে গিয়ে বসলেন।

কোনো কথা নেই কিছুক্ষণ। তারপর রানী বললেন, 'তুমি কান্তি নও ?'

রানীকে দেখলাম দু'পলক। এখন আর আমার লুকোবার কিছু নেই। আমি, ধরা পড়ে গিয়েছি। 'না, আমি কান্তিলাল নই।···চুনি তা হলে আপনাকে···'

'তুমি অন্য লোক ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের দুজনের চেহারায় এত মিল ! আশ্চর্য।'

আমি রানীকে দেখছিলাম। তাঁর মুখ থমথমে, গম্ভীর। গলার স্বর স্পষ্ট। মনে হল, তিনি যেন কোনো অদ্ভুত ধারালো চোখ দিয়ে আমাকে দেখছেন।

'এমন মিল দেখা যায় না···' রানী বললেন।

'জানি না। এখানে অন্তত দেখা গেল।'

'তুমি ধরা পড়ে গেলে !'

'চুনির জন্যে।···চুনি আপনাকে···'

'চুনির দোষ নেই।'
'তা হলে ?'
'তুমি কেমন করে ভাবলে, চুনির সঙ্গে তুমি অতক্ষণ ঘুরে বেড়াবে রাজবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আর কেউ তোমাদের নজর করবেনা।'
'ও ! আপনার লোক...'
'তোমাদের দেখেছিল। নজর করেছিল।'
'বুঝেছি।'
'চুনি বাধ্য হয়ে সব কথা বলেছে। ওর দোষ নেই।'
আমি কিছু বললাম না।
রানীও সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি কেন একাজ করতে এলে ?'
আমি অপেক্ষা করে বললাম, 'চুনিকে আমি বলেছি।'
'শুনেছি।...তুমি দেওয়ানের হাতে পড়েছিলে।'
'কান্তিলালও আমাকে...
রানী হাত তুলে আমায় থামতে বললেন, 'সে কোথায় আছে !'
'আমি জানি না।'
'তুমি জান না ?'
'না।'
'তুমি কান্তিলালকে যা ভেবেছ—সে কী তাই ?'
'না। এখন মনে হচ্ছে নয়।...চুনি যা বলল তা যদি সত্যি হয়—'
'চুনি মিথ্যে বলেনি।...কান্তি তাকে...।'
হঠাৎ আমার যেন কী হল, ব্যঙ্গের গলায় বললাম, 'রাজাদের রক্তে বোধহয় দোষটা থাকে। বেশিই থাকে সাধারণ মানুষের চেয়ে। চুনির মায়ের কথা আমি যা শুনেছিলাম—রাজা নিজে...'
'চুপ। ও-কথা আর বলবে না।...রাজার অনেক দোষ ছিল। রাজা-রাজড়াদের দোষ। তিনি বিলাসী ছিলেন, উচ্ছৃঙ্খল, ছিলেন। কিন্তু রাজবাড়ির মেয়েদের তিনি...! না, না, কখনো নয়।'
'কথাটা আমি শুনেছি।'
'শুনতে পার।...যা শোনা যায় তাই কি সত্যি হয়!...কে তোমায় বলেছে ? দেওয়ান ?'
'না। দীনদয়াল। দীনদয়ালের বাবা আপনাদের রাজপরিবারের ডাক্তার ছিলেন।'

'হ্যাঁ, ডাক্তার ছিলেন।...চুনির মা সুভদ্রা কে ছিল—তুমি জান না।'
আমি মাথা নাড়লাম।
রানী বললেন, 'সুভদ্রা আমার বাপের বাড়ির লোক। সে আমার ছেলেবেলার সখী ছিল। দেখতে সুন্দর ছিল মেয়েটা। কিন্তু তার কপাল ছিল মন্দ। তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের দশ দিনের মাথায় তার স্বামী মারা যায়। সাপে কামড়েছিল।...পরে আমি সুভদ্রাকে আমার কাছে নিয়ে আসি। সে রাজবাড়ির আর পাঁচজন দাসীর মতন ছিল না।'
'শুনেছি।'
'রাজার একবার খুব শরীর খারাপ হয়। থেকে থেকে অজ্ঞান মতন হয়ে যাচ্ছিলেন। বেহুঁশ। ডাক্তার বলল, শরীর সারাতে যেতে। রাজা গেলেন পাঁচমারিতে। সঙ্গে দেওয়ান। দু-চার জন দাসদাসী। আমি সুভদ্রাকে সঙ্গে দিয়েছিলাম। সে যত কিছু সামলাতে পারবে—দাসীরা পারবে না।' রানী কথা বলতে বলতে থামলেন। অন্যমনস্ক হলেন—তারপর বললেন, 'দেওয়ান মানুষটি ধোয়া তুলসীপাতা নয়। সুভদ্রার সঙ্গে তার কেমন লুকনো সম্পর্ক ছিল তাও আমি জানতাম না।...একদিন রাজার ঘরে সুভদ্রাকে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন রাজা খুবই অসুস্থ ছিলেন। মাঝে মাঝেই তাঁর মূর্ছার মতন হচ্ছিল।...দেওয়ান এই সুযোগটি নিয়েছে।...সুভদ্রাকে রাজার ঘরে রেখে দিয়ে সে নিজের গা বাঁচাবার চেষ্টা করেছে।'
আমি শুনছিলাম। বললাম, 'সুভদ্রার কথা যে সত্যি তার প্রমাণ কী ?'
'কাশীতে আমি বেড়াতে যেতাম মাঝে মাঝে। রাজাদের বাড়ি ছিল। সুভদ্রাকে সেখানে রাখা হয়েছিল ওই ঘটনার পর। সুভদ্রা বিশ্বনাথ মন্দিরে দাঁড়িয়ে শপথ করে আমাকে সব বলেছিল। গঙ্গাস্নানের সময়ও সে গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে বলেছে—দেওয়ানই...'
'সুভদ্রার কথা আপনি বিশ্বাস করলেন !'
'করেছি।...তুমি তার কথার সত্যিমিথ্যে কী জানবে !'
'কিন্তু প্রমাণ তো নেই !'
'আছে।...দেওয়ানকে আমি যে আর বাড়তে দিইনি—সে বাড়তে পারেনি—তার কারণ ওই একটাই। ওটাই মস্ত প্রমাণ। সুভদ্রা আর চুনিকে আমি রাজবাড়িতে ফেরত নিয়ে আসি। দেওয়ানকে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম—তার এই পাপটাই আমার অস্ত্র হয়ে থাকল। তখন থেকেই দেওয়ান আমাকে ভয় পায়।...সে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। তার স্বপ্ন ছিল নিজের

মেয়ে অম্বিকার সঙ্গে কান্তির বিয়ে দেবে। সে হবে রাজার জামাই। এই রাজত্ব তার মরজিতে চলবে। আমি তা হতে দিইনি। রাজবাড়ির পয়সা-খাওয়া নোকরের মেয়ে রাজবাড়ির বউ হতে পারে না। দেওয়ান বাধ্য হয়ে অন্য জায়গায় মেয়ের বিয়ে দেয়।'

আমি যেন কোনো কাহিনী শুনছিলাম। দেওয়ান প্রতাপচাঁদের প্রত্যেকটি আশা আর স্বপ্নকে কি এইভাবে ভেঙে দিয়েছেন রানী! এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তবে অনেক পুরনো।

রানীর মুখ কঠিন, নিষ্ঠুর, রুক্ষ দেখাচ্ছিল। চোখের তলায় যেন প্রতিহিংসার স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে।

'দেওয়ানের এই পাপের কথা আর কে কে জানে?'

'জানত সুভদ্রা। সে মারা গেছে। জানি আমি আর দেওয়ান।'

'রাজা জানতেন না?'

'না। তাঁকে আমি বলিনি।'

'কিন্তু তাঁর নামে…'

'সে রটনা। তাঁর কানে পৌঁছোয়নি। অত সাহস কার হবে। তা ছাড়া দেওয়ানের নিজের দু-একজন লোক ছাড়া সে-রটনা কে শুনেছিল। …অমন রটনা রাজারাজড়া কেন—কত মানুষের নামেই তো রটে। আমাদের পুরনো ডাক্তারকে দেওয়ান ভুল বুঝিয়েছিল।'

'রাজা মারা যাবার পর…'

'দেওয়ানকে আমি ধীরে ধীরে রাজবাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছি।'

আমি সামান্য চুপ করে থেকে বললাম, 'চুনি আর কান্তিলালের ব্যাপারটা কি দেওয়ান জানেন না?'

'জানে!…আমিই তাকে বলেছি। বলেছি, রাজার ছেলে বলে সে বেঁচে গেল। নয়ত আমি তাকে জেলে ঢোকাতাম।

'দেওয়ানকে আপনি দুই অস্ত্রে মেরেছেন। সুভদ্রা আর চুনি…'

'ঠিকই ধরেছ।…তবু দেওয়ান হারতে চাননি। তিনি শেষ চেষ্টা করেছিলেন—তোমাকে এনে…। এবারও তিনি হেরে গেলেন।'

আমি রানীর চোখ দেখছিলাম। উনিই তবে বিজয়িনী!

'পিনাকীলাল যে কান্তিলালকে খুন করার চেষ্টা করেছিল…'

'করেছিল। আমার কথায় করেনি। পিনাকী তার ইয়ার আর মোশাহেবদের বুদ্ধিতে করেছিল। বোকামি করেছিল। আমাকে অনেক খেসারত দিতে

হয়েছে—ওর বোকামির জন্যে। রাজা কখনো এমন কাজ করতেন না।'

'…এখন তা হলে—?'

রানী কোনো কথা বললেন না। নিজের মনে কিছু ভাবছিলেন। শেষে বললেন, 'তুমি বড় বোকা।…চুনির কাছে তুমি পুরোপুরি ধরা পড়েছ। তার আগে আমার কাছেও ধরা পড়েছিলে।…তবু আমি নিশ্চিত হতে পারিনি।'

আমি যেন চমকে উঠলাম। 'আপনার কাছে?'

'কান্তিলালের জন্মদিনে আমি যে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলাম—তাতে একটা মোহর ছিল।…ওটা দেব-মোহর। রাজবাড়িতে কোনো সন্তানের জন্ম হলে—আমার শ্বশুরকুলের একটি আশীর্বাদী দেব-মোহর তার কপালে ছোঁয়ানো হয়। ওই মোহরটি আমাদের রাজবংশের দেব-মোহর। কত পুরুষ ধরে আছে। দেবতার আশীর্বাদ। রাজকুমারদের জন্মদিনেও এই মোহরটি তাদের মাথায় ছোঁয়ানো হয়। ওই মোহর কেউ রাখে না। আমার ঘরে আমি তুলে রাখি। কান্তি একথা জানে। অন্যবার সে বাড়িতে থাকলে—আমাকে প্রণাম করতে এলে তার মাথায় ছুঁইয়ে তুলে রাখি। সে আমার কাছ থেকে অন্য মোহর পায় আশীর্বাদ হিসেবে।…তুমি আমার কাছে আসনি। মোহরটা আমি পাঠিয়েছিলাম। তুমি কান্তি নও—জানো না এই বংশের রীতিনীতি, আচার। তুমি আমার পাঠানো দেব-মোহর পেয়ে আশীর্বাদী মোহর হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলে।…তখনই তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ! তবু আমি ভেবেছিলাম, হয়ত রোখ করেই তুমি মোহর ফেরত পাঠাওনি। চুনির কাছেই তুমি শেষ ধরা পড়লে!'

আমার কিছু বলার ছিল না। করারই বা কী আছে?

'কিছু বলবে?'

'না। আর আমার কী বলার আছে!'

'তোমার নাম যেন কী?'

'রাজারাম।'

'পিনাকী এখনও তোমার কথা জানে না। সে সন্দেহ করে। আমি তাকে কিছু বলিনি। আজকের কথাও সে জানে না। জানলে তোমার কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'তুমি কি রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাও?'

আমি রানীর দিকে তাকালাম।

রানী যেন কেমন একটু হাসলেন, বললেন, 'কাল চুনি তোমায় রাজবাড়ির বাইরে নিয়ে যাবে বলেছে। লুকনো রাস্তায়।...বেশ, তুমি তাই যাবে। তবে বাইরে গিয়ে তুমি কারও সঙ্গে দেখা করবে না। চন্দ্রগিরি ছেড়ে চলে যাবে।...যেমন লুকিয়ে এসেছিলে সেইভাবে চলে যাবে।'

'আপনি আমায় ছেড়ে দেবেন?'

'তোমাকে রেখে আমার লাভ!...তুমি থাকতে চাও?'

'দেওয়ান...'

'রাজারাম, রাজপরিবারের গণ্ডগোলে তোমার মাথা গলিয়ে কোনো দরকার নেই। তাতে আবার বিপদে পড়বে।...তুমি চলে যাও। দেওয়ান তোমাকে খুন করার আগে তুমি পালিয়ে যাও।'

'খুন!'

'যে লুকনো পথে তুমি যাবে, সেই পথেই একদিন কান্তিলালকে আনতে হত দেওয়ানকে। দুজন কান্তিলাল রাজবাড়িতে একসঙ্গে থাকে কেমন করে। তোমাকে কি দেওয়ান তখন এই বিছানায় শুইয়ে রাখত।'

আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। নকল কান্তিলাল রাজবাড়িতে যত সহজে ঢুকতে পেরেছিল তত সহজে যে তার বেরুনোর পথ নেই—একথা সে বোঝেনি। তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না বোঝার।

অনেকক্ষণ আর কথা বলতে পারলাম না। শেষে বললাম, 'আমি কাল চলে যেতে পারব?'

রানী মাথা হেলালেন। বললেন, 'পারবে। চুনি তোমায় রাস্তা চিনিয়ে পার করে দেবে।...শোনো, ওই বেচারি মেয়েটাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না? কাশীতে এখনও আমাদের রাজপরিবারের বাড়ির একটা অংশ আছে। বাকিটা ভাড়া দেওয়া। মেয়েটাকে তুমি সেখানে পৌঁছে দিতে পারবে?'

আমি রানীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম। 'পারব। আপনি ভাববেন না।'

রানী আমাকে দেখলেন। তারপর অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।